ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৫ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 05 July 2019 ■ আগরতলা, ৫ জুলাই, ২০১৯ ইং ■ ১৯ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আগরতলায় জগন্নাথ বাড়ি মন্দিরের রথ নিয়ে ভক্তপ্রাণ মানুষের ভীড়। বৃহস্পতিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

দেশের আর্থিক স্বাস্থ্যের উন্নতির ইঙ্গিত অর্থনৈতিক সমীক্ষায়

দাম কমবে জ্বালানী তেলের, জিডিপি পৌঁছবে ৭ শতাংশে

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই।। শুক্রবার লোকসভায় পেশ হতে চলেছে কেন্দ্রীয় বাজেট প্রস্তাব। এদিকে, আগামী অর্থবর্ষে দেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য আরও উজ্জ্বল হওয়ার ইঙ্গিত দিল অর্থনৈতিক সমীক্ষা। ২০১৮-'১৯ অর্থবর্ষের অর্থনৈতিক সমীক্ষা জানাল, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমবে উল্লেখযোগ্য ভাবে। ফলে, তেল আমদানির 'হাতির বোঝা' অনেকটাই কমবে। যার জেরে দেশে পেট্রল, ডিজেল ও অন্যান্য জ্বালানির দাম কমতে পারে। তবে বাড়বে জিডিপি বৃদ্ধির হার।সমীক্ষার অনুমান, ২০২০ অর্থবর্ষের শেষে দেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার গিয়ে পৌঁছবে ৭ শতাংশে। উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়বে বেসরকারি বিনিয়োগের হারও। বাড়বে ক্রেতাবাজার। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা। আর কমবে রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ।

বৃহস্পতিবার লোকসভায় অর্থনৈতিক সমীক্ষা পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। ওই সমীক্ষা প্রণয়নের মূল দায়িত্বে ছিলেন মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কৃষ্ণমূর্তি সুব্রমনিয়ন। পরে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের ওয়েবসাইট থেকে সংশ্লিষ্ট একটি লিঙ্ক তুলে ধরে বৃহস্পতিবার টুইট করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তাতে তিনি লেখেন, ২০১৯ এর অর্থনৈতিক সমীক্ষা আমাদের কাছে একটি দৃষ্টিভঙ্গির রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছে ভারতকে ৫ লক্ষ কোটি ডলার অর্থনীতির দেশ হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে। এটি সামাজিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি, প্রযুক্তি গ্রহণ এবং শক্তির নিরাপত্তা ক্ষেত্র থেকে লাভগুলিও তুলে ধরেছে।পড়ুন সেগুলি! তবে বিশ্বের অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে কিছুটা ভাটার টান আর বাণিজ্য শুল্ক নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে সংঘাতের আবহে ভারতের রফতানি বাণিজ্য কিছুটা হলেও প্রভাবিত হবে বলে আশঙ্কা সমীক্ষার। আরও আশঙ্কা, বৃদ্ধির হার না বাড়লে তার প্রভাব পড়তে পারে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণেও। আগামী ৬ বছরের মধ্যে ভারত যাতে ৫ লক্ষ কোটি ডলারের (ভারতীয় মুদ্রায়, ৩৪ লক্ষ ৪০ হাজার ৩ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা) বাজেট বরাদ্দ করার মতো একটি অত্যন্ত শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ হয়ে উঠতে পারে, তারও একটি রূপরেখা দিয়েছে এ বারের অর্থনৈতিক সমীক্ষা। জানিয়েছে, সেই পথে হাঁটতে গেলে ভারতে বৃদ্ধির হারকে ফি-বছরে পৌঁছতে হবে ৮ শতাংশে।

তাতে জিডিপি বৃদ্ধির হার নিয়ে যে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, তা অনেকেরই নজর কেড়েছে। কারণ, গত ৩১ মার্চ যে অর্থবর্ষটি শেষ হয়েছে, তাতে জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৬.৮ শতাংশ।অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ সংসদে কেন্দ্রীয় বাজেট প্রস্তাব পেশ

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই ।। শুক্রবার, ৫ জুলাই প্রত্যাবর্তনের পর নরেন্দ্র মোদী সরকারের প্রথম পর্ণাঙ্গ বাজেট। দ্বিতীয় মোদী সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করবেন দেশের প্রথম মহিলা পূর্ণ অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। এ বারের বাজেটে অর্থমন্ত্রী কী কী ঘোষণা করতে পারেন, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়েছে অর্থনীতিবিদ ও গবেষকদের মধ্যে। সারা দেশের শিল্পমহল থেকে সাধারণ চাকুরিজীবী, সবার নজর এখন বাজেটের দিকেই। দ্বিতীয় মোদী সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটে আয়কর কাঠামো কি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রিয়াং শরণার্থী শিশুদের অধিকার সুরক্ষায় মিজোরামে এনসিপিসিআর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই ।। উত্তর ত্রিপুরায় আশ্রিত রিয়াং শরণার্থীদের সন্তানরা কেমন আছেন এবং মিজোরামে প্রত্যাবর্তনের পর তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে কিনা সে-সব খতিয়ে দেখবেন শিশু অধিকার সুরক্ষায় জাতীয় কমিশনের (এনসিপিসিআর) চেয়ারপার্সন প্রিয়াঙ্ক কানুনগো। শুক্রবার মিজোরামের মামিথ জেলায় এক সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। সাথে শিশুদের অধিকার সুরক্ষায় বিভিন্ন অভিযোগ, সমস্যা ইত্যাদির নিস্পত্তি করবেন তিনি। তাই, উত্তর ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন-সহ শিশুদের অধিকার সুরক্ষার সাথে সংযুক্ত বিভিন্ন আধিকারিকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে মিজোরাম সরকার। এই সুযোগেই এনসিপিসিআর চেয়ারপার্সন শিশু অধিকার সুরক্ষার সমস্ত বিষয়ে খোঁজখবর নেবেন।

মূলত, মিজোরামের মামিত, কোলাশিব জেলা এবং উত্তর

প্রত্যাবর্তন

ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের সাথে শিশু অধিকার সুরক্ষা নিয়ে আলোচনা করবেন এনসিপিসিআর চেয়ারপার্সন। তাছাড়া, মামিত জেলায় ত্রিপুরায় আশ্রিত রিয়াং শরণার্থীদের পুনর্বাসনস্থল হিসেবে চিহ্নিত গ্রামগুলিও ঘুরে দেখবেন তিনি। শুধু তা-ই নয়, মামিত জেলায় পঞ্চায়েত নেতা এবং এনজিও-দের সাথেও কথা বলবেন প্রিয়াঙ্ক কানুনগো।

আজ বৃহস্পতিবার উত্তর ত্রিপুরার অতিরিক্ত জেলাশাসক নগেন্দ্র দেববর্মার নেতৃত্বে শিশু অধিকার সুরক্ষা সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা মিজোরাম গিয়েছেন। এ-বিষয়ে দেববর্মা বলেন, মিজোরামের মামিত জেলায় শিশু অধিকার সুরক্ষা নিয়ে আলোচনা হবে। এনসিপিসিআর কানুনগো শিশু সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ, সমস্যা সম্পর্কে অবগত হবেন। তাঁর কথায়, মিজোরামের প্রতিবেশী রাজ্য ত্রিপুরা, তাই ওই বৈঠকে তাঁদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে বহু শিশু রয়েছে। তাঁদের সম্পর্কে বৈঠকে আলোচনা হবে। তাছাড়া, মিজোরামের মামিত এবং কোলাশিব জেলার প্রতিনিধিরাও বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন। ফলে, তাঁদেরও দাবি-আপত্তি, অভিযোগ, সমস্যা ইত্যাদি শুনবেন এনসিপিসিআর চেয়ারপার্সন। তাতে কোনও সমস্যার সমাধান সম্ভব হলে, সেই ব্যবস্থাও করবেন তিনি।

জেলাশাকসক দেববর্মা জানান, আগামীকাল একটি সচেতনামূলক অনুষ্ঠানও হবে। ওই অনুষ্ঠানে কাঞ্চনপুরে রিয়াং শরণার্থীদের পরিবারের ৪০টি শিশু অংশ নেবে। সে-মোতাবেক আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, কাঞ্চনপুরে রিয়াং শরণার্থীদের নেতাকেও ওই অনুষ্ঠানে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জগন্নাথ হলেন দুনিয়ার ভগবান জগতের নাথ রথযাত্রার অনুষ্ঠানে বললেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই ।। জগন্নাথ হচ্ছেন দুনিয়ার ভগবান, জগতের নাথ। আজকের এই পুণ্য দিনে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ধর্মপ্রাণ মানুষ একত্রিত হয়ে রথযাত্রায় অংশ নেন এবং আশির্বাদ কামনা করেন। আজ আগরতলাস্থিত ইসকন আয়োজিত আগরতলা রথযাত্রার সূচনা করে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। এদিকে, দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজার মহকুমার বাইখোড়ায় রথযাত্রা উৎসবের সূচনা করে উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভগবান জগন্নাথদেব অন্য দেবদেবীর তুলনায় ব্যক্তিক্রমী। কারণ, ভক্তেরা ভগবানের কাছে যান, কিন্তু জগন্নাথ দেব ভাই-বোনকে সাথে নিয়ে মাসীর বাড়িতে যাওয়ার জন্য রাস্তায় বের হন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোন এক সময় ভারতীয় রাষ্ট্রবাদ, কৃষ্টি, সংস্কৃতিকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হতো। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুলিশ এসআইয়ের বিরুদ্ধে দাদাগিরির অভিযোগ চালকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ জুলাই।। তেলিয়ামুড়া থানার এক এসআইএর বিরুদ্ধে দাদাগিরির অভিযোগ তুলল দূরপাল্লার এক লরি চালক। সঠিক চালান ও কাগজপত্র থাকা সত্বেও ওই চালককে তল্লাসীর নাম করে প্রথমে ৫০০ টাকা বক্‌রা ও তা না দেওয়ায় তাকে চর মারতে ও দ্বিধা বোধ করেনি ওই গুণধর এসআই- এমনই অভিযোগ করেছেন লরি চালক।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় শিলচর থেকে খোয়াই এর উদ্দেশ্যে সিমেন্ট নিয়ে টিআর-০১-ভি-১৮১৬ নম্বরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অফিস চত্বরকে দালালমুক্ত করতে সদর মহকুমা শাসকের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। রাজধানী আগরতলায় অবস্থিত সদর মহকুমাশাসকের অফিসকে দালালদের খপ্পর থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন মহকুমাশাসক অসীম সাহা। যে-সকল অফিস থেকে সরাসরি সাধারণ মানুষ পরিষেবা পেয়ে থাকেন এই সকল অফিসকে ঘিরে গড়ে ওঠেছে দালালচক্র। অনেক ক্ষেত্রে এই দালালচক্র গড়ে ওঠার পেছনে সক্রিয় ভূমিকা থাকে একাংশ অসাধু সরকারি কর্মচারীদেরও। এই সমস্যা থেকে বাইরে নয় রাজধানী আগরতলার অন্যতম ব্যস্ত সদর মহকুমাশাসকের অফিস।

মহকুমাশাসকের অফিসে নিত্য আগত সাধারণ মানুষকে পড়তে হয় দালালদের খপ্পড়ে। এর ফলে একদিকে যেমন বাড়তি টাকা খরচ করতে হয়, তেমনি অনেক সময় প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করতে অনেক বেশি সময় লাগে। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছেন সদর মহকুমাশাসক অসীম সাহা। তিনি অফিসের সকল স্তরের সরকারি কর্মচারীদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মিড-ডে-মিল সরবরাহে পরীক্ষামূলক দায়িত্ব পেল অক্ষয় পাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই ।। রাজ্যে মিড-ডে-মিল সরবরাহের পরীক্ষামূলক দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে অক্ষয় পাত্র সংস্থাকে। ইসকন দ্বারা পরিচালিত এই সংস্থাকে ত্রিপুরায় পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে একটি জেলার দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে।

এ-বিষয়ে আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, মিড-ডে-মিল প্রকল্পে খাবার সরবরাহে নতুন সংস্থাকে পরিক্ষামূলক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ইসকন দ্বারা পরিচালিত অক্ষয় পাত্র সংস্থা দেশে বিভিন্ন রাজ্যে মিড-ডে-মিল সরবরাহের দায়িত্ব পালন করছে। তাতে, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আরো বেশী পুষ্টিকর খাবার খেতে পারবে। তিনি বলেন, মিড-ডে-মিল প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ অর্থের সাথে অক্ষয় পাত্র সংস্থাও অতিরিক্ত অর্থ যুক্ত করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষিকার মারে গুরুতর প্রথম শ্রেণীর ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই ।। শিক্ষিকার মারে প্রথম শ্রেণীর ছাত্র গুরুতর আহত হয়েছে। তাতে, অভিভাবকরার বিদ্যালয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত শিক্ষিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

আজ আগরতলায় অরুন্ধুতিনগরস্থিত সেন্ট পলস বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীজিৎ সরকারকে তার শিক্ষিকা সুস্মিতা বণিক মারধর করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ-বিষয়ে শ্রীজিতের মা বলেন, ক্লাসে দুষ্টুমি সব ছাত্রছাত্রীরাই করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে তবুও বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই ।। রাজ্যে ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে সাফল্য মিলেছে। তবে এখনই আত্মসন্তুষ্টির কারণ নেই বলে দাবি করেছে বিজেপি। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে দলের প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য দাবি করেছেন, গত ছয় বছরের তথ্য খতিয়ে দেখে প্রমাণিত হয়েছে, ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। তবুও, ত্রিপুরায় বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। তাই সকলকে সতর্ক করেছেন তিনি।

এদিন তিনি বলেন, রাজ্যে প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়ে। অতীতে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে প্রচুর মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু, এখন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা অনেক কমেছে।

নবেন্দুর কথায়, পূর্বতন সরকারের আমলে কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা পালন করা হত না, তাই ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু-মিছিল দেখা যেত। তিনি বলেন, এখন কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা মেনে মৃত্যু-মিছিল থামানো গিয়েছে। এমন-কি ম্যালেরিয়াও নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে।

এক তথ্য তুলে ধরে নবেন্দু বলেন, চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ৪,২৬২ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। তার মধ্যে ১ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তিনি জানান, জানুয়ারিতে ২৭২ জন, ফেব্রুয়ারিতে ১২৫ জন, মার্চে ১৬৬ জন, এপ্রিলে ৪৩০ জন, মে মাসে ১,১০৪ জন এবং জুনে ২,১৬৫ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁর কথায়, এ-বছর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা বিগত বছরের তুলনায় অনেক কম। তাঁর দাবি, ২০১৪ সালে ৫১ হাজার ২৪০ জন, ২০১৫ সালে ৩২ হাজার ৫২৫ জন, ২০১৬ সালে ১০ হাজার ৫৪৬ জন, ২০১৭ সালে ৭ হাজার ৪৯ জন এবং ২০১৮ সালে ১৩ হাজার ৭৯ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন।

নবেন্দু আরও জানান, এখন পর্যন্ত ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে বর্ণমালা ত্রিপুরা (৬) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তিনি বলেন, গত ১৪ জুন তার রক্তের নমুনায় ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া যায়নি। কিন্তু তার জ্বর কমছিল না। তাই, ১৮ জুন বিএসএফ ক্যাম্পে পুনরায় তার রক্তের নমুনা পরীক্ষা করা হয়। তখন তার শরীরে ম্যালেরিয়ার জীবাণু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুড়াইবাড়িতে ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার পাথারকান্দির দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৪ জুলাই।। মাদক বিরোধী অভিযানে ফের সাফল্য পেল ত্রিপুরার পুলিশ প্রশাসন। এই অভিযানে বৃহস্পতিবার প্রচুর পরিমাণের ব্রাউন সুগার নিয়ে পাচার করতে গিয়ে চোরাইবাড়িতে পুলিশ ও গোয়েন্দা আধিকারিকদের হাতে আটক হয়েছে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দির দুই ড্রাগস পাচারকারী যুবক। ধৃতদের বিলাল আহমেদ ও জহরুল ইসলাম বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। উভয়ের বয়স যথাক্রমে ২৬ এবং ২৭। তাদের বাড়ি পাথারকান্দির চাঁদখিরা গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচ নম্বর (কচরঘাট গ্রাম) ওয়ার্ডে। ধৃতদের বর্তমানে উত্তর ত্রিপুরার চোরাইবাড়ি থানায় রেখে পুলিশ টানা জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

জানা গেছে, আজ কাকভোরে পাথারকান্দির দুই যুবক এএস ১১ জি ০২৪০ নম্বরের একটি মটর বাইকে চেপে অসমের করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থানান্তর্গত চাঁদখিরা-কদমতলা রোডে সোনাখিরা পুলিশ চেকপোস্ট এবং কাঁঠালতলি পুলিশ ফাঁড়ির কর্তব্যরত কর্মীদের চোখে ধুলো দিয়ে ঝেরঝেরি নাকাচেকিং পার হয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ২৬২ ▫ ৫ জুলাই ২০১৯ ইং ▫ ১৯ আষাঢ় ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

শিক্ষামন্ত্রীর গুরুতর অভিযোগ

রাজ্যের স্কুলগুলিতে শিক্ষকদের সংগঠন নিয়া কড়া অবস্থান নিয়াছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। তিনি জানাল, শাসক দলের নেতা পরিচয় দিয়া চাঁদা সংগ্রহ কিংবা বদলীর ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ার কাজে যুক্তদের চিহ্নিত করা হইতেছে এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর তাহাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। শিক্ষামন্ত্রীর চাঞ্চল্যকর অভিযোগ এক সময়ের দাপুটে হগব নেতা এখন বিজেপি সাজিয়া বদলীর নামে মোটা টাকা সংগ্রহ করিতেছেন। তাঁহাদের সকলের তালিকা তৈরী করা হইতেছে। শিক্ষামন্ত্রী এই অভিযোগ প্রমাণ করিয়া দিতেছে যে, রাজ্যে বদলী ইত্যাদির নামে মোটা টাকা লেনদেন হইতেছে। সরকারী কর্মচারীদের সংগঠন করিবার অধিকার আছে। তাহা এক কথায় হয়তো খারিজ করিয়া দেওয়া যাইবে না। কিন্তু, বিদ্যালয়ে শিক্ষক কর্মচারীদের সংগঠন বা কোনও দলের পক্ষে কাজ করিবার অবাধ জায়গা হইতে পারে না। আজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতির গ্রাসে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় ব্যাপক ক্ষতি করিয়া চলিয়াছে। অন্যদিকে, একথাও তো স্বীকার করিতে হইবে যে, স্কুল কলেজে ছাত্র রাজনীতিও শিক্ষা ক্ষেত্রে সংকট ডাকিয়া আনিতেছে। আগে শিক্ষা অগ্রপথিকরা বলিতেন 'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ'। ছাত্রছাত্রীদের অধ্যয়ন করাই বড় কাজ। এক্ষেত্রে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী কি বলিবেন? স্কুল কলেজে শিক্ষক কর্মচারীরা রাজনীতি করিলে শিক্ষার পরিবেশ যদি বিঘ্নিত হয় তাহা হইলে ছাত্রছাত্রীরা যদি রাজনীতিতে নিমগ্ন থাকিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করে তাহা হইলে তো শিক্ষার পরিবেশই বিঘ্নিত হইবে। একথা অনেক বেশী সত্যি যে, নামী দামী স্কুলগুলিতে এইসব রাজনীতির পাঠ হইতে শত যোজন দূরে থাকে। রাজনীতি আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে সংকটজনক পরিস্থিতি ডাকিয়া আনিতেছে। এই পরিস্থিতি নিয়া শুধু রাজ্য স্তরে নহে একেবারে জাতীয় স্তরে বিতর্ক খুব জরুরী হইয়া উঠিতেছে।

এক সময় স্কুল কলেজের শিক্ষক কর্মচারীরাই রাজনীতির প্রথম সারিতে অবস্থান করিতেন। এরাজ্যে বাম আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন তাঁহারাই। স্কুল কলেজে ছাত্র রাজনীতির জন্ম দিয়াছে প্রকৃত পক্ষে বামপন্থীরা। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেখা গিয়াছে দেশের বিভিন্ন সংকট ইত্যাদি ক্ষেত্রে ছাত্ররাই সোচ্চার হইত। তাহারা কোনও রাজনৈতিক দলের পক্ষে ছিলেন না। অনেক দিন দেশের বিভিন্ন সমস্যা ও সংকটের সময়ে এই ছাত্রদেরকে আন্দোলনমুখী হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু, ক্রমেই এই ছাত্রছাত্রীরাই রাজনীতির শিকার হইয়া গেলেন। সরাসরি রাজনৈতিক দল স্কুল কলেজগুলি নিজেদের কব্জায় নেওয়ার প্রতিযোগিতায় নামিয়া পড়ে। এই ভাবেই, বিশেষ করিয়া সরকারী স্কুল কলেজগুলি রাজনীতির আখড়ায় পরিণত হয়। শিক্ষাঙ্গনগুলিকে রাজনীতি মুক্ত রাখা না রাখার পক্ষে জোর বিতর্ক আছে। কোনও কোনও মহলের মতে ছাত্ররাই আগামীদিনের দেশ পরিচালনা করিবে। তাই তাহাদের রাজনৈতিক ভাবে অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করিবার যৌক্তিকতা আছে। কোনও কোনও মহলের মতে স্কুল কলেজে ছাত্র রাজনীতির পাঠ তুলিয়া দেওয়াই সংগত। রাজনীতির মান দিনে দিনেই তো নিম্নমুখী। আর এই রাজনীতি ছাত্রদের সর্বনাশই ডাকিয়া আনিবে। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ ছাত্র রাজনীতি নিয়া এখন তেমন মাথা ঘামাইতেছেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি যে দল করেন সেই দলের ছাত্র সংগঠনও স্কুল কলেজে দাপাইয়া সংগঠন করিয়া চলিতেছে। 'ছাত্রনাং অধ্যয়নং তপঃ' তাহাকে কেহ পাত্তা দিতেই রাজী নহেন।

রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী স্কুলগুলিতে শিক্ষক কর্মচারী রাজনীতির ঘোর বিরোধী। ইহাতে বিদ্যালয়ের পবিত্রতা বিনষ্ট হয়। পঠন পাঠন বিঘ্নিত হয়। শিক্ষামন্ত্রীর অভিজ্ঞতা তো বড়ই মারাত্মক। বাম আমলের হগব নেতা এই গেরুয়া আমলে বিজেপি সাজিয়া বদলীর নামে মোটা টাকা সংগ্রহ করিয়া চলিয়াছেন। এই গুরুতর অভিযোগ করিয়াছেন খোদ শিক্ষামন্ত্রী। নিশ্চয় প্রমাণ ছাড়া এতবড় অভিযোগ করিবেন না মন্ত্রী। ইহা শুধু বিদ্যালয়গুলিতে বা শিক্ষা দপ্তরেই অভিযোগ এমন বোধহয় বলা যাইবে না। নব্য বিজেপিরা তো সর্বত্রই দাপাইয়া বেড়াইতেছে। কারণ, ত্রিপুরায় তো বিজেপি যাহারা হইয়াছেন তাহারা হয় কংগ্রেসের নয়তো সিপিএমের। যুগে যুগেই সুবিধাভোগীরা ছড়ি ঘুরাইয়া যাইতেছেন। সিপিএম বা কংগ্রেসের সুবিধাবাদীরাই রাতারাতি বিজেপির নেতা কর্মী বনিয়া গিয়াছেন। শিক্ষা দপ্তর যে স্কুলে উদ্বৃত শিক্ষক শিক্ষিকা আছে তাহাদের বদলীর যে উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে তাহা কতখানি সাফল্য পাইবে তাহাই এখন দেখিতে হইবে।

মথুরার উন্নয়ন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক হেমার

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই (হি.স.) মথুরা সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করলেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী তথা বিজেপি সাংসদ হেমা মালিনী। এই প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার এক ট্যুইটবার্তায় হেমা মালিনী লেখেন, মথুরার উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলছে, তা নিয়ে এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে জানাই। পাশাপাশি মথুরার পানীয় জলের সমস্যার বিষয়টিও বৈঠকে তুলে ধরা হয়। জলসঙ্কট দূর করতে নতুন প্রকল্প রূপায়ণ করার আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি। জলসংরক্ষণ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি কি ভাবে করা যায়, তা নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয় বলে ট্যুইটারে জানিয়েছেন এই হেমা মালিনী। উল্লেখ করা যেতে পারে জুনে মথুরার উন্নয়ন নিয়ে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। লখনউ-এর লোকভবনে এই বৈঠক হয়েছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে মথুরা লোকসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হন হেমা মালিনী। সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে আরএলডি প্রার্থী কানওর নরেন্দ্র সিং-কে পরাজিত করেন হেমা মালিনী। তাঁর হয়ে প্রচার করতে আসেন স্বামী ধর্মেন্দ্র।

পাঁচ পুলিশ অফিসারকে পুনর্বহাল

কলকাতা, ৪ জুলাই (হি.স.): রাজ্যের পাঁচ পুলিশ অফিসারকে পুরনো পদে পুনরায় বহাল করল নবান্ন। গত ৩০ জুন জারি হওয়া অর্ডারকে পরিবর্তন করল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের নির্দেশে ভবানী ভবন থেকে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করেন রাজ্য পুলিশের আইজি সদর ড: আর শিবকুমার। পুনরায় মুর্শিদাবাদের ডিএসপি ডি এন্ড টি পদে বহাল রইলেন জীবনেশ রায়। এর আগে গত ৩০ জুন তাঁকে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার এসডিপিও পদে বদলি করা হয়েছিল। আজ তাঁর বদলি রদ করে মুর্শিদাবাদের ডিএসপি পদেই রাখা হল। গত ৩০ জুন দুর্গাপুরের রাফ ব্যাটেলিয়ানের আয়াসিস্টেন্ট কমান্ডেন্ট করা হয়েছিল ত্রিদিব সরকারকে। আজকের নির্দেশিকায় তিনি তাঁর পুরোনো পদ পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার এসডিপিও হিসেবেই রইলেন। হুগলি গ্রামীন পুলিশের চন্ডিতলার ডেপুটি পুলিশ সুপার কুণাল বর্ণবাসকে ৩০ জুনের বিজ্ঞপ্তিতে হাওড়া গ্রামীন পুলিশের উলুবেরিয়ার এসডিপিও করা হয়েছিল। এদিনের নির্দেশিকায় পুনরায় তাঁকে হুগলির ডেপুটি পুলিশ সুপার পদে ফিরিয়ে আনা হল। একইভাবে ৩০ জুন হুগলি গ্রামীন পুলিশের চন্ডিতলার ডিএসপি হয়েছিলেন অনিমেষ রায়। বৃহস্পতিবারের বিজ্ঞপ্তিতে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার ডিএসপি ডিআইবি পদেই বহাল রইলেন তিনি। গত রবিবারের নির্দেশিকায় ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি অসীম কুমার পাঁজাকে বদলি করা হয়েছিল ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার ডিআইবি-র ডেপুটি পুলিশ সুপার পদে। কিন্তু এদিনের নির্দেশিকায় তিনি ব্যারাকপুরের এসিপি হয়েই রয়ে গেলেন।

রাস্তা আটকে দুর্গাপুজো নয়, নির্দেশ নবান্নের

কলকাতা, ৪ জুলাই (হি.স) : রাস্তা আটকে দুর্গাপুজো করা যাবে না। এমনই নির্দেশ জারি করা হল নবান্নের তরফ থেকেঊ ইতিমধ্যেই এই নির্দেশ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে রাজ্যের সমস্ত পুজো কমিটি সহ রাজ্যের সমস্ত থানা গুলোতেঊ বৃহস্পতিবার এমনটাই জানা যায় নবান্ন মারফতঊ জানা যায়, এই নিদেশ বহাল থাকবে রাজ্যের সমস্ত জেলা গুলোতেইঊ সেক্ষেত্রে কলকাতা সহ জেলার যে সমস্ত জায়গায় রাস্তা আটকে পুজো করা হয়, সেই পুজো গুলোর ছয়ের পাতায় দেখুন

ই-যুগে ইলেকট্রনিক বিজ্ঞান

প্রিয়দর্শী মজুমদার ও সন্দীপকুমার দে

ই লেকট্রনিক্সের সূচনাঃ
ইলেকট্রনিক বিজ্ঞান তড়িৎ প্রোকৌশলের একটি শাখা। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বায়ুশূন্য কাচনলের মধ্যে দিয়ে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে একমুখী তড়িৎ পরিবহণের উদ্ভাবন হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে যত যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হয় যেমন রেডিও,টেলিভিশন, টেলিফোন সেগুলি সবই বায়ুশূন্য কাঁচনল পদ্ধতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। ফলে এই যন্ত্র বা বর্তনীগুলি স্বাভাবিকভাবেই বিপুল জায়গা দখল করত এবং এদের সচল রাখতে অনেক শক্তি ব্যয়িত হত। কিন্তু তুলনামুলকভাবে এদের কার্যক্ষমতা ছিল খুবই কম। এইগুলি প্রাথমিক ইলেকট্রনিক্সের অন্তর্গত।
বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সমন্বিত বর্তনীর হাত ধরে ইলেকট্রনিক বিজ্ঞানের একটি বৈপ্লবিক পরবির্তন আসে এবং অন্যালগ ইলেকট্রনিক্সের আমূল পরবির্তন হয়। এই সময়েই বায়ুশূন্য কাঁচনলের পরিবর্তে অর্ধপরিবাহীর সাহায্যে একমুখী তড়িৎ পরিবহন সম্ভব হয়। সমন্বিত বর্তনীল মূল উপাদান ছিল অর্ধপরিবাহী ডায়োড ও ট্রানজিস্টার। এগুলির সাহায্যে অন্যানালগ ঘড়ি, ইলেকট্রিসিটি, ট্রান্সপোর্ট মিটার, ভি সি ডি টেপরেকর্ডার ক্যাসেট প্লেয়ার ইত্যাদি নতুন নতুন যন্ত্রপাতি তৈরি হতে শুরু করে। ধীরে ধীরে অ্যানলগ যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স যুগের সূচনা হয়েছে।
গৃহস্থালিক ব্যবহৃত ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওভেন, রিমোটচালিক টিভিস এসি, গিজার আরও অসংখ্য ছোট-বড় ইলেকট্রনিক যন্ত্র আমাদের পরিশ্রম ও দুশ্চিন্তা লাঘব করে চলেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থায় এবং আর্থিক লেনদেনে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, স্মার্টফোন, এটিএম প্রভৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। এগুলি সবই ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের দান। এমনকী ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও ব্যালট পেপারের বদলে বহুদিন আগেই ইলেকট্রনিক ভোটিং শেিন এসে গেছে। জিডিটাল ইলেকট্রনিক্সের অভাবনীয় উন্নতি যন্ত্রসঙ্গীতের জগতেও আমূল পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। আজকে এই একবিংশ শতাব্দীরতে এসে দাঁড়িয়ে দৈনন্দিন সমাজ ব্যবস্থায় ইলেকট্রনিক্সকে উপেক্ষা করে এক পাও চলা সম্ভব নয়।
আধুনিক ইলেকট্রনিক্স ক্রমাগত যন্ত্রপাতি তৈরি করে চলেছে। এর ফলে যন্ত্রের কর্মদক্ষতা যেমন বাড়ছে, সেরকম আকৃতি কমে যাওয়ায় সৈনন্দিন ব্যবহারের পক্ষে সুইপোযোগী হয়ে উঠছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অ্যানালগ ও ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স সর্বোপতি ন্যানো ইলেকট্রনিক্সের অবদান অনস্বীকার্য।
ইলেকট্রনিক্স পড়তে হলেঃ
ইলেকট্রনিক্সের প্রাথমিক পাঠ নিতে গেলে বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পদার্থবিদ্যাকে চয়ন করতে হয়। পদার্থবিদ্যার পাঠ্যসূচিতে ইলেকট্রনিক্সের সামান্য কিছু ধারণা দেওয়া আছে। এরপরে স্নাতক স্তরে ইলেকট্রনিক্স নিয়ে পড়শোনা করতে হলে কারিগরী) ইলেকট্রনিক্স বা স্নাতক (বিএসসি অনার্স) জেনারেল) ইলেকট্রনিক্সকে বেছে নিতে হয়। কারিগরী ইলেকট্রনিক্সকে বেছে নিতে হয়। কারিগরী ইলেকট্রনিক্স নিয়ে পড়তে হলে বিজ্ঞান শাখায় উচ্চ মাধ্যমিকের পরেই কারিগরী প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিই অথবা বিটেক পাঠ্যক্রমে ভর্তি হতে হয়। আটটি সেমিস্টারের মাধ্যমে চার বছরে এই পাঠ্যক্রমটি সম্পূর্ণ হয় এবং পাশ করার পর কারিগরী স্নাতকোত্তর নিয়ে পড়াশোনা করা যায় এবং / অথবা বিভিন্ন চাকরির সুযোগ থাকে।
অপরদিকে স্নাতকস্তরে অনার্স / জেনারেল স্তরে ইলেকট্রনিক্স নিয়ে পড়তে হলে নিজের পছন্দের কলেজে (যেখানেধ যেখানে এই বিষয়টি পড়ার সুযোগ আছে)। আবেদন করতে হয়। এই পাঠ্যক্রমটি ছটি সেমিস্টারের মাধ্যমে তিন বছরে সম্পূর্ণ হয় (বর্তমান সিবিবিএস পাঠ্যক্রম অনুযায়ী), সাম্মানিক শাখাতেও স্নাতক হওয়ার পর স্নাতকোত্তর এবং /অথবা বিভিন্ন রকম চাকরির সুযোগ রয়েছে।
কারিগরী শাখা ও সাম্মানিক শাখার মূল পার্থক্য হলো প্রথমচির ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক সন্ত্রাপাতির গঠন ও কার্যকারীতার ওপর জোর দেওয়া হয় এবং মূলত এটি ব্যবহারিক শাখা। অপরদিকে সাম্মানিক ইলেকট্রনিক্স তুলনামূলকভাবে কম ব্যবহারিক এবং এখানে তাত্ত্বিক বিষয়গুলির ওপর জোর দেওয়া হয় এবং যন্ত্রপাতির প্রয়োগমূলক দিকগুলি নিয়েই আলোচনা করা হয়। কারিগরী ইলেকট্রনিক্স কোথায় কোথায় পড়ানো হয়। পরবর্তী উচ্চ শিক্ষা, সম্ভাব্য চাকরি, স্বনির্ভর প্রকল্প নিয়ে বিশদে আলোচনা করা হলো।
ইলেকট্রনিক সায়েন্স (অনার্স ও জেনারেল)ঃ

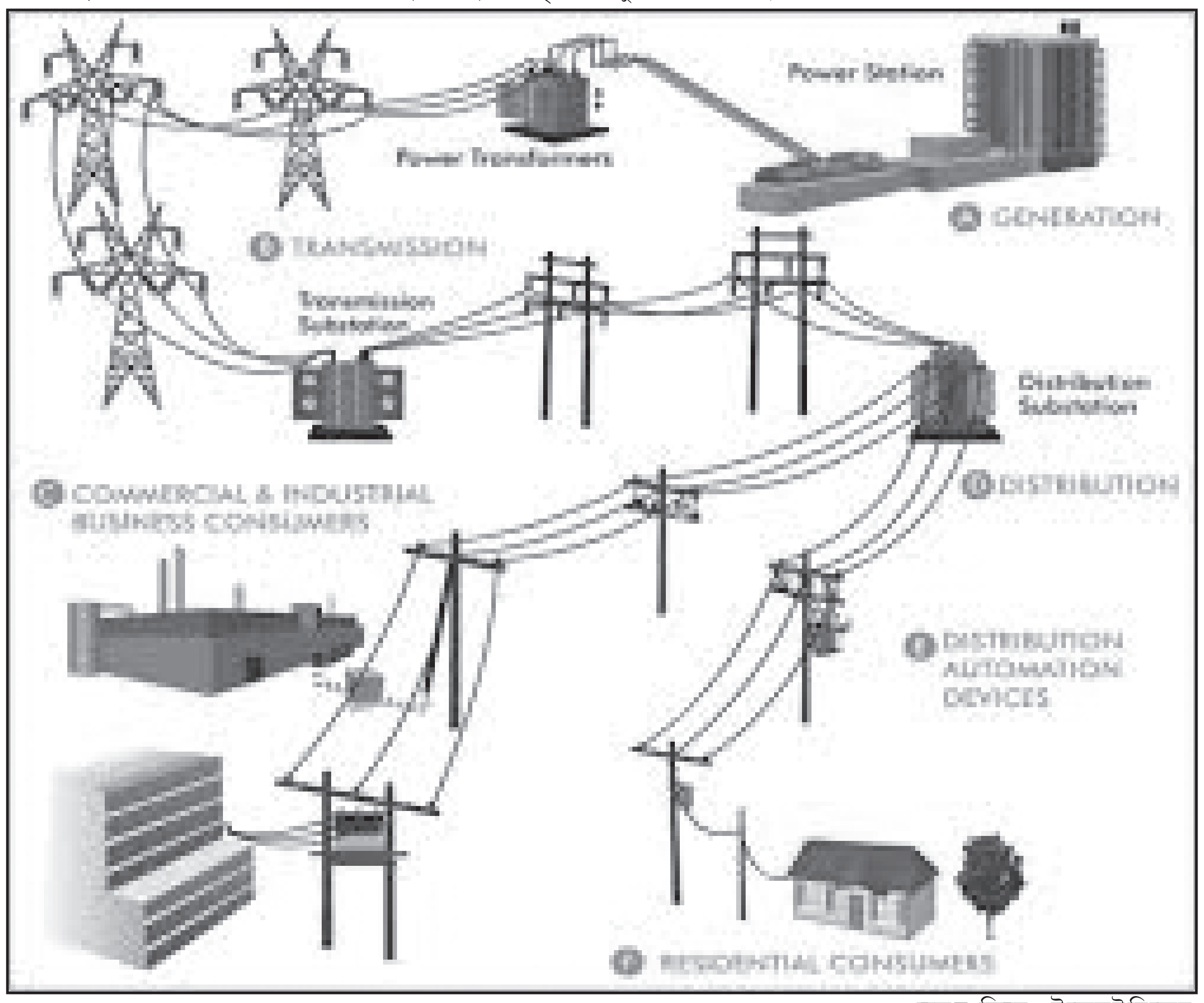

আজ থেকে ২৩ বছর আগে পদার্থবিদ্যার শাখা হিসেবে ইলেকট্রনিক সায়েন্স সাম্মানিক বিষয়টির সূত্রপাত এই রাজ্যে। সেই থেকে ইলেট্রনিক সায়েন্স নিজস্ব ধারা রেখে চলেছে। ১৯৯৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিএসসি সাম্মানিক পাঠ্যক্রমে ইলেকট্রনিক সায়েন্স চালু করে, একে একটি স্বতন্ত্র বিষয়রূপে স্বীকৃতি দেয়। এরপর থেকে ক্রমে ক্রমে বর্ধমান, বিদ্যাসাগর, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত একাধিক কলেজে এই বিষয়ে অনার্স ও জেনারেল পাঠ্যক্রম চালু হয়। বর্তমান বিশ্বে এই বিষয়টির চাহিদা প্রবল। আজ এই ২১ শতকে দাঁড়িয়ে ইলেকট্রনিক সায়েন্স স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।
কোন কোন কলেজ ইলেকট্রনিক্স সায়েন্স অনার্স ও জেনারেল পড়ানো হয়ঃ
১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গতঃ গড়িয়া দীনবন্ধু এনড্রুজ কলেজ (অনার্স ও জেনারেল), আশুতোষ কলেজ (অনার্স ও জেনারেল), বিদ্যাসাগর কলেজ ফর ইউমেন (জেনারেল), বিদ্যাসাগর কলেজ (অনার্স), সুরেন্দ্রনাথ সান্ধ্যা কলেজ (জেনারেল), যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজ (অনার্স), বেহালা কলেজ (অনার্স ও জেনারেল), বিবেকানন্দ কলেজ (জেনারেল), এডুকেশন সোসাইটি কলেজ (জেনারেল) প্রভৃতি।
২। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ঃ মেদিনীপুর কলেজ (অনার্স ও জেনারেল)।
৩। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ঃ বর্ধমান রাজ কলেজ (অনার্স), বাঁকুড়া, খ্রীস্টান কলেজ (অনার্স), কাটোয়া কলেজ (জেনারেল) প্রভৃতি।
৪। পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় **বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ঃ** বারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ (অনার্স ও জেনারেল), আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ (অনার্স ও জেনারেল), ঋষি বঙ্কচন্দ্র কলেজ (অনার্স ও জেনারেল), ভৈরব গাঙ্গুলি কলেজ (অনার্স ও জেনারেল), কিংস্টোন কলেজ অফ সায়েন্স (অনার্স), ডিরোজিও, মেমোরিয়াল কলেজ (জেনারেল), দমদম মতিঝিল কলেজ (জেনারেল), বাবারকুর মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয় (জেনারেল)।
৫। রাজ্যের বাইরে ঃ পশ্চিমবঙ্গের বাইরে শ্রী ভেঙ্কাটেশ্বর কলেজ, হংসরাজ কলেজ, আচার্য নরেন্দ্রদেব কলেজ, দীনদয়াল উপাধ্যায় কলেজ, তেগবাহাদুর খালসা কলেজ, মহারাজ অগ্রসেন কলেজ, ভাস্কারাচার্য কলেজ অব অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স শহিদ রাজগুরু কলেজ অব অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স ফর ইউমেন, কেশব মহাবিদ্যালয়, রাজধানী কলেজ, জাকির হুসেন কলেজ, শ্রীঅরবিন্দ কলেজ (নিউদিল্লি), অনুগ্র নারায়ণ কলেজ (পাটনা), ইনস্টিটিউট ফর এক্সলেন্স এই হয়ার এডুকেশন (ভোপাল), এম বি খালসা কলেজ, (ইন্দোর), ভবন্স ত্রিপুরা কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (আগরতলা), ডি এম কলেজ অব সায়েন্স (ইম্ফল) প্রভৃতি কলেজগুলিতেও ইলেকট্রনিক সায়েন্স অনার্স ও জেনারেল পড়ানো হয়।
স্নাতকের পর ঃ
এই বিষয়ে স্নাতক হওয়ার পর একটি ছাত্র বা ছাত্রীর সামনে তিনটি পথ খোলা। প্রথমত, বিভিন্ন সফট্ওয়্যার মাল্টিন্যাশনাল সংস্থা, ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে চাকরির সুযোগ রয়েছে। বিভিন্ন কলেজর সংস্থাপন কেন্দ্র মাধ্যমে এই নিয়োগগুলি হয়ে থাকে। ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে চাকরির ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিভিন্ন কাজকর্ম যেমন ব্রডকাস্টিং, এডিটিং, রিপোর্টিং, স্ক্যানিং সহ আরও অনেক কাজের সুযোগ হয় থাকে।
দ্বিতীয়, বিভিন্ন বৃত্তিমূলক স্বল্প দৈর্ঘ্যের পাঠ্যক্রম করে অনুরূপ চাকরির ক্ষেত্রে সুযোগ করে নেওয়া ও স্বনিযুক্তি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা। বিভিন্ন স্বল্প দৈর্ঘ্যের পাঠক্রমের মধ্যে ভিএলএসআই, নেটওয়ার্কিং, লার্ন কোডিং (জাভা/ পাইথন), এমবেডেড সিস্টেম, পিসিবি ডিজাইনিং, রোবোটিক্স, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশনের মতো বিষয়গুলি নিয়ে ছত্রাছাত্রীরা বৃত্তিমূলক পড়াশোনা করে অনুরূপ চাকরিতে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারে। ইলেকট্রনিক সায়েন্স একটি প্রয়োগমূলক বিষয় বলে এই বিষয়ে ছাত্রছাত্রীরা স্বনিযুক্তি প্রকল্পেও এগিয়ে আসতে পারে। এই ধরনের প্রকল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল মোবাইল রিপেয়ারিং, এলইডি আর্ট ডিজাইনিং, গৃহস্থলির সংক্রান্ত বিভিন্ন ছোট ছোট ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ, ইলেকট্রনিক বর্জ্য রিসাইকিং প্রভৃতি।
তৃতীয়ঃ স্নাতকোত্তর করে শিক্ষকতা বা গবেষণা বা উচ্চতর চাকররি দিকে যাওয়া। অন্যান্য বিষয়ের মতো এই বিষয়ে স্নাতক হয়েও সমস্ত সরকারি চাকরির পরীক্ষায় বসার সুযোগ আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ, ডব্লবিসিএস-এর মূল পরীক্ষায় ইলেকট্রনিক্স একটি বিষয় রূপে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
স্নাতকোত্তরঃ ইলেকট্রনিক সায়েন্স অনার্স পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের স্নাতকোত্তরের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ) এমএসসি ইলেক্ট্রনিক্স, রেডিওফিজিক্স, ইনস্ট্রমেন্টশন, অপটো-ইলেকট্রনিক্স, আইটি-তে বি টেক, যাদপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে (এম এসসি ইলেকট্রনিক্স, এম এসসি ইনস্ট্রমেন্টেশন), পশ্চিবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে (এমএসসি ইলেকট্রনিক্স), বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (এমএসসি ইলেকট্রনিক্স,) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত দীনবন্ধু এন্ড্রুজ কলেজেও পশিচমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজে এমএসসি ইলেকট্রনিক্স পড়ার সুযোগ রয়েছে।
পশিচমভেঙ্গর বাইরে দেরাদুন কলেজ অনুগ্র নারায়ণ কলেজ (পাটনা), দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে পুণে বিশ্ববিদ্যালয় , দ্য অক্সফোর্ড কলেজ অফ সায়েন্স (ব্যাঙ্গালোর) স্কুল অফ অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স অ্যান্ড এগ্রিকালচার (জয়পুর), উত্তরাঞ্চল কলেজ অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (দেরাদুন) গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয়, বুন্দেলখণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় (উত্তরপ্রদেশ), মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় (চেন্নাই), দীনদয়াল উপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় (গোরক্ষপুর), শিবাজী বিশ্ববিদ্যালয় (মহারাষ্ট্র), গোয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি জায়গায় এমএসসি ইলেকট্রনিক্স পড়ানো হয়।
এই বিষয়ে স্নাতকোত্তর হওয়ার পর উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা ও বিভিড়ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় উচ্চপদে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে।
১) উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা ঃ ইলেকট্রনিক্সে এম টেক, এম ফিল, এমসিএ করার পাশাপাশি নেট ও সেট পাশ করে রাজ্য ও রাজ্যের বাইরে বিভিড়ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে রেডিও-ফিজিক্স, ন্যানো টেকনোলজি, সলিড-স্টেট ফিজিক্স, ইন্সমেন্টেশন অপ্টোইলেকট্রনিক্স, আই টি মাইক্রোওয়েভ ইলেকট্রনিক্স, ফোনোনিক্স, রোবোটিক্স, কোয়ানটাম সম্প্যুটেশনের উপর উপরোক্ত সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা (পিএইচডি), করা যায়। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন আইআইটি, এমআইটিও অন্যান্য বেশ কিছু গবেষণা প্রতিষ্ঠানে (কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স, সাহা ইনস্টিটিউট অফ ইউক্লিয়ার ফিজিক্স প্রভৃতি) ইলেকট্রনিক্স নিয়ে পিএইচডি করা যায়।
২) বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় চাকরিঃ
ইলেকট্রনিক্সে উচ্চশিক্ষার পর ছাত্রছাত্রীদের ইন্ডিয়ান টেলিখান ইন্ডাস্ট্রিজ, ডিআরডিও, এনপিএল, এআইআর, পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ, সেইল, এনটিপিসি, ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ভারত ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যাল লিমিটেড, টেলিকমিউনিকেশন, বিভিন্ন ন্যাশনালইসজ, অ্যান্ড প্রাইভেট ব্যাঙ্ক, মেডিকেল টেকনিশিয়াল পদে পাওয়ার সেক্টর, হার্ডওয়্যার ম্যানুফ্যারচারিং, হোম অ্যাপ্লায়েন্স অ্যান্ড ভিএলএসআই ডিজাইন, ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিক, ব্রডক্যাস্টিং, ডাটা কমিউনিকেশন প্রভৃতি নামি সংস্থায় উচ্চপদে চাকরির সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে বিভিড়ন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ রয়েছে।
হ ৗ ে ল ক ট ্ ি ন ক বিজ্ঞানেরজনপ্রিয়তার অভাব ও তার সম্ভাব্য প্রতিকারঃ
এত রকম পঠনপাঠন, গবেষণা, চাকরির অভিমুখ থাকা সত্ত্বেও এই বিষয়ে স্নাতক স্তরে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়গুলির তুলনায় (পদার্থবিদ্যা, গণিত, রসায়ন প্রভৃতি) অনেক কম। এর একটি কারণ হল স্নাতক স্তরে যথাযথ প্রচার ও বিষয়টির আধুনিকীকরণের সদিচ্ছার অভাব ও অন্য কারণটি হল উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বিজ্ঞান বিভাগে একটি স্বতন্ত্র বিষয় ইলেকট্রনিক্সের অনুপস্থিতি।
এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ইলেকট্রনিক্স বিভাগ গত তিন বছর ধরে কিছু কর্মসূচি নিয়েছে। যার মূল উদ্দেশ্য হল, এই বিষয়টির জনপ্রিয়করণ এবং যোগ্য ছাত্রছাত্রীদের ইলেকট্রনিক বিজ্ঞান পঠনপাঠনে উদ্বুদ্ধ করা। কর্মসূচিরমধ্যে অন্যতম প্রধান হল বারাকপুর ও তৎসংলগ্ন বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রীদের সাথে স্নাতক স্তরে ইলেকট্রনিক বিজ্ঞান পঠনপাটনের সুযোগসুবিধা ও তার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করা। এর সঙ্গে সঙ্গ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে ইলেকট্রনিক্সকে স্বতন্ত্র বিষযরূপে চালু করার জন্য উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ও সিবিএসই-তে আবেদন জানানো হয়েছে এবং সম্ভাব্য পাঠ্যক্রমের একটি ধারণাও দেওয়া হয়েছে।
ইলেকট্রনিক একটি প্রয়োগমূলক বিষয় বলে পাঠ্যসূচিতে শিক্ষামূলক ভ্রমণ বা শিল্প ভ্রমণ এবং প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যদিও দুঃখের বিষয় ইলেকট্রনিক বিজ্ঞান সাম্মানিক স্তরে এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে এখনও অন্তর্ভুক্ত হয়নি। বারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ইলেকট্রনিক্স বিভাগ সম্প্রতি, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে এই ধরনের ভ্রমণের অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রস্তাবনা দিয়েছে এবং পাঠ্যসূচিতে না থাকা সত্ত্বেও স্বতপ্রণোদিত হয়ে বিগত দু'বছর ধরে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে রাজ্যের বাইরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প সংস্থায় এই ধরনের ভ্রমণ ও প্রকল্পের আয়োজন করেছে। এই ভ্রমণ কর্মসূচিগুলিকে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছে এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। এই ধরনের ভ্রমণে অংশ নিয়ে কলেজের কিছু প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীর কর্মসংস্থান হয়েছে।
বারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ইলেকট্রনিক্স বিভাগ ২০১৭ সাল থেকে স্বনির্ভর প্রকল্পের ক্ষেত্রে একটি অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে। সেটি হল ইকেলকট্রনিক বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার যোগ্যকরণ। ইলেকট্রনিক বর্জ্য বাই ই-বর্জ্য বলতে পরিত্যক্ত ও অব্যবহারযোগ্য বৈদ্যুতিন বা ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশকে বোঝায়। এগুলি হল গৃহস্থালি, কর্মস্থল ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অব্যবহৃত ও পুর্নব্যবহারের অযোগ্য টেলিভিশন, ফ্রিড, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, ল্যাবরেটারির বিবিন্ন সামগ্রী, প্রিন্টার, ক্যামেরা, ভিসিডি, টেপরেকর্ডার, ক্যাসেট প্রভৃতি। এই ধরনের বর্জ্য পদার্থগুলি যত্রতত্র ফেলা সম্ভব নয়। তাই দিন দিন এগুলির সংখ্যা বাড়তেই থাকে। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে ই-বর্জ্য, উন্নয়নশীল দেশগুলির একটি মাথাব্যাথার কারণ। এই সম্যার সমাধানের জন্য-ই-বর্জ্য, উন্নয়শীল দেশগুলির একটি মাথাব্যাথার কারণ। এই সমস্যার সমাধোনের জন্য ই-বর্জ্যগুলিকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করছে বিভিন্ন দেশ। কিন্তু বাৎসরিক ই-বর্জ্যের সংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় এই চেষ্টা নগণ্যই ধরা যেতে পারে। ই-বর্জ্যের প্রথাগত পুনর্ব্যবহারযোগ্যকরণ বলতে বোঝায় এই যন্ত্রনাংশগুলি থেকে বিভিন্ন দামি ধাতুর নিষ্কাশন এবং সেগুলিকে পুনর্ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা। কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ কারণ ই-বর্জ্যের মধ্যে সীসা, বেরিনিয়াম, ক্রোমিয়াম, এই ধরনের অত্যন্ত ক্ষতিকর ধাতুগুলি উপস্থিত থাকে এবং এগুলি মানব শরীর ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।
এই সমস্যাগুলির কথা মাথায় রেখে বারাপকুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ইলেকট্রনিক সায়েন্স বিভাগ একটু অপ্রচলিতভাবে, পুননবীকরণের ক্রিয়াটি সম্পন্ন করছে। বিগত দু'বছর ধরে এই বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা লাবরেটরিও বাড়ির বিভিন্ন যন্ত্রাংশ যেমন, পুরনো তার, ক্যাসেট, সিডি কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ, পুরনো বাতিল বর্তনীয় উপাংশ, ক্যামেরা ইত্যাদি ব্যবহার করে ও নিজেদের শিল্পীসত্তাকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন শৈল্পিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করছে। এখানে প্রথাগত ধাতু নিষ্কাশনজনিত দূষণের ঝুঁকি থাকছে না, অপরদিকে অভিনবত্বের প্রকাশ ঘটছে। এই শিল্পদ্রব্যগুলি নিয়ে নিজস্ব কলেজে ও বাইরের বিভিন্ন কলেজ ও প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রকল্পগুলি পরিবেশবান্ধব হওয়ার সব জায়গাতেই যথেষ্ট প্রশংসা ও পুরস্কার লাভ করেছে। এই প্রকল্পগুলির অভিনবত্ব বা পরিবেশবান্ধব দিকগুলি ছাড়াও এগুলিকে যদি সঠিভাবে বাজারজাত করা যায়, তবে স্বনিযুক্তির একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন হবে বলেই আশা করা যায়। অনুরূপ কিছু প্রকল্প হল -
১) প্রিন্টে সার্কিট বোর্ড প্রস্তুতি ও তার বাজারজাতকরণ।
২) এলইডি আলোকসজ্জা প্রস্তুতি ও তার বাজারজাতকরণ। কিথু অতি প্রয়োজনীয় অথচ সরল ইলেকট্রনিক বর্তনী নিজে নিজেই বাড়িতে প্রস্তুত করা সম্ভব। যেমন ---বার্গলার অ্যালার্ম, ফায়ার অ্যালার্ম, স্মোক, অ্যালার্ম, ব্যাটারি ডিজাইন ফ্রম গার্বেজ, অটোমেটিক ওয়াটার পাম্প অন-অফ, ইলেকট্রনিক থার্মোমিটার। এই বর্তনীগুলি পিসির প্রস্তুত করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিক্রয় করা সম্ভব।
বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের সৌন্দর্যায়নে আলোকসজ্জার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। বর্তমানে এই আলোকসজ্জার মূল উপাদান হলএলইডি। অসংখ্য এলইডি-কে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে ছোট-বড় বিবিধ দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক আলোকসজ্জা প্রস্তুত করা হয়। ইলেকট্রনিক্সের ছাত্রছাত্রী যাদের কিছুটা শৈল্পিক গুণ আছে, তারা নিজ উদ্যোগে ই-ব্যর্জ্য শিল্পের মতো এলইডি আলোকসজ্জাও প্রস্তুত করতে পারে এবং সঠিকভাবে বাজারজাত করতে পারে। এরকম আরও ইলেকট্রনিক্স ভিত্তিক নতুন ধরনের স্বনির্ভর প্রকল্পের কথাও ভাবা যেতে পারে। **চলবে**

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

বাংলাদেশের সকল বাণিজ্য সম্ভাবনাকে কাজে লাগান চীনের বিনিয়োগকারীদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ০৪।। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চীনা ব্যবসায়ীদেরকে দেশটির সঙ্গে ব্যবসা এবং বাণিজ্যিক সম্পর্কের সকল সম্ভাবনাকে খুঁজে বের করে কাজে লাগানোর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যেহেতু বাংলাদেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে তাই আমি আপনাদের বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যবসা এবং বাণিজ্য সম্পর্কের সকল সম্ভাবনাকে খুঁজে বের করে কাজে লাগানোর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এখানকার চায়না কাউন্সিল ফর দি প্রোমোশন অব ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড (সিসিপিআইটি)-এ চীনা ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক গোলটেবিল বৈঠকে তার মূল প্রবন্ধে একথা বলেন।

সিসিপিআইটি চেয়ারপার্সন গেও ইয়ান গোলটেবিল আলোচনায় স্বাগত বক্তৃতা করেন।

বাংলাদেশের রপ্তানী খাত দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন যে, আগামী বছরগুলোতে চীনের ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশ থেকে আমদানী উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করবেন।তিনি বলেন, 'এখন এমন অনেক ক্ষেত্রই রয়েছে যেখানে আপনাদের বিনিয়োগ সম্প্রসারিত করতে পারেন। বিশেষকরে উৎপাদন খাতে-যেমন বস্ত্র ও চামড়া এবং মাঝারি ও ভারি শিল্প খাত যেমন কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং হাল্কা প্রকৌশল খাতে।'

চীন ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের বৃহৎ ব্যবসায়িক অংশীদার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন,' ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে দুই দেশের মধ্যে মোট বাণিজ্যের পরিমান ছিল ১২ দশমিক ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। যার একটি বড় অংশই ছিল চীন থেকে আমদানী নির্ভর।'

শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ চীনের অত্যন্ত নিকট প্রতিবেশি এবং ভূ-কৌশলগতভাবে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মাঝে অবস্থিত। জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বে ৮ম বৃহত্তম দেশ।তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে বিনিয়োগ ১৬ কোটির অধিক জনসংখ্যার বিশাল বাজারে কেবল সরাসরি প্রবেশাধিকারই নিশ্চিত করবে না বরং পরোক্ষভাবে চীন তথা দক্ষিণ এশিয়ার ৩শ' কোটির অধিক জনসংখ্যার বাজারেও প্রবেশাধিকার প্রদান করবে।'এই প্রসংগে প্রধানমন্ত্রী বলেন,২০২৭ সাল নাগাদ বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন বড় বাজারগুলোতে বাংলাদেশী পণ্যের শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার পাবে যদিও দেশটি একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে গ্রাজুয়েশন লাভ করেছে।

বাংলাদেশকে একটি কঠোর পরিশ্রমী,দক্ষ এবং স্বল্প শ্রমব্যয়ের দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করে শেখ হাসিনা বলেন,' স্বল্প দক্ষ এবং ম্যানেজমেন্ট গ্রেড শ্রমিকদের বেতন-ভাতা এদেশেই বিশ্বের অন্যান্য দেশের চাইতে স্বল্পতম।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, বাংলাদেশ বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য নানারকম প্রতিযোগিতামূলক এবং আকর্ষণীয় আর্থিক প্রণোদনার প্যাকেজও প্রদান করে থাকে।যারমধ্যে রয়েছে-যখন ইচ্ছে ব্যবসা গুটিয়ে চলে যাওয়ার সময় মুনাফা এবং আসল নিয়ে যাওয়ার সুযোগ, আয়কর রেয়াত, নির্ধারিত পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে আর্থিক প্রণোদনা,৭৫ হাজার ডলার বিনিযোগের ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ এবং ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নাগরিকত্বও প্রদান করে থাকে।

তিনি বলেন, তৈরী পোষাক এবং বস্ত্র খাতে চীনের পর পরই বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ রপ্তানীকারক দেশ এবং এই তৈরী পোষাক খাতে বিনিয়োগ সম্প্রসারনের অপার সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষ করে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের চামড়াজাত পণ্যের উচ্চমান এবং দামের সুবিধার জন্য এটি ইতোমধ্যেই বিশ্বের মোট রপ্তানীর ২ থেকে ৩ ভাগ দখলে সমর্থ হয়েছে।তিনি বলেন, 'আমরা বৃহৎ অর্থনীতির দেশ সহ বিশ্বের অনেক দেশেই তথ্য প্রযুক্তি এবং তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত সেবা সমূহ রপ্তানী করছি। দেশের প্রথাগত জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প কারখানাগুলোকে জাহাজ নির্মাণ শিল্প কারখানায় রুপান্তর করা হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন,'বাংলাদেশ এখন উন্নত অনেক দেশেই ছোট এবং মাঝারি আকারের জাহাজ রপ্তানী করছে।'

শেখ হাসিনা বলেন, স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) হিসেবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বিদ্যমান আইনি সনদ অনুযায়ী (ট্রিপ-টিআরআইপি) আন্তর্জাতিক মেধাসত্বের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের ১৪৫টি দেশে সাধারণ ওষুধ সামগ্রি রপ্তানী করছে। যারমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র,ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভুক্ত দেশগুলো, মধ্যপ্রাচ্য এবং চীন রয়েছে। তিনি বলেন, 'আমরা একটি বিশেষ একটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রিডিয়েন্ট পার্ক (এপিআই) প্রতিষ্ঠা করেছি।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মিঠা পানির মাছ ও শাকসবজি উৎপাদনকারী ও চতুর্থ বৃহত্তম ধান উৎপাদনকারী দেশ। তিনি আরো বলেন, 'বাংলাদেশে কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্পে বিনিয়োগের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে।'শেখ হাসিনা বলেন, ২০১৭-১৮ সালে বাঙালাদেশে ৩৬ দশমিক ৬৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য ও সেবা রপ্তানি করেছে। '২০২৩-২৪ সাল নাগাদ আমাদের রপ্তানীর পরিমাণ ৭২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে।' তিনি বলেন, 'দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষে সরকার ১শ'টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছে এবং দেশের ৬৪টি জেলার প্রত্যেকটিতে অন্তত একটি করে হাই-টেক পার্ক নির্মাণ করছে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ চীনা বিনিয়োগকারীদের স্বার্থকে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করে এবং এজন্যই চীনা বিনিয়োগকারীদের জন্য দেশটিতে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করছে। অধিকন্তু বিডা ও বেজার মতো বাংলাদেশী বিনিয়োগ সম্প্রসারণকারী সংস্থাগুলো বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' প্রস্তাব দিয়েছে।তিনি বলেন, 'চীন বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান উন্নয়ন সহযোগী। বাংলাদেশের নির্মাণ, গতানুগতিক ও বিকল্প বিদ্যুৎ উৎপাদন ও অবকাঠামো উন্নয়নের মতো অধিকাংশ উন্নয়ন প্রকল্পই চীনা কোম্পানিগুলো বাস্তবায়ন করছে।'

শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশকে এখন 'অভূতপূর্ব' উন্নয়নের দেশ হিসেবে মনে করা হচ্ছে এবং দেশটি বিশ্বের অন্যতম দ্রুততম উদীয়মান অর্থনীতির দেশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।তিনি বলেন, বাংলাদেশ টানা চার বছর ৭ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধির হার ধরে রেখেছ।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এ বছর আমরা ৮ দশমিক ১৩ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার অর্জন করেছি। এটা বিশ্বের অন্যতম সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি হার। অব্যহত উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশের সামাজিক খাতগুলোতে এই উল্লেখযোগ্য অর্জনের প্রতিফলন ঘটেছে। আমরা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি)'র অধিকাংশই অর্জন করেছি এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথ সুগম করে ফেলেছি।' তিনি বলেন, বাংলাদেশ এখন 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এ পরিণত হতে সঠিক পথেই এগোচ্ছে। ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। ওই বছর বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, '২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশে পরিণত হওয়া আমাদের লক্ষ্য।' এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ম্যাককিনসেই অ্যান্ড কোম্পানি বাংলাদেশকে গন্তব্যের পথে অন্যতম দ্রুত বিকাশমান দেশ, উদীয়মান পণ্য উৎপাদন ও বিতরণ কেন্দ্র এবং সম্প্রসারিত ভোক্তা অর্থনীতির দেশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।প্রাইস ওয়াটারহাউস কুপারস'র এক রিপোর্টে ২০৫০ সালের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী শীর্ষ ৩২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশকে তালিকাভূক্ত করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। রিপোর্টে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে পিপিপি'র মান অনুযায়ী ৩ দশমিক শূন্য ছয় চার ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের জিডিপিসহ ২৩তম অবস্থানে স্থান দেয়া হয়েছে।

গোলটেবিল বৈঠকে চীনা ইন্টারনেশনাল কন্ট্রাকটরস এসোসিয়েশনের (সিএইচআইএনকেএ) চেয়ারম্যান ফ্যান কুইচেন, চীনা স্টেট কন্সট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনের (সিএসসিইসি) ঝুউ ইয়ং, হাওয়াই টেকনোলজির নির্বাহী ভাইচ প্রেসিডেন্ট জেঙ্গ চেঙ্গগেঙ্গ, হায়ার ইলেকট্রিকেল এপ্লিয়ান্স'র ভাইচ প্রেসিডেন্ট ডিয়াও ইয়ুনফেঙ্গ, চীনা রেলওয়েস ইন্টারনেশনাল গ্রুপ কোম্পানীর চেয়ারম্যান জিএএন বেইশিয়ান ও ওভারসীস াপারেশনস অব চীনা রেলওয়ে কন্সট্রাকশন গ্রুপের প্রেসিডেন্ট কেও বাওগেঙ্গ বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও, বৈঠকে আরো বক্তব্য রাখেন এফবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট ফজলে ফাহিম, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. মুনতাকিম আশরাফ, ভাইস প্রেসিডেন্ট সিদ্দিকুর রহমান ও ইন্টারনেশনাল চেম্বার অব কমার্স, বাংলাদেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট রোকেয়া আফজল রহমান। এতে উপস্থিত ছিলেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় আব্দুল মোমেন, প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি বিনিয়োগ ও শিল্প বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম।

গোলটেবিল বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটার মো. নজরুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, চীনের বাণিজ্য নেতারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তে অংশগ্রহণে তাদের আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেন।তারা টেক্সটাইল, ইঞ্জিনিয়ারিং, মেনুফেকচারিং ও কন্সট্রাকশন সেক্টরের মত গুরুত্বপূর্ণ সব সেক্টরে বিনিয়োগ করতেও আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশে প্রায় ৪০০ চীনা কোম্পানি কাজ করছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আজকের গোলটেবিল বৈঠকে ২৬টি কোম্পানির উর্ধতন কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করে।পরে, সিসিপিআইটি'র চেয়ারপার্সন গাও ইয়ান সিসিপিআইটি সেন্টারে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত করেন।

দ্রুত রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে মিয়ানমারকে সম্মত করার চেষ্টা করবে চীন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ০৪।। বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমারের নাগরিকদের ফিরিয়ে নিতে চীন দেশটির সরকারকে সম্মত করতে চেষ্টা করবে বলে বেইজিং বৃহস্পতিবার ঢাকাকে আশ্বস্ত করেছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও চীনের প্রধানমন্ত্রী কেকিয়াংয়ের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বেইজিং এ আশ্বাস দিয়েছে।বৈঠকে চীনের প্রধানমন্ত্রী এই দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা দ্রুত সমাধানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একমত পোষণ করে বলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে এটা বাংলাদেশের জন্য একটি বড় সমস্যা।লি কেকিয়াং এ সমস্যা দ্বিপক্ষীয় ভিত্তিতে সমাধানেও গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, চীন এই সমস্যা সমাধানে সহায়তা করবে।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে পররাষ্ট্র সচিব মো. শহীদুল হক চীনের প্রধানমন্ত্রীকে উদ্ধৃত করে সাংবাদিকদের বলেন, বাংলাদেশ ও মিয়ানমার উভয়ে চীনের বন্ধু। আমরা এর আগে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে দু'দেশকে সহায়তা করেছি এবং আমরা আমাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখবো।চীনের প্রধানমন্ত্রী বলেন, দু'দেশকে আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান বের করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে কেকিয়াং উল্লেখ করেন যে, চীন তার পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে দু'বার মিয়ানমারে পাঠিয়েছে। আলোচনার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনে আমরা আবারো আমাদের মন্ত্রীকে মিয়ানমারে পাঠাবো। শহীদুল হক বলেন, বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী উন্নয়নের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে এই অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, রোহিঙ্গা সংকটের কারণে এই শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিঘিত হচ্ছে।বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন, যতই সময় যাবে এই সমস্যা ততই বড় আকার ধারণ করবে এবং এর একমাত্র সমাধান হচ্ছে রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন।শেখ হাসিনা বলেন, রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান হবে।কেন রোহিঙ্গারা ফিরে যেতে চায় না? উল্লেখ করে তিনি বলেন, মিয়ানমারকে এ সমস্যার সমাধান করতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের করার কিছুই নেই।প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তনে দ্বিপক্ষীয় ব্যবস্থা করেছে। আমরা এ ব্যাপারে সব ধরনের প্রয়াস চালিয়েছে। কিন্তু, রোহিঙ্গারা ফেরত যেতে চায় না। কারণ, তারা শঙ্কিত যে তাদের ওপর আবারো নৃশংসতা চালানো হবে।এই শংকা দূর করতে এবং রোহিঙ্গারা যাতে নিরাপদে, মর্যাদা ও নিজস্ব পরিচয়ে নিজ দেশে ফেরত যেতে পারে সেজন্য অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে চীনের ভূমিকা পালনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন শেখ হাসিনা।তিনি বলেন, তাদের জমি-সম্পত্তির ওপর অবশ্যই তাদের অধিকার থাকতে হবে।বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে চীনের প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, তাঁর দেশ এটা বুঝতে পেরেছে যে রোহিঙ্গা সমস্যা হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।চীনের প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সাড়ার জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান।

পররাষ্ট্র সচিব জানান, দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সাধারণভাবে পাঁচটি বিষয়ের উপর অনুষ্ঠিত হয়।এগুলো হলো অর্থনৈতিক বিকাশ এবং বাণিজ্য, প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়, বিসিআইএম বা যোগাযোগ ব্যবস্থা, ভিসা সংক্রান্ত এবং রোহিঙ্গা ইস্যু।পররাষ্ট্র সচিব জানান, চীনা প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের অংশীদার হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

লি কেকিয়াং বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক মূল্যবান বলে মনে করি এবং এটি আরো উচ্চ স্তরে নিতে চাই। আমাদের মাঝে একটি কৌশলগত অংশীদারিত্ব রয়েছে, আমরা আশা করি, এই সম্পর্ক আগামীতে আরো গভীর ও জোরদার হবে।

এ সময় চীনা প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্র অব্যাহত থাকার এবং এই ব্যাপারে চীনের সমর্থন অব্যাহত থাকার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।শেখ হাসিনা বলেন, মানুষের কল্যাণে তাঁর সরকার শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।আলোচনার শুরুতে চীনা প্রধানমন্ত্রী চতুর্থবারের মত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানান।

বেইজিংয়ের তিয়েনয়ানমেন স্কয়ারে পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত গ্রেট হল অফ পিপল এ সকাল ১১ টায় আলোচনা সভা শুরু হয়। এটি গণচীন সরকার এবং ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টির আইন প্রণয়ন এবং বিভিন্ন উৎসবের জন্য ব্যবহৃত হয়।এর আগে সকাল পৌনে ১১ টায় শেখ হাসিনা গ্রেট হলে পৌঁছালে তাঁকে বর্ণাঢ্য রাষ্ট্রীয় অভ্যর্থনা জানানো হয়। এখানে চীনের প্রধানমন্ত্রী তাঁবে স্বাগত জানান এবং পর দু'দেশের প্রধানমন্ত্রী নিজ নিজ প্রতিনিধিদলের সদস্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

পরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে তিন বাহিনীর একটি চৌকষ দল গার্ড অফ অনার প্রদান করে। চীনের প্রধানমন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে শেখ হাসিনা সুসজ্জিত একটি ডায়াস থেকে সালাম গ্রহণ করেন এবং গার্ড পরিদর্শন করেন।এ সময় বাংলাদেশ এবং চীনের জাতীয় সংগীত বাজানো হয় এবং তোপধ্বনি প্রদান করা হয়।শেখ হাসিনা ওয়াল্ড ইকোনমিক ফোরামের বার্ষিক সভায় অংশ নিতে এবং চীনের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করতে পাঁচদিনের দ্বিপাক্ষিক সরকারি সফরে গত ১ জুলাই চীনে গেছেন।

অর্থনীতি ও বাণিজ্য প্রসঙ্গে চীনের প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত বছর বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।জবাবে শেখ হাসিনা বাণিজ্য বৃদ্ধি ও বৈষম্য চীনের পক্ষে উল্লেখ করে দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য বৈষম্য দূর করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে বলেন, 'চীনের উচিত বাংলাদেশে আরো বেশি বিনিয়োগ করা এবং ফিরতি ক্রয়ের গ্যারান্টিসহ আরো কলকারখানা গড়ে তোলা।'বাংলাদেশ ১শ'টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলে চীনকে বিনিয়োগে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।এ প্রসঙ্গে লী কেকিয়াং বলেন, তারা ভারসাম্যহীন বাণিজ্য সম্পর্ক চান না এবং বাণিজ্য বৈষম্য কমিয়ে আনতে কাজ করবেন বলে আশ্বাস দেন।বর্তমানে ৯৭ শতাংশ বাংলাদেশী পণ্য চীনের বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাচ্ছে উল্লেখ করে চীনের প্রধানমন্ত্রী বলেন, তারা বাকি ৩ শতাংশ পণ্যের শুল্কও ছাড় দেয়ার চেষ্টা করবে।তিনি বলেন, চীন নিবিড়ভাবে এফটিএ সম্ভব সমীক্ষার ফল মনিটর করছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন ইস্যু প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, ২০১৬ সালে চীনের প্রেসিডেন্টের বাংলাদেশ সফরকালে ঢাকা বেইজিংয়ের সঙ্গে বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বেশকিছু চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে।

তিনি এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া গতিশীল করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।প্রধানমন্ত্রী চীনের প্রতি ঋণচুক্তির শর্তাবলী সহজ করার এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে সঠিক সময়ে তহবিল ছাড়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান।এ প্রসঙ্গে চীনের প্রধানমন্ত্রী বলেন, চীন বিষয়টি বিবেচনা করবে।বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়ন, একটি জলবায়ু অভিযোজন কেন্দ্র স্থাপন এবং তিস্তা নদী সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও পুনরুদ্ধার প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পদ সংগ্রহে চীনের সহযোগিতা কামনা করেন।এছাড়া তিনি ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার দ্রুতগামী ট্রেন যোগাযোগ প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া গতিশীল করতেও চীনের সহায়তা কামনা করেন।

ভিসা ইস্যু প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ 'অন অ্যারাইভেল ভিসা' ব্যবস্থার আওতায় চীনের নাগরিকদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভিসা প্রদান করে থাকে। কিন্তু চীন ভ্রমণকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের একই সুবিধা দেয়া হয় না।তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, চীন বাংলাদেশী পাসপোর্টধারী বিশেষ ছাত্র ও ব্যবসায়ীদের জন্য ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করবে।বিসিআইএম অর্থনৈতিক করিডোর প্রসঙ্গে দুই প্রধানমন্ত্রী এ অঞ্চলের বাজারগুলোকে সংযুক্ত করতে এর গুরুত্ব ও সম্ভাবনা তুলে ধরে বলেন, উভয় দেশ বিসিআইএম করিডোর দ্রুত বাস্তবায়নে সম্মত।

চীনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. ফজলুল করিম ও প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ লেখক মো. নজরুল ইসলাম ব্রিফিংয়ে উপস্থিত ছিলেন।অটিজম এন্ড নিউরো-ডেভেলপমেন্ট ডিজঅর্ডারস-এর জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপারসন সায়মা ওয়াজেদ হোসেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আবদুল মোমেন, প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মো. ফারুক খান দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের সময় বাংলাদেশ পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

পরে প্রধানমন্ত্রী 'দ্য গ্রেট হল অব দ্য পিপল'-এ চীনের প্রধানমন্ত্রীর দেয়া এক ভোজসভায় যোগদান করেন।

বিচারবহির্ভূত হত্যা পছন্দ করি না: বাংলাদেশের হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ০৪।। বাংলাদেশের হাইকোর্ট বলেছেন,আমরা বিচারবহির্ভূত হত্যা পছন্দ করি না। এতে পাবলিকের কাছে ভুল তথ্য যেতে পারে।

বরগুনায় প্রকাশ্যে শাহনেওয়াজ রিফাত শরীফকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় করা মামলার অগ্রগতিবিষয়ক শুনানিতে হাইকোর্ট এ কথা বলেন। বিচারপতি এফ আর এম নাজমুল আহাসান ও বিচারপতি কে এম কামরুল কাদেরের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে বৃহস্পতিবার এই শুনানি হয়।শুনানিতে ওই মামলার প্রধান আসামি সাব্বির আহম্মেদ ওরফে নয়ন বন্ড পুলিশের সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হওয়ার তথ্য জানায় রাষ্ট্রপক্ষ।

একপর্যায়ে আদালত বলেন, 'আমরা (বিচার বিভাগ) কখনোই নির্বাহী বিভাগের যেসব দায়িত্ব পালন করার কথা, সেসব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে চাই না। এটা তাদের দায়িত্ব, তাদের রুটিন ওয়ার্ক। যদি সেখানে কোনো ব্যত্যয় ঘটে, তখন শুধু বিচার বিভাগ নির্দেশনা বা হস্তক্ষেপ করে থাকে। তবে আমার এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং (বিচারবহির্ভূত হত্যা) পছন্দ করি না। হয়তো প্রয়োজনের খাতিরে অনেক সময় জীবন বাঁচানোর তাগিদে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তা করে থাকে। তবে পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে এ বিষয়ে আরও সতর্ক হতে হবে। আইন যে সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে, তা যেন নিশ্চিত হয়।'

গত ২৬ জুন বরগুনা শহরের কলেজ রোড এলাকায় প্রকাশ্যে সড়কে স্ত্রীর সামনে কুপিয়ে হত্যা করা হয় রিফাতকে। ওই ঘটনার ভিডিও ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়লে দেশজুড়ে নিন্দার ঝড় ওঠে। এ নিয়ে গণমাধ্যমে আসা খবর পরদিন আদালতের নজরে আনেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী রুহুল কুদ্দুস। সেদিন শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট আসামিরা যাতে সীমান্ত অতিক্রম ও দেশ ত্যাগ করতে না পারেন, তা নিশ্চিত করতে বলেন। সেই সঙ্গে রাষ্ট্রপক্ষকে ৪ জুলাই অগ্রগতি জানাতে বলা হয়। এরপর আদালতকে অগ্রগতি জানায় রাষ্ট্রপক্ষ।

বরগুনা জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের পাঠানো প্রতিবেদন আদালতে তুলে ধরেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এ বি এম আবদুল্লাহ আল মাহমুদ বাশার। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল এম সাইফুল আলম।পরে আবদুল্লাহ আল মাহমুদ বাশার বলেন, আদালত মামলার সার্বিক অগ্রগতি ও প্রতিবেদনে সন্তুষ্ট হয়েছেন। কোনো রুল ইস্যু করেননি। আদালত বিষয়টি পর্যবেক্ষণে রাখবেন, প্রয়োজনে যেকোনো সময় অগ্রগতি জানতে চাইতে পারেন। তদন্ত-পরবর্তী যা আসবে, তা আদালতে উপস্থাপন করা হবে বলেও জানান রাষ্ট্রের এই আইন কর্মকর্তা।

তারেক রহমানের কারণেই বিএনপি'র রাজনীতি তলানিতে লন্ডনে বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ০৪।। লন্ডন সফররত তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, 'বিএনপি এবং তাদের রাজনীতি ধংস করার জন্য আওয়ামী লীগকে কিছুই করতে হচ্ছে না। বরং আদালতে সাজাপ্রাপ্ত, দুর্নীতির মামলায় দন্ডিত লন্ডনে বসবাসরত অপরাধী তারেক রহমানের কারনেই বিএনপি'র রাজনীতি তলানিতে।' মন্ত্রী বুধবার সন্ধ্যায় যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ আয়োজিত লন্ডনের জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, 'বিগত সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী দিয়েও বিএনপি মূলতঃ নির্বাচন করেনি। তার কারণ হলো, আওয়ামীলীগের উন্নয়ন, সুশাসন, অর্থনৈতিক বিপ্লব, গরীব জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন। তারেক রহমান লন্ডনে বসে স্কাইপের মাধ্যমে বিএনপির রাজনীতি করেন, বক্তব্য দেন, যা বাংলাদেশের আদালত দেশে প্রচার নিষিদ্ধ করেছেন উল্লেখ করে হাছান মাহমুদ বলেন, 'অবৈধভাবে হাজার হাজার কোটি টাকার মনোনয়ন বাণিজ্য করা যার মতলব, সে কি করে দলকে ক্ষমতায় আনবে?'

হাছান মাহমুদ বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার বিশ্বের মধ্যে ব্যতিক্রম এই কারণে যে, তিনিই প্রথম স্বামী-পরিত্যক্তা, বিধবা গরীব নারীদের ভাতা চালু করেছেন। স্বামী-পরিত্যক্তা নারীকে ভাতা দেয়া-বিশ্বের কোথাও নেই।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ এখন আর বিশ্বে তলাবিহীন গরীব দেশ হিসেবে শিরোনাম হয়না, হয় বিশ্বে যখন বাংলাদেশের নারীরা ফুটবলে চমক লাগিয়ে দেয়, ক্রিকেটে বিশ্বকাপে যখন অঘটন ঘটিয়ে ফেলে, তথ্যপ্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ৭ এর ঘর অতিক্রম করে -তখন শিরোনাম হয় বাংলাদেশ। আর এসবই কেবল তখনই হয়, একজন শেখ হাসিনা যখন আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হন, দেশের নেতৃত্ব দেন।'

সভাশেষে এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, 'স্মার্ট কার্ড এবং সকল নাগরিক সেবা যেভাবে ও যে পদ্ধতিতে দিলে জনগণ এবং সকলের কাছে সহজে পৌছে যায় -আওয়ামীলীগ সরকার সেভাবেই কাজ করছে।' অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'তারেক রহমান সাজাপ্রাপ্ত আসামী। তাকে বাংলাদেশে প্রত্যার্পণের ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকার বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা করবে বলে আশা করি।'

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান শরীফের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুকের পরিচালনায় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের উপ-প্রচার সম্পাদক আমিনুল ইসলাম, সংসদ সদস্য এডভোকেট সাইফুজ্জামান শিখর, সিলেট জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক শফিকুর রহমান চৌধুরী, যুগ্ম-সম্পাদক নঈমুদ্দিন রিয়াজ প্রমুখ।

উল্লেখ্য, ইউরোপে এক সপ্তাহের সরকারি সফরে মন্ত্রী মঙ্গলবার লন্ডন পৌঁছান। সেখানে তিনি যুক্তরাজ্যের সিভিল সার্ভিস কলেজ ও বিবিসি'র সদর দপ্তর পরিদর্শন করেন। বিবিসি বাংলায়একটি সাক্ষাতকারও দেন। বৃহস্পতিবার তিনি যুক্তরাজ্যের চেয়ারম্যান অব পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিজিটাল, কালচারাল, মিডিয়া এন্ড স্পোর্টস ডেমিয়েন কলিন্স এমপি'র সাথে বৈঠকে দু'দেশের তথ্য, গণমাধ্যম, সংস্কৃতি ও ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ক সহায়তাবৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করেন।

যুক্তরাজ্য থেকে বেলজিয়াম ও ফ্রান্স সফরকালে ব্রাসেলসে বসবাসরত বাঙালি জনগোষ্ঠির সাথে সভা ও প্যারিসে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করবেন হাছান মাহমুদ। সফরশেষে ৯ জুলাই মঙ্গলবার তার দেশে ফেরার কথা।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ভারতে বিটিভির অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচারিত হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ০৪।। দেশের প্রথম যোগাযোগ স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু-১ (বিএস-১) ব্যবহার করে ভারতে বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি)-এর অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার করা হবে। গতকাল ভারতীয় দূরদর্শনের সাথে বিএস-১ এর সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। কর্মকর্তারা বলেন, কারিগরি উন্নয়নের মাধ্যমে ভারতে দেশটির রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন টিভি চ্যানেল দূরদর্শনে ডিটিএইচ (ডাইরেক্ট-টু-হোম) এ বিটিভির অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচারের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। দেশটির কর্মকর্তারা এ কথা জানান।

বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লীতে বিটিভি'র মহাপরিচালক এসএম হারুন-অর-রশীদ বলেন, 'ইতোমধ্যে সকল আনুষ্ঠানিক ও কারিগরি বিষয় চূড়ান্ত হয়েছে। এখন আমরা যে কোন সময় ভারতে বিটিভি'র অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচারের জন্য পূর্ণাঙ্গভাবে প্রস্তুত রয়েছি।'

সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি বলেন, বিটিভি ও দূরদর্শনের কারিগরী দলগুলো বিএস-১ এর এলাইনমেন্ট ফিক্সিংয়ের মাধ্যমে দূরদর্শনে ডাউন লিংকিং করে গতকাল সন্ধ্যায় বিটিভি দেখেছেন।হারুন বলেন, 'আমরা অত্যন্ত খুশি যে বিটিভিতে সম্প্রচারিত দূরদর্শনের অনুষ্ঠানের ছবির মান খুবই উন্নত। আমরা অত্যন্ত ভাল সিগনাল পাচ্ছি।'হারুন তিন সদস্য বিশিষ্ট বিটিভি'র কারিগরি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। দূরদর্শনের সাথে কারিগরি বিষয় চূড়ান্ত করতে তিনি দিল্লী অবস্থান করছেন।

গত দুই দিন, বিটিভি'র ডিজি ও তার দল দূরদর্শনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সম্প্রচারের কারিগরি বিষয় নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন।এক প্রশ্নের জবাবে হারুন বলেন, দেশে ফিরে ভারতে বিটিভি'র অনুষ্ঠানমালা আনুষ্ঠানিকভাবে সম্প্রচারের দিনক্ষণ চূড়ান্ত করতে তিনি উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন।তিনি বলেন, 'আমরা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত রয়েছি। যে কোন সময়ে সম্প্রচারে যেতে পারি।'

বিটিভি'র মহাপরিচালক আরো বলেন, বাংলাদেশী বেসরকারি চ্যানেলগুলোও প্রতিবেশী দেশটিতে তাদের টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার করায় এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারবে। প্রাথমিকভাবে, ভারতের দর্শকরা বিটিভি ওয়ার্ল এর অনুষ্ঠানমালা দেখতে পারবেন।ভারতের নতুন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ১৯ জুন এই চুক্তিটির অনুমোদন দেয়ার আগে ৭ মে এ ব্যাপারে উভয়পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে।কর্মকর্তারা জানান, বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠানমালা ভারতে সম্প্রচারের লক্ষ্যে যুগপৎ আরেকটি চুক্তি হয়েছে।

বাংলাদেশে সাতটি বেসরকারি টেলিভিশন কেন্দ্র ও রাষ্ট্র পরিচালিত বাংলাদেশ টেলিভিশনের তিনটি চ্যানেল বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট ব্যবহারের মাধ্যমে অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার শুরু করেছে।ফরাসী নির্মাতা থ্যালেস অ্যালেনিয়া স্পেস ১২ মে আমেরিকার ফ্লোরিডা থেকে পরিকল্পনা অনুযায়ী দুই হাজার ৭৬৫ কোটি টাকা মূল্যে বিএস-১ উৎক্ষেপণ করেন।১১৯.১ পূর্ব দ্রাঘিমার ভূস্থিত স্লটে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু-১ কৃত্রিম উপগ্রহটি সার্ক সদস্য রাষ্ট্রসমূহ ছাড়াও ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইনস, মিয়ানমার, তাজিকিস্তান, কিরগিজস্তান, উজবেকস্তান, তুর্কেস্তান ও কাজাখস্তানের কিছু অংশ কাভার করে ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইনস, ভারত, শ্রীলংকা নেপাল ও ভূটানে সবচেয়ে শক্তিশালী কাভারেজ থাকায় এ ছয়টি দেশকে প্রাথমিকভাবে বাণিজ্যের জন্য বেছে নেয়া হয়েছে।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

গর্ভাবস্থায় কী কী খাবার খেলে আপনি বুদ্ধিমান সন্তানের মা হবেন?

বিনোদন ডেস্ক : সন্তান মেধাবী ও বুদ্ধিমান হোক সব মায়েরাই তা চান। আর এটা নির্ভর করে অনেকটা মায়ের সঠিক খাদ্যাভ্যাসের ওপর। যদি একজন মা পুষ্টিকর খাবার না খান তাহলে তার শরীরে যে ঘটাতি তৈরি হয় সেটা সন্তানের ওপর গিয়ে পড়ে। যেমন ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন ডি, লোহা ইত্যাদির অভাব হলে শরীরে কিছুটা ঘাটতি থেকে যাবে। আর এর প্রভাব সন্তানের ওপর এসে পড়বে।মায়ের সঠিক খাবারের অভাবে শিশুর মানসিক বিকাশে সমস্যা দেখা দিতে পারে। গর্ভাবস্থায় মা কী খায় সেটা সন্তানের শারীরিক ও মানসিক গঠনে বড় ভূমিকা পালন করে। গর্ভাবস্থায় আপনি এমন কিছু খাবার খেতে পারেন যা আপনার বাচ্চার আইকিউ (ইন্টেলিজেন্স কোশেন্ট) বাড়াতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আপনার সন্তান যখন জন্মগ্রহণ করে ওর মস্তিষ্কের মাপ যে কোনও পূর্ণ বয়স্ক মানুষের ২৫ হয়। ২ বছর বয়সে সেটা বেড়ে হয় ৭৫ যা স্বাভাবিক মস্তিষ্ক। প্রথম দুই বছর সন্তানের জন্য দরকার মস্তিষ্কের সঠিক বিকাশ।আসুন জেনে নিই গর্ভাবস্থায় কী কী খাবার খেলে আপনি বুদ্ধিমান সন্তানের জন্মদিতে পারবেন।মাছ: স্যালমন, টুনা, ম্যাকারেল ইত্যাদি ওমেগা-৩ ফ্যাটি এ্যাসিড সমৃদ্ধ। এগুলো বাচ্চার মস্তিষ্কের বিকাশেরজন্য খুবই জরুরি। একটা গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব মায়েরা গর্ভাবস্থায় সপ্তাহে দুবারের বেশি মাছ খায় তাদের সন্তানের বুদ্ধি বা আইকিউ বেশি হয়।ডিম: ডিম এ্যামিনো এ্যাসিড কোলিন সমৃদ্ধ, যাতে মস্তিষ্কের গঠন ভাল হয় ও স্মরণশক্তি উন্নতি হয়। গর্ভবতী নারীদের দিনে অন্তত দুটো করে ডিম খাওয়া উচিত যার থেকে কোলিনের প্রয়োজনের অর্ধেক পাওয়া যায়। ডিমে থাকা প্রোটিন ও লোহা জন্মের সময় ওজন বাড়িয়ে দেয়।দই: সন্তানের স্নায়ু কোষগুলো গঠনের জন্য আপনার শরীর প্রচুর পরিশ্রম করে। এ জন্য আপনার বাড়তি কিছু প্রোটিন লাগবে। আপনাকে প্রোটিনযুক্ত খাবার বেশি করে খেতে হবে যেমন : দই। দইয়ে ক্যালসিয়াম আছে যেটা গর্ভাবস্থায় লাগে।আয়রন: আয়রন খুবই দরকারি একটি উপাদান। যা সন্তানকে বুদ্ধিমান হতে সাহায্য। এই খাবারগুলো গর্ভাবস্থায় অবশ্যই খাওয়া উচিত। আয়রন আপনার গর্ভের সন্তানের কাছে অক্সিজেন পৌঁছে দেয়। এছাড়াও চিকিতসকের পরামর্শে আপনার আয়রনের সাপ্লিমেন্ট খাওয়া উচিত।ব্লুবেরি: ব্লুবেরির মত ফল, আর্টিচোক (ডাটা গাছ), টমেটো ও লাল বিন্সে এ্যান্টি ওক্সিডেন্ট থাকে। তাই গর্ভাবস্থায় এই ফলগুলো আপনার সন্তানের মস্তিষ্কের টিস্যুকে রক্ষা করে ও বিকাশে সাহায্য করে।ভিটামিন-ডি: এটা শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য খুব দরকার। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব মায়েদের ভিটামিনের মাত্রা প্রয়োজনের চেয়ে কম থাকে তাদের বাচ্চার মস্তিষ্ক দুর্বল হয়। ডিম, চিজ, লিভার ইত্যাদি খাবারে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। এছাড়া ভিটামিন-ডি এর ভাণ্ডার সূর্য্যের আলো তো আছেই।আয়োডিন: আয়োডিনের অভাব, বিশেষ করে গর্ভাবস্থার প্রথম ১২ সপ্তাহে সন্তানের আইকিউ কম করে দিতে পারে। গর্ভাবস্থায় আয়োডিনযুক্ত লবণ খান। এছাড়া সামুদ্রিক মাছ, শামুক, ডিম, দই ইত্যাদি খেতে পারেন।সবুজ শাক-সবজী: পালং শাক, ডাল ইত্যাদি ফলিক এ্যাসিড সরবরাহ করে। এছাড়াও ফলিক এ্যাসিড সাপ্লিমেন্ট ভিটামিন বি-১২- এর সঙ্গে খাওয়া উচিত।মস্তিষ্কের কোষ গঠনে ফলিক এ্যাসিড খুব প্রয়োজনীয়। একটা গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব নারীরা গর্ভবস্থায় সন্তান প্রসবের চার সপ্তাহ আগে ও আট সপ্তাহ পর অবধি ফলিক এ্যাসিড নিয়ে থাকে তাদের ৪০ শতাংশ অটিস্টিক সন্তান জন্ম দেয়ার আশংকা কম থাকে। তাই ফলিক এ্যাসিড খুবই গুরুত্বপূর্ণ খাবার।

আরমান, সুনিধি লায়ন কিং এর হিন্দি ভার্সান গানে

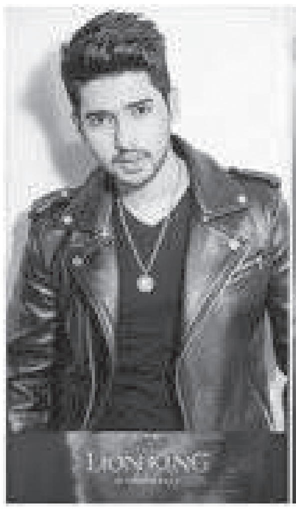

এইবার সুনিধি চৌহান আর আরমান মালিক। লাইভ মিউজিকাল টাচ দিতে চলেছেন, অ্যানিমেটেড ছবি ''দ্য লায়ন কিং''-এর হিন্দি ভার্সানে। ১৯ জুলাই মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি। ইংরেজি-হিন্দি-তামিল-তেলুগু মোট চারটি ভাষায়। আর সেই হিন্দি ভার্সানেই ডিজনি-র অস্কার জয়ী এই অ্যানিমেটেড ছবি নিয়ে চলছে জোর প্রস্তুতি। কিছুদিন আগেই জানা গিয়েছিল ছবিতে প্রায় পনেরো বছর বাদে একসঙ্গে কাজ করছেন পিতা-পুত্র শাহরুখ খান এবং আরিয়ান। গল্পের সিংহরাজ ''মুফাসা'' এবং তার পুত্র ''সিম্বা''-র চরিত্রে হিন্দি ভাষায় কণ্ঠ দিচ্ছেন ''কিং খান'' শাহরুখ আর তাঁর পুত্র আরিয়ন। বলিউডে সেই শোরগোলের শব্দ থামতে না থামতেই আবার জানা গেছিল এক নয়, বলিউডের চার-চারজন অভিনেতা ঢুকে পড়েছেন এই ছবিতে। গল্পে ''মুফাসা'', তার শাবক ''সিম্বা''-র চরিত্রে যেখানে কণ্ঠ দিচ্ছেন শাহরুখ-আরিয়ন, সেখানে ''মুফাসা''-র ভাই গল্পের ভিলেন ''স্কার''-এর চরিত্রে গলা দিচ্ছেন বলিউডের কুখ্যাত ভিলেন আশিস বিদ্যার্থী। মজাদার ''টিমন''-এর চরিত্রে ভয়েস দিচ্ছেন শ্রেয়স তালপাড়ে। ''পুম্বা'' এবং ''জাজু''-র চরিত্রে যথাক্রমে কণ্ঠদান করছেন সঞ্জয় মিশ্র এবং বলিউডের কিংবদন্তি কমেডিয়ান আসরানি। গর্বিত এক সিংহ-পিতার আবেগঘন এই অ্যানিমেটেড ছবিতে বলিউডের এক ঝাঁক অভিনেতার প্রবেশ নিয়ে হইচই যখন একটু স্তিমিত হতে চলেছে, সেই মুর্হূতেই ফের জবর খবরে এবার অভিনেতা নন, গায়ক-গায়িকা। শোনা যাচ্ছে আজ থেকে ২৫ বছর আগে স্যর এলটন জন এবং অনন্য মিউজিশিয়ানরা যেখানে এই ছবিতে সুর তুলেছিলেন অবিস্মরণীয় ''হাকুনা মাতাতা'', ''ক্যান ইউ ফিল দ্য লাভ টুনাইট'' গানে, সেই গানই আজ এই ছবিতে গাইতে চলেছেন আরমান, সুনিধি। আরমান গাইবেন ''হাকুনা মাতাতা'' আর আরমান-সুনিধি ডুয়েটে গাইবেন ''ক্যান ইউ ফিল দ্য লাভ টুনাইট''। ডিজনির এই ছবিতে অংশ নেওয়া প্রসঙ্গে সুনিধি জানিয়েছেন, ''যখন আসল ছবিটা দেখতাম উফ, তখন আবেগে ভেসে যেতাম। কখনও হাসতাম, কখনও কাঁদতাম। ফলে আজ এই ছবিতে কাজ করতে পেরে শুধু রোমাঞ্চিত লাগছে না, এটা আমার অত্যন্ত হৃদয়ের কাছের এক ছবি।'' আরমান মালিকের কথায়, ''এই সুযোগ পেয়ে কাজ করতে গিয়ে এক মুহূর্তও ভাবিনি। কারণ আজও মনে রয়েছে আমি কখনও বাবার কাছ থেকে উপহার কিনে দেওয়ার জন্য বায়না করতাম না। কিন্তু ডিজনি ফিল্মের সমস্ত ডিভিডি কিনে দেওয়ার জন্য একবার খুব বায়না করেছিলাম। বাবা সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কিনে দিয়েছিলেন। এই ব্যাপারটা আমার পক্ষে কোনও দিনও ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়।''

কয়েকটি সহজ ঘরোয়া উপায় তাড়ান ছারপোকা!

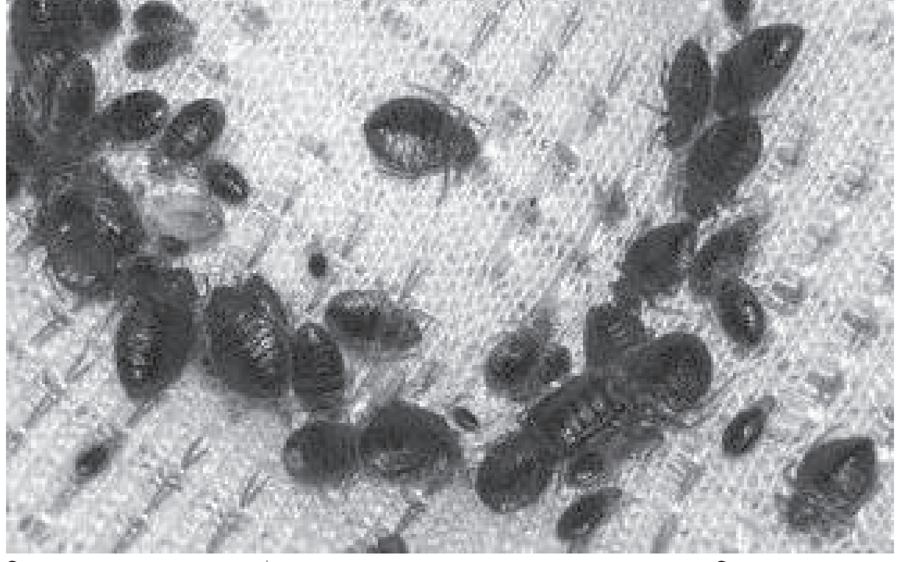

বিনোদন ডেস্ক : ছারপোকা খুবই যন্ত্রণাদায় একটি পোকা। এই পোকা একবার যার ঘরে ঢুকেছে তার ঘুম হারাম। রক্তচোষা এই পতঙ্গটি একবার ঘরে ঢুকলে অশান্তির শেষ থাকে না। কারণ ছারপোকা রক্ত খেয়ে আপনার রাতের ঘুমকে হারাম করে।ছারপোকা উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট অন্যান্য পোষকের রক্ত খেয়ে বেঁচে থাকে। পোকাটি বিছানা, মশারি, বালিশের এক প্রান্তে বাসা বাঁধলেও ট্রেন কিংবা বাসের আসনেও এদের দেখা মেলে। বিছানার পোকা হলেও এর অন্যতম পছন্দের আবাসস্থল হচ্ছে - ম্যাট্রেস, সোফা এবং অন্যান্য আসবাবপত্র। পুরোপুরি নিশাচর না হলেও ছারপোকা সাধারণত রাতেই অধিক সক্রিয় থাকে এবং মানুষের অগোচরে রক্ত চুষে নেয়। মশার মতো ছোট্ট কামড় বসিয়ে এরা স্থান ত্যাগ করে। তাই বলে যে দিনের বেলায় কামড়াবে না এমন না।তবে চলুন জেনে নেওয়া যাক জ্বালাতনকারী-অস্বস্তিকর এই পোকাটিকে কীভাবে সহজেই ঘর থেকে তাড়ানো যায়।ন্যাপথলিনঘরের ছারপোকা তাড়াতে ন্যাপথলিন খুবই কার্যকারী। পোকাটি তাড়াতে অন্তত মাসে দু''বার ন্যাপথলিন গুঁড়ো করে বিছানাসহ উপদ্রবপ্রবণ স্থানে ছিটিয়ে দিয়ে রাখুন। দেখবেন ঘরে ছারপোকা হবে না।কেরোসিনের প্রলেপছারপোকা তাড়াতে মাঝে মাঝে আসবাবপত্রে কেরোসিনের প্রলেপ দিন। এতে ছারপোকা সহজেই পালাবে।ঘর পরিষ্কার করুনসপ্তাহে একবার হলেও সারা ঘর ভালো করে পরিষ্কার করুন। ছারপোকা মোটামুটি ১১৩ ডিগ্রি তাপমাত্রাতে মারা যায়। ঘরে ছারপোকার আধিক্য বেশি হলে বিছানার চাদর, বালিশের কভার, কাঁথা ও ঘরের ছারপোকা আক্রান্ত জায়গাগুলোর কাপড় বেশি তাপে সিদ্ধ করে ধুয়ে ফেলুন। ছারপোকা এতে মারা যাবে।স্প্রে করুনঘরের যে স্থানে ছারপোকার বাস সেখানে ল্যাভেন্ডার অয়েল স্প্রে করুন। দুই থেকে তিন দিন এভাবে স্প্রে করার ফলে ছারপোকা আপনার ঘর ছেড়ে পালাবে।আসবাবপত্র ও লেপ-তোশকআসবাবপত্র ও লেপ-তোশক পরিষ্কার রাখার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত রোদে দিন। এতে করে ছারপোকার আক্রমণ কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ই ছারপোকা থাকলে সেগুলো মারা যাবে।অ্যালকোহলআপনার ঘরের ছারপোকা তাড়াতে অ্যালকোহল ব্যবহার করতে পারেন। ছারপোকাপ্রবণ জায়গায় সামান্য অ্যালকোহল স্প্রে করে দিন দেখেবেন ছারপোকা মরে যাবে।বিছানা দেয়াল থেকে দূরেছারপোকার হাত থেকে রেহাই পেতে আপনার বিছানা দেয়াল থেকে দূরে স্থাপন করুন। শোয়ার আগে ও পরে বিছানা ভালো করে ঝেড়ে ফেলুন সঙ্গে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকুন।

ছক্কা হাঁকাচ্ছে কবীর সিং ডবল সেঞ্চুরির দোরগোড়ায় শাহিদের নতুন ছবি

দ্য ওয়াল ব্যুরো: ডবল সেঞ্চুরি থেকে মাত্র কয়েক কদম দূরে রয়েছে শাহিদ কাপুরের নতুন ছবি ''কবীর সিং''। ইতিমধ্যেই শাহিদের এই ছবির বক্স অফিস কালেকশনের পরিমাণ ১৯৮.৯৫ কোটি টাকা। ফিল্ম ক্রিটিক এবং ট্রেড অ্যানালিস্ট তরণ আদর্শ জানিয়েছেন, এই প্রথম বলিউডের কোনও অ্যাডাল্ট ছবি ২০০ কোটির ক্লাবে পৌঁছতে চলেছে। চলতি বছর এই নিয়ে ''কবীর সিং'' তৃতীয় সিনেমা যেটা ২০০ কোটির বেশি ব্যবসা করবে। এর আগে ভিকি কৌশলের ''উরি-দ্য সার্জিকাল স্ট্রাইক'' এবং সলমন খানের ''ভারত'' পৌঁছে গিয়েছে ২০০ কোটির ক্লাবে।২১ জুন রিলিজের পর থেকেই জমিয়ে ব্যবসা করছেন শাহিদের ''কবীর সিং''। ওপেনিং উইকেই ছবির ব্যবসার পরিমাণ ছিল ১৩৪.৪২ কোটি। ট্রেন্ড দেখে প্রথমেই ফিল্ম ক্রিটিক এবং ট্রেড অ্যানালিস্টঅরা বলেছিলেন ২০০ কোটির ক্লাবে পৌঁছতে বেশিদিন লাগবে না এই ছবির। হলো-ও তাই। রিলিজের দু''সপ্তাহের মধ্যেই ডবল সেঞ্চুরি হাঁকাতে চলেছে দক্ষিণী ছবি ''অর্জুন রেড্ডি''-র রিমেক। ছবি দেখে মুগ্ধ শাহিদের ভক্তরাও। সকলেই বলছেন, ''যব উই মেট'', ''হায়দার'' এবং ''উড়তা পাঞ্জাব''-এর পর ফের একবার শাহিদ প্রমাণ দিলেন যে অভিনয়ে তিনি টক্কর দিতে পারেন বলিউডের তাবড় অভিনেতাদের। তাঁর অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন নিন্দুকেরাও।ফিল্ম ক্রিটিকরা বলছেন, আগামী দিন বহু রেকর্ড ভাঙতে চলেছে শাহিদের এই ছবি। সম্ভবত সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় সিনেমাও হতে চলেছে ''কবীর সিং''। ইতিমধ্যেই ''কবীর সিং''-এর টানে বেশ কিছু জায়গায় বয়স বাড়িয়ে (পড়ুন ১৮ না হওয়া দর্শকরাও) হলে পৌঁছে গিয়েছিল অনেক কিশোর-কিশোরী। তবে সিনেমা নিয়ে ক্রেজ যেমন আছে, ঠিক তেমনই সমালোচনাও হয়েছে প্রচুর। এই ছবিতে একজন সার্জেনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন শাহিদ কাপুর। ছবি দেখে ডাক্তারদের একটা অংশের মত, 'মেডিক্যাল পড়তে এসে এত প্রেম করলে আর অ্যালকোহলিক হলে, পড়াশোনা লাটে উঠবে।' কেউ বা বলছেন, বাস্তবে এমন কোনও মানুষের সঙ্গে কোনও মেয়েই সম্পর্কে থাকতে পারবে না। এসব সেলুলয়েডেই মানায়।তবে ভক্তরা কিন্তু শাহিদেরই সমর্থনে। কিয়ারা আডবাণীর (প্রীতি) সঙ্গে শাহিদ কাপুরের (কবীর সিং) কেমিস্ট্রিও এই ছবিতে বেশ জমাটি। আর রোম্যান্টিক জুটির রোম্যান্টিসিজম পছন্দ হয়েছে অনেকেরই। তাই তো, রিলিজের দু''সপ্তাহ পরেও হাউসফুল যাচ্ছে অনেক সিনেমা হলই।

তামান্নার পরিবর্তে তাপসী?

বিনোদন ডেস্ক: তেলেগু ভাষার সিনেমা ''রাজু গাড়ি গাধি''। তৈরি হচ্ছে সিনেমাটির তৃতীয় কিস্তি। হরর-কমেডি ঘরানার এ সিনেমায় তামান্না ভাটিয়ার অভিনয় করার কথা ছিল। কিন্তু সিনেমাটি থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন এই অভিনেত্রী। তার পরিবর্তে নির্মাতারা এখন তাপসী পান্নুকে নেয়ার পরিকল্পনা করছেন।''রাজু গাড়ি গাধি থ্রি'' সিনেমাটি পরিচালনা ও প্রযোজনা করছেন ওমকার। একটি সূত্র সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ''ইতোমধ্যে তাপসী পান্নুর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন পরিচালক ওমকার। সিনেমাটির চিত্রনাট্য পড়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন এ অভিনেত্রী। তবে এখনো সিনেমাটিতে তার অভিনয়ের বিষয় চূড়ান্ত হয়নি। তাপসী সম্মতি দিলে তবেই তামান্নার পরিবর্তে তাকে নেবেন নির্মাতা।''তাপসী অভিনীত সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা ''গেম ওভার''। গত ১৪ জুন মুক্তি পেয়েছে এটি। বর্তমানে হিন্দি ভাষার ''ষান্ড কি অঁখ'', ''মিশন মঙ্গল''সহ মোট তিনটি সিনেমার কাজ নিয়ে ব্যস্ত এই অভিনেত্রী।

খুনি কে? প্রকাশ পেল টানটান রহস্যের জাজমেন্টাল হ্যায় কেয়া'-র ট্রেলার

মেন্টাল না জাজমেন্টাল? নাম নিয়েই ছিল যত সমস্যা। কখনও ভাইজানের সিনেমার সঙ্গে এক নাম হয়ে যাওয়া,আবার কখনও বা ''ইন্ডিয়ান সাইকিয়াট্রিক সোসাইটি''-র থেকে সেন্সর বোর্ডের কাছে নালিশ। ঝামেলা যেন পিছু ছাড়ছিল না বালাজি মোশন-এর পরবর্তী এই প্রযোজনাকে ঘিরে।অবশেষে সব বাধা কাটিয়ে মুক্তি পেল প্রকাশ কোভেলামুদি পরিচালিত ''জাজমেন্টালহ্যায় কেয়া''-র ট্রেলার।সাসপেন্সে ভরপুর এই সাইকোলজিক্যাল থ্রিলারটির ট্রেলার মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খুব সহজেই তা নেটিজেনদের মনে জায়গা করে নিয়েছে।এই ছবিতে প্রধান চরিত্রে রয়েছেন কঙ্গনা রানাওয়াত এবং রাজকুমার রাও।

ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর করেছেন রচিতা অরোরা এবং অর্জুনাহরযায়ী। আরও এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন জিমি শিরগিল। কান্না, ডার্ক কমেডি আবার কখনও রোম্যান্স সব মিলিয়ে যেন উত্তেজনার ওভারডোজ।একটি মৃত্যুরহস্য ঘিরে দু''জনকে সন্দেহ করছে পুলিশ। উপযুক্ত প্রমাণ যদিও বিশেষ কিছু নেই। তবুও খুন যে তাঁদের মধ্যেই এক জন করেছে সে বিষয়ে মোটামুটি নিশ্চিত পুলিশ।খুন করেছে কে? সব কিছু ঠিক থাকলে উত্তর মিলবে আগামী ২৬ জুলাই।ওই দিনই মুক্তি পাচ্ছে বহু প্রতীক্ষিত এই ছবি।

বনি''র শ্যুটিংয়ে ইতালিতে কোয়েল-পরমব্রত

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কল্পবিজ্ঞানের গল্প। সেই গল্প অবলম্বনেই সিনেমা বানাচ্ছেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। ইতালির মিলানের বাসিন্দা এক বাঙালি দম্পতির শিশু ''বনি'' এই গল্পের মূল চরিত্র। তাই বনি-এর শুটিংয়ে আপাতত ইতালিতে পরমব্রত এন্ড কোং।নিজের ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে ইতালিতে শুটিংয়ের ছবি পোস্ট করেন পরমব্রত। ছবিতে দেখা যাচ্ছে ইতালিতে ওডিইউ মুভিজ-এর অফিসে মিটিংয়ে ব্যস্ত পরমব্রত ও তাঁর সহযোগীরা। ওডিইউ মুভিজ ইতালির একটি

প্রোডাকশান হাউস। বিদেশে শুটিংয়ের ব্যস্ততার মাঝে ইনস্টাগ্রামে ছবি পোস্ট করেন কোয়েল মল্লিকও।

জাপান ভ্রমণের গাইড রোবট

জাপান ভ্রমণে পর্যটকদের সহায়তা করছে শার্পের 'রোবোহন' রোবট। মানুষের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত কথোপকথন চালাতে পারে ছোট এই রোবটটি। আপাতত শুধু জাপানের বাজারেই রোবটটি উন্মুক্ত করেছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান শার্প।এবারদেশটিতে পর্যটকদের কাছেও ভাড়াদেয়া হচ্ছে রোবটটি। গ্রাহকের সেলফোনের সম্ভাব্য বদলি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে 'রোবোহন।' অ্যামাজনের অ্যালেক্স, অ্যাপলের সিরি যেখানে গ্রাহককে আবহাওয়ার তথ্য এবং অন্যান্য খবর জানায় সেখানে রোবোহন গ্রাহকের সঙ্গী হিসেবে কাজ করে।জিপিএস দিয়ে গ্রাহকের ভ্রমণ পর্যবেক্ষণ করে রোবোহন। গ্রাহক কোথায় আছেন তার ওপর ভিত্তি করে তিনি কী করবেন তার পরামশঁ দিয়ে থাকে রোবটটি। সম্প্রতি জাপানের টোকিও ভ্রমণের সময় রোবটটি এক সপ্তাহ ব্যবহার করেছেন সিএনবিসির এক প্রতিবেদক।হানেদা এয়ারপোর্টে বাড়ায় পাওয়া যাচ্ছে রোবোহন। রোবটটির প্রতিদিনের ভাড়া বলা হয়েছে ১২ কোটি মার্কিন ডলার। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের জন্য ভাড়া নিলে কিছু ছাড় দেয়া হবে।

কিডন্যাপ''-এ নজর কাড়লেন রুক্মিনী, তবে ছবি জমল কি?

শুরুটা বেশ। মানবপাচার, বছর একুশের নিখোঁজ যুবতী, অসহায় বাবা এবং আন্তর্জাতিক স্তরে হিউম্যান ট্রাফিকিং অর্থাত মানবপাচার চক্রের কর্মকাণ্ডের ঝলক মিলল। সাংবাদিক মেঘনার সঙ্গে দেবের বন্ধুত্ব, মাখোমাখো প্রেম-রোম্যান্সে জমজমাট বিনোদনের মোড়কে টানটান ''কিডন্যাপ''-এর চিত্রনাট্য। রোমাঞ্চ আছে বইকী, তবে তার জন্য আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে ছবির দ্বিতীয়ার্ধ অবধি।

''মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, গত দু''মাস হয়েছে আমার মেয়ে নিখোঁজ.'' এই মর্মে শুরু হয়েছে ছবির গল্প। মেয়ের সন্ধান পাওয়ার আশায় অসহায় বাবা চিঠি লিখছেন প্রশাসনকে। জুতোর শুকতলা খুঁইয়েও মেলেনি মেয়ের খোঁজ। ভালবাসার মানুষের ফাঁদে পা রেখে পাচার হয়ে গিয়েছে দুবাইয়ে। ট্রেলারেই মিলেছিল নারী পাচারের আভাস। সেই মেয়ের সন্ধানে দুবাইয়ে পা রাখা মেঘনা অর্থাত রুক্মিণীও সেই জালে জড়িয়ে পড়ে। কাহিনি যত গড়িয়েছে খুলেছে রহস্যের জট। ঠুঁটো-জগন্নাথের মতো পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও ভাবাবে এই ছবি। তবে, দ্বিতীয়ার্ধের পর গল্পে রয়েছে চমক। দেশ-বিদেশে নারীপাচার নিয়ে ব্যবসা ফেঁদে বসেছে একদল। গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াজুড়ে এই পাচারচক্র সক্রিয়। দিনের পর দিন অপহৃত হচ্ছে মেয়েরা। কিন্তু তাদের ধারে কাছে যাওয়া তো দূর, পাওয়া যাচ্ছে না টিকিটিও! যে করেই হোক পর্দাফাঁস করতেই হবে কে বা কারা, কোথা থেকে এই পাচারচক্র চালাচ্ছে।

সাংবাদিক মেঘনার প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে ময়দানে নেমে পড়েন দেব। নিজের কাঁধে সমস্ত দায়িত্ব তুলে নেয় দেব। অপহৃত হওয়া মেয়েটির বাবাকে আশ্বাসবাণী দেয়, ''যে করেই হোক আপনার মেয়েকে খুঁজে বের করবই আমি''। বেশ কিছু অ্যাকশন সিক্যোয়েন্সে নজর কেড়েছেন দেব। রুক্মিণীর অভিনয়ও বেশ প্রশংসনীয়। আগের ছবির তুলনায় ''কিডন্যাপ''-এ অভিনেত্রী হিসেবে অনেকটাই পরিণত তিনি। উল্লেখ্য, এই ছবিতে দেব কিন্তু নিজের নামই ব্যবহার করেছেন।দেব-রুক্মিনী ছাড়াও ''কিডন্যাপ''-এ অভিনয় করেছেন শ্রীপর্ণা সেন, প্রান্তিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চন্দন সেন। অপহৃতা মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন শ্রীপর্ণা। তবে, খুব বেশিক্ষণের স্ক্রিন প্রেজেন্স না থাকলেও বাবার ভূমিকায় নজর কেড়েছে চন্দন সেনের অভিনয়। তবে, ছবির শুরুটা জমিয়ে হলেও দেব-রুক্মিনীর রোম্যান্স দেখাতে গিয়ে কোথায় যেন মূল বিষয় থেকে সরে গিয়ে তাল কেটে গেল। সেই রোমাঞ্চের স্বাদ পাওয়া গেল দ্বিতীয়ার্ধে। তবে, ইদের মরশুমে সপ্তাহান্তে দেখে আসাই যায় ''কিডন্যাপ''।

বৃহস্পতিবার আগরতলা রথযাত্রা সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ও তাঁর স্ত্রী নীতি দেব। ছবি- নিজস্ব।

লাভপুরে গ্রামীণ হাসপাতালে মজুদ করা বোমা ফেটে উড়ে গেল ছাদ

লাভপুর, ৪ জুলাই (হি. স.) : আবার বিস্ফোরণ। এবার বীরভূমের লাভপুরের গ্রামীণ হাসপাতালেই মজুদ করা বিপুল সংখ্যায় বোমা ফেটে উড়ে গেল ছাদ। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিই যে বোমা বারুদের আখড়া প্রমাণ মিলল আরও একবার। সবচেয়ে আশ্চর্যের,বিস্ফোরণ স্থল থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে হাসপাতালের গা ঘেষেই রয়েছে পুলিশ ক্যাম্প।এদিকে বিস্ফোরণের পর থেকেই ঘটনায় রাজনৈতিক ভাবে দোষারোপ শুরু হয়েছে তৃণমূল বিজেপি দুপক্ষের মধ্যেই। জেলা স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে যেমন তদন্ত শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে স্বাস্থ্য অধিকর্তা কে রিপোর্ট পাঠিয়েছে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। তবে পুলিশ ক্যাম্পের পাশে এহেন বিস্ফোরণের ঘটনায় প্রশ্নের মুখে পুলিশের ভূমিকা। বুধবার ভোর রাতে হওয়া বিস্ফোরণে উড়েছে লাভপুরের দ্বারকা গ্রামীন হাসপাতালের কোয়ার্টারের দুটি আস্ত ঘরের ছাদ। শুধু তাই নয়, পাশে রয়েছে একটি অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রেও। দিনের বেলায় বিস্ফোরণ হলে না জানি কত শিশুর বিপদ হত ভেবেই আতঙ্কিত এলাকার মানুষ।বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে পাশের বাড়ির ছাদ ভেঙে ঘুমন্ত অবস্থায় গায়ে পরে আহত হয় এক ব্যাক্তি। এলাকা জুড়ে তীব্র আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

২২ এপ্রিল ২০১৭ সালে বালিরঘাটের দখলদারিকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ হল লাভপুরের মীরবাঁধ ও দরবারপুর গ্রামে। সেই সময় বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছিল ৯ জনের। তারপর থেকে এই এলাকার দ্বারকা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ছিল পুলিশ ক্যাম্প। সেই ক্যাম্প থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিত্যক্ত কোয়াটার রয়েছে। সেই কোয়ার্টার গুলির একটি বিপুল পরিমাণ বোমা মজুত ছিল বলে অনুমান। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে আশপাশের বাড়ির ছাদে,উঠানে গিয়ে কংক্রিটের টুকরো পড়ে থাকতে দেখা যায়। প্রতিবেশী মেহেরজাহান শেখ বলেন, 'নিজের ঘরে ঘুমাচ্ছিলাম হঠাৎ রাত ২.৪৫ নাগাদ বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। বাড়ির ছাদ ভেঙে ফ্যান ছিড়ে পরল পায়ে। প্রাণ বাঁচাতে কোন মতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। তখন চারিদিকে এত ধোঁয়া আর বারুদ গন্ধে দমবন্ধ হযে আসছে। হাসপাতালের কোয়ার্টার বোমা ফেটে এমন কান্ড হল। অথচ পাশেই পুলিশ ক্যাম্প। আমরা আতঙ্কে আছি। ' খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। সকলেই জানাচ্ছেন এলাকায় লড়াই মুলত তৃণমূলের দুটি গোষ্ঠীর। তাদের কোনো একপক্ষের কাজ এটা তা নিয়ে সন্দেহ নেই কারোরই। এই ঘটনার পরই মুহূর্তে রাজনৈতিক রঙ লেগে যায়। এই বিস্ফোরণ নিয়ে লাভপুরের বিধায়ক তথা বিজেপি নেতা মনিরুল ইসলাম সরাসরি তৃণমূলের জেলা সহ সভাপতি মান্নান হোসেনকে কাঠগড়ায় তুলেছেন। তিনি বলেন, 'তৃণমূলের মান্নান হোসেন তিন জন মস্তান নিয়ে এলাকায় রাজত্ব চালায়। তারা হল আজিজুল মিরাজ, আহাদুর শেখ এবং সোযেব শেখ। এরাই বালি ঘাটের দখলদারি চালায়। ওই গ্রামের পুলিশ ক্যাম্পেই এই সব দুস্কৃতিদের ওঠা বসা। তাই পুলিশ চোখের সামনেই হাসপাতালে ঘর বোমা রাখার আঁতুড়ঘর করেছে ওরা। এখন অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে সাধু সাজলে হবে?এন আই এ তদন্ত করলে প্রকৃত সত্য প্রকাশ্যে আসবে। '

এদিকে বৃহস্পতিবার সকাল হতেই রাস্তায় নামে তৃণমূল শিবির। তারা এই ঘটনায় বিজেপি বিরুদ্ধে এলাকায় সন্ত্রাস তৈরি করতে বোমা মজুত করা হযেছিল বলে অভিযোগ তুলেছে। রাস্তায় টাযার জ্বালিয়ে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা লাভপুর থানার সামনে ওসি চয়ন ঘোষের অপসারণের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান।তাদের দাবি বিজেপির দালাল ওসি বদলি চাই। মনিরুলের অভিযোগের পাল্টা জেলা তৃণমূলের সহ সভাপতি মান্নান হোসেন বলেন,'মনিরুল ইসলাম স্থানীয় ডালু শেখ, রেনু শেখ দের নিযে এলাকায় সন্ত্রাস তৈরি করতে বোমা মজুত করেছিল। ' স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিস্ফোরণের খবর পেয়ে জেলা স্বাস্থ্য দফতর লাভপুরের বি এম ও এইচ বুদ্ধদেব মুর্মু কে তদন্তে নির্দেশ দেন। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রি আডি বলেন,' আমরা জেলা থেকে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছি। স্বাস্থ্য ভবনে অধিকর্তা কে রিপোর্ট পাঠাচ্ছি। ইতিমধ্যেই ঘটনার বিস্তারিত জানিয়ে থানায় অভিযোগ জানাচ্ছি। ' উল্লেখ্য, দিন দু"য়েক আগেই বিস্ফোরণে উড়ে যায় মল্লারপুরের মেঘদূত ক্লাবের একাংশ। ওই ঘটনার তদন্তে নামে ফরেনসিক দল। এরমধ্যে ফের বিস্ফোরণ। তবে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে লাগোয়া পুলিশ ক্যাম্প থাকা সত্বেও এত বড় বিস্ফোরনের ঘটনায প্রশ্নের মুখে পুলিশের ভূমিকা। জেলা পুলিশ সুপার শ্যাম সিং বলেন,' পুলিশ স্বতঃ প্রণোদিত ভাবে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে কেন এমন হল খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হাতির হানা, মিড ডে মিলের চাল ডাল খেয়ে নষ্ট

বাঁকুড়া, ৪ জুলাই (হি. স.) : হাতির হানায় সন্ত্রস্ত লেগেই রয়েছে গঙ্গাজলঘাটির গ্রাম গুলিতে।।দুটি হাতি প্রায় দিনই হানা দিয়ে ঘরবাড়ি ভেঙে দিচ্ছে, ফসলের ক্ষতি করছে।বুধবার রাতে ওই হাতি দুটি হানা দেয় পাশাপাশি দুটি গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঢুকে মিড ডে মিলের চাল ডাল খেয়ে, কাঠাল গাছ থেকে কাঠাল খেয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ে।।বিদ্যালয়ে র পাকা গেট ভেঙে ঢুকেপড়ে হাতি দুটি। ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়া উত্তর বনবিভাগের গঙ্গাজলঘাটি রেঞ্জ এলাকার জঙ্গল লাগোয়া গ্রাম ডাঙাপাড়া এলাকায়।

গ্রামের প্রাথমিক স্কুলের পাঁচিলের লোহার গ্রিলের গেট ভেঙে মিড ডে মিলের ঘরে হানা দেয় বুনো হাতি দুটি। সেখানের দরজা ভেঙে বস্তায় রাখা চাল ও ডাল খেয়ে, ছড়িয়ে তছনছ করে দিয়ে স্কুলের একটি কাঁঠাল গাছ থেকে পাকা কাঁঠাল পেড়ে ভুরিভোজ সেরে পাশের গ্রাম সুবিরাড়া গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হানা দেয়।সেখানে ও একই কায়দায় মিড ডে মিলের ঘরের দরজা ভেঙে সবকিছু সাবাড় করে। বেশ কিছুদিন ধরে গঙ্গাজলঘাটি রেঞ্জ এলাকায় দুটি দাঁতাল হাতি গ্রামে ঢুকে তাণ্ডব চালাচ্ছে বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ।হাতির হানায় ক্ষয় - ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে।সন্ধ্যা নামলেই গৃহবন্দী হতে বাধ্য হচ্ছেন গ্রামবাসীরা, তেমনি ঘর বাড়ি ভাঙার ক্ষতিপূরণ থেকে মাঠের ফসলের স্তক্ষতিপূরণ পাচ্ছে না ক্ষতিগ্রস্তরা। স্বাভাবিক কারণে হাতি উপদ্রুত জঙ্গল লাগোয়া গ্রামের বাসিন্দারা বনদপ্তরের কর্তাদের উপর বেজায় ক্ষুব্ধ।বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিশ্বনাথ ঘোষ বলেন, স্কুলের বাগানে একটি কাঁঠাল গাছ রয়েছে। ছাত্র ছাত্রীরা এই গাছটি লাগিয়েছে। এ বছরই প্রথম ফল ধরেছে। তিনটি কাঁঠাল ছিল। রথযাত্রা উপলক্ষে স্কুল ছুটি, ইচ্ছে ছিল পরের দিন ওই কাঁঠাল ভেঙে ছাত্র-ছাত্রীদের খাওয়ানো হবে। কিন্তু হাতিতে সে আশা পূরণ হতে দিল না।মিড ডে মিলের চাল ডাল খেয়ে ওফেলে নষ্ট করে দিয়েছে।স্কুলের সব্জি বানানটি ও নষ্ট করে দিয়েছে।

গ্রামের বাসিন্দা সুজিত কুন্ডু বলেন, মাঝরাতে গাছের ডাল ভাঙার শব্দ শুনে বাইরে বেরিয়ে এসে টর্চ জ্বেলে দেখি স্কুলের ভিতরে ঢুকে রয়েছে বিশাল এক জোড়া দাঁতাল। তিনি বলেন, গ্রামের লোকেদের জাগিয়ে সতর্ক করে তুলি। সুজিত কুন্ডু বলেন, তার আগে গ্রামের কয়েকজন চাষীর মাঠের ফসল নষ্ট করে দিয়েছে। এখান থেকে লাগোয়া গ্রাম সুবিরাড়া গ্রামে হানা দেয় হাতি দুটি। গ্রামের বাসিন্দা দুলাল দাস জানান , আমি ভোর রাতের দিকে আমার চার চাকা গাড়িতে কেউ লাঠি মারছে এই ভেবে ঘুম থেকে উঠে দেখি একটি হাতি শুঁড় দিয়ে গাড়ির পিছনে ঝাঁপট মারছে। এরপর টর্চ জ্বেলে হাতির চোখে ফেলতেই সরে গেল। গাড়ীর পিছনের একটা অংশ চেপ্টে গেছে।

সুবিরাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ইমান দাস বলেন, এক বস্তা চাল খেয়ে ছড়িয়ে নষ্ট করে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে গঙ্গাজলঘাটি পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ জীতেন গরাই জানান গতকাল হাতে দুটি দেউলি গ্রামে হানা দিয়েছিল। তার আগের দিন মাছবাঁধা গ্রামে বেশ কিছু কলা গাছ নষ্ট করেছে। খটিয়ালা গ্রামের লোহার পাড়ায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি ভেঙে ফেলেছে। আমি রেঞ্জ অফিসারকে বলেছি হাতি দুটিকে অন্যত্র সরানো যায় তার ব্যবস্থা করতে। গঙ্গাজলঘাটির রেঞ্জার দেবাশিস পাইন বলেন, কোনো সরকারি সম্পত্তি হলে তার ক্ষতিপূরণ বনদপ্তর দেয় না। ক্ষতিপূরণ পাওয়া বা সংস্কারের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দফতর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তবে ব্যক্তি মালিকানার কোনো ক্ষতি হলে তা বনদপ্তর পূরণ করে। এ ক্ষেত্রেও তাই করা হবে। তিনি বলেন, হাতি দুটি আবাসিক, গঙ্গাজলঘাটি রেঞ্জে রয়েছে। মাঝে মধ্যেই লোকালয়ে বেড়িয়ে পড়ছে।আমরা হাতির গতিবিধির ওপর নজর রাখছি।

পুরপ্রধানের পদ থেকে এবার পদত্যাগ করলেন হরিণঘাটার পুরপ্রধান

নদীয়া, ৪ জুলাই (হি.স.) : পুরপ্রধানের পদ থেকে এবার পদত্যাগ করলেন নদীয়ার হরিণঘাটার পুরপ্রধান রাজীব কুমার দালাল। পুরপ্রধান কী কারণে পদত্যাগ করলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে তাঁর পদত্যাগকে ঘিরে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক জল্পনা। জানা গিয়েছে, আগেই পদত্যাগ করার আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি। ইতিমধ্যেই সেই আবেদন গৃহীত হয়েছে। বর্তমানে পুরসভা চালাচ্ছেন উপ পুরপ্রধান। সম্প্রতি এই হরিণঘাটা পুরসভার ৭ জন কাউন্সিলর বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। তৃণমূল পরিচালিত এই পুরসভায় মোট ১৭ জন কাউন্সিলর আছেন। পুরপ্রধান রাজীব কুমার দালাল জানিয়েছেন যে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করছেন।

গত ১৬ জুন হরিণঘাটার কাউন্সিলররা বিজেপিতে যোগ দেন। কাঁচরাপাড়ার আদর্শ সংঘের মাঠে জনসভার করে বিজেপি। সেই জনসভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতা মুকুল রায়, বারাকপুরের বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং, মুকুল পুত্র শুভ্রাংশু রায় সহ উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বরা। এছাড়াও জনসভায় হাজির ছিলেন নদীয়ার হরিণঘাটা পুরসভার নয় তৃণমূল কাউন্সিলর। তাঁদের দলে অন্তর্ভু করেন মুকুল রায়, অর্জুন সিংরা। ওই মঞ্চেই তৃণমূল কংগ্রেস দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন কাঁচরাপাড়া পুরসভার পুরপ্রধান সুদামা রায়।

এছাড়া ইতিমধ্যেই একাধিক পুরসভার চেয়ারম্যান ও একগুচ্ছ কাউন্সিলর বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিংয়ের হাত ধরেই প্রথম ভাটপাড়া পুরসভার কাউন্সিলররা বিজেপিতে যোগ দেন। এরপর সুনীল সিংয়ের বিজেপিতে যোগদানের পর সেই বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়। সুনীল সিংয়ের যোগদানের পর এবার গারুলিয়া পুরসভাও দখলের পথে বিজেপি। সুনীলের সঙ্গে গারুলিয়া পুরসভার ১২ জন কাউন্সিলর বিজেপিতে নাম লিখিয়েছেন। ভাটপাড়া ও গারুলিয়া দুই জয়গাতেই বিজেপি পুরবোর্ড গঠন করেছে।স্থানীয় রাজনীতিবিদদের মতে, বিজেপিতে যোগ দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে পদত্যাগ করলেন হরিণঘাটার পুরপ্রধান রাজীব কুমার দালাল।

ক্যানিং মহকুমায় রথযাত্রায় জনজোয়ার

ক্যানিং, ৪ জুলাই (হি. স.) : এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে পালিত হল একাদশতম বর্ষের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ঐতিহ্যবাহী ক্যানিং মহকুমা রথযাত্রা। বৃহস্পতিবার সকালে শাস্ত্রমতে পূণ্য তিথীতে প্রভু জগন্নাথ,বলভদ্র ও সুভদ্রা দেবীর পুজোর্চনা শুরু হয় ক্যানিংয়ের রায়বাঘিনীর খাঁড়াপাড়ার রথতলায় জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রাঙ্গনে।

এদিন প্রভু জগন্নাথ দেবের পুজোর্চনা শেষ হওয়ার পর,বিকালে প্রভু জগন্নাথ দেবের সুসজ্জিত রথের উপর গঙ্গাজল দিয়ে পবিত্র করে ভগবান শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেব ও বলভদ্র এবং সুভদ্রা দেবী কে রথের উপর আনয়ন করেন মাসির বাড়ীর (গুন্ডিচা)উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য। রথযাত্রার আনুষ্ঠানিক সূচনা করে ক্যানিংয়ে মহকুমা শাসক অদিতি চোধুরী।ক্যানিং মহকুমা রথযাত্রায় অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলাপরিষদের প্রাক্তন সহ সভাপতি শৈবাল লাহিড়ী, জেলাপরিষদ সদস্য তপন সাহা, ক্যানিং ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি শ্যামলেন্দু মন্ডল সহ অন্যান্যরা। এদিন বিকালে রায়বাঘিনী থেকে সুসজ্জিত রথে চড়ে মাসীর বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আগেই জগন্নাথ দেবে রথযাত্রার পথ স্বচ্ছ করতে ঝাড়ু দিয়ে রাজপথ পরিষ্কার করেন প্রাক্তন আইপিএস অফিসার বিরিঞ্চী দেবনাথ।

রথযাত্রা ঘিরে হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে ক্যানিং শহরে।এদিন সন্ধ্যায় ক্যানিং মহকুমার একাদশ বর্ষের রথ ক্যানিং শহরের দীর্ঘ প্রায় চার কিলোমিটার রাজপথ পরিক্রমা করে মাসীর বাড়ী

ছয়ের পাতায়

ঝাড়গ্রামে একলব্য আদর্শ আবাসিক বিদ্যালয়ের ছাত্রবাসের উদ্বোধন করলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট

ঝাড়গ্রাম, ৪ জুলাই (হি. স.) : বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রামের রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির একলব্য আদর্শ আবাসিক বিদ্যালয়ের তিন তলার ছাত্রবাসের উদ্বোধন করলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট গৌতমানন্দ মাহারাজ।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে এতদিন আবাসিক ছাত্রদের থাকার জন্য দোতলা ছাত্রাবাস ছিল।কিন্তু এবার ছাত্রদের জন্য তিনতলার ছাত্রবাস করা হয়।বর্তমানে একলব্য বিদ্যালয়ে আবাসিক ছাত্ররা থাকে ৩৬৮ জন।বিদ্যালয়ে সূত্রে জানা গিয়েছে এরপরে ছাত্রীদের জন্যও তিনতলায় আরও একটি ছাত্রী নিবাস করা হবে।আবাসিক ছাত্রীদের সংখ্যা রয়েছে ১৭৭ জন।ঝাড়গ্রামের একলব্য আদর্শ আবাসিক বিদ্যালয়ের দায়িত্ব ২০১৬ সালে রাজ্য সরকার রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে তুলে দেয়। তারপর থেকে গত তিন বছরে বিদ্যালয়ের পঠন পাঠানের পরিবেশ থেকে শুরু করে সামগ্রীক পরিকাঠামোর ব্যাপক উন্নতি।গত কয়েক বছর ধরে এই বিদ্যায়ের পড়ুয়ারা রাজ্য স্তরে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকে রীতিমত স্থান করে নিচ্ছে।বিদ্যালয়ের পঠন পাঠনের উন্নতির সাথে সাথে খেলাধূলা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পড়ুয়া উল্লেখ্যযোগ্য উন্নতি করে চলছে।এদিন ছাত্রাবাস উদ্বোধনের সাথে সাথে একটি স্টাডি রুমেরও উদ্বোধন হয়।

এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রামের জেলা শাসক আয়েষা রানী,ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ সুপার অরিজিৎ সিনহা,ঝাড়গ্রামে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী শুভকরানন্দ মহারাজ সহ প্রমুখ। এদিন এই বিষয়ে ঝাড়গ্রাম রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী শুভকরানন্দ মহারাজ বলেন "এদিন এই আবাসিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য তিনতলার ছাত্রবাসটি উদ্বোধন হয়েছে। এছাড়াও একটি স্টাডি রুমের উদ্বোধন হয়।

২০২২-এর মধ্যে অপুষ্টি থেকে মুক্ত হবে ভারত : স্মৃতি ইরানি

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই (হি.স.) ২০২২ সালের মধ্যে ভারত অপুষ্টি থেকে মুক্ত হবে। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে এমনই জানালেন কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ উন্নয়নমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। এদিন স্মৃতি ইরানি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্নের প্রকল্প হচ্ছে 'পোষণ অভিযান'। ২০২২ সালের মধ্যে ভারত অপুষ্টি থেকে মুক্তি পাবে। উল্লেখজনক গতিতে এই প্রকল্পের অধীনে কাজ হয়ে চলেছে। আগামী দুই বছরের মধ্যে কোনও শিশু আর অপুষ্টিতে ভুগবে না। এদিন আম আদমি পার্টির সাংসদ সুনীল কুমার গুপ্তর প্রশ্নের উত্তরে স্মৃতি ইরানি বলেন, অপুষ্টি দূরীকরণের পাশাপাশি পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ নিয়েও কাজ করে চলেছে কেন্দ্র। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর কুপোষণ মহাকাল কর্মসূচির আয়োজন করা হয় যেখানে অংশগ্রহণ করেন ২৫ কোটি মানুষ। চলতি বছরের মার্চের ৮ থেকে ২২ তারিখ পর্যন্ত 'পোষণ পাকওয়ানা' কর্মসূচি নেওয়া হয়। এই কর্মসূচিতে যোগ দেয় ৪৪.৮৮ কোটি মানুষ। সাধারণ মানুষের বিপুল অংশগ্রহণের ফলে এটি গণআন্দোলনে পরিণত হয়। তিনি আরও বলেন, 'পোষণ অভিযান' সমস্ত রাজ্যের প্রতিটি জেলায় কার্যকর করা হয়েছে। ৯ জুন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টরের সঙ্গে এই প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়। দেশজুড়ে এই প্রকল্পকে শক্তিশালী করতে সকল মন্ত্রী এবং সাংসদদের অনুরোধ করব।

অপুষ্টি মুক্ত করার লক্ষ্য মিড ডে মিলকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মিড ডে মিলের মাধ্যমে বেশি মাত্রায় পুষ্টিকর খাদ্য যাতে শিশুরা পায় সেই দিকে নজর দেওয়া হবে। 'পোষণ অভিযান জন আন্দোলন' কেন্দ্রীয় সরকারের ফ্ল্যাগ শিপ প্রকল্প। প্রসূতি, সদ্যোজাত, শিশুরা যাতে পুষ্টিকর খাবার পায় সেই জন্যই এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

ঘুষ নিয়ে সংসদে কথা, মাথা হেঁট হচ্ছে রাজ্যের : দাবি অধিবেশনে

কলকাতা, ৪ জুলাই (হি. স.) : "বাংলার ঘুষ নিয়ে সংসদে পর্যন্ত কথা হচ্ছে। মাথা হেঁট হচ্ছে এ রাজ্যের।" বৃহস্পতিবার অধিবেশনে এই মন্তব্য করেন বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান, কংগ্রেসের সুখবিলাস বর্মা।

প্রাক্তন আমলা সুখবিলাসবাবু বলেন, ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে রাজ্যে প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল যথাক্রমে ৫০ হাজার ৭৫, ৪ হাজার ৭৩১ এবং ৮ হাজার ৭৬৯। পরের বছর তা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৫০ হাজার ১০৮, ৪ হাজার ৭৪৫ এবং ৮ হাজার ৮১৪। সুখবিলাসবাবু বলেন, এর পাশাপাশি ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে রাজ্যে প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিক নানা বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা হয় যথাক্রমে ২ লক্ষ ১৬ হাজার ২৮১ এবং ১ লক্ষ ১২ হাজার। পরের বছর এই দুই সংখ্যা কমে হয়েছে যথাক্রমে ২ লক্ষ ১৪ হাজার ৭০০ এবং ১ লক্ষ ৮ হাজার ৭২৯। মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোয় কোথাও শিক্ষককের সংখ্যা বেড়েছে, কোথাও কমেছে।

প্রবীণ কংগ্রেস বিধায়ক এই তথ্য দাখিল করে বলেন, এই তথ্যেই দেখা যাচ্ছে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়লেও শিক্ষক কমেছে। পড়ুয়াদের অসুবিধা হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে উদ্দেশ করে বলেন, "কেন আপনারা এই অবস্থার সামাল দিতে পারলেন না? শিক্ষাব্যবস্থাকে কলুষিত করে ফেললেন। কাটমানি নিয়ে সারা রাজ্যে যা চলছে! গ্রাম-গঞ্জ উত্তাল! কোচবিহার-জলপাইগুড়ি সর্বত্র। কেউ বলতে পারছেন না অবস্থা কোথায় দাঁড়াবে? বাংলার কাটমানি-ঘুষ নিয়ে সংসদে পর্যন্ত কথা হচ্ছে। মাথা হেঁট হচ্ছে এ রাজ্যের।" বিজেপি-র বিধানসভার দলনেতা মনোজ টিগ্গা বলেন, "বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের দুপুরের খাবার দেখাশোনা-সহ অন্যান্য কাজ করতে হচ্ছে। ফলে, পড়ানোর মান নেমে যাচ্ছে। কমে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি বিদ্যালয়ের আকর্ষণের মান। এটা বিপজ্জনক। আমার নির্বাচনীকেন্দ্রে হান্টাপাড়া হিন্দি জুনিয়র হাই স্কুলে ২৫৫ জন পড়ুয়া। এখন এক জন শিক্ষকও নেই। শিক্ষকদের বদলি করে দেওয়ায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে ওখানকার একটি মেয়েদের স্কুল। এঁরা দু'জন ছাড়াও রাজ্যের প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিভিন্ন স্তরের পড়াশোনার নানা অসঙ্গতি নিয়ে এ দিন অধিবেশনে বলেন সিপিএমের অমজদ হোসেন ও প্রদীপ কুমার সাহা। শিক্ষাব্যবস্থার প্রশংসা করেন তৃণমূলের ব্রজমোহন মজুমদার, রবীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, জীবন মুখোপাধ্যায় এবং সমীর কুমার জানা।

হাতির হামলায় অতিষ্ঠ ঝাড়গ্রাম ব্লকের বেশ কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দারা

ঝাড়গ্রাম, ৪ জুলাই (হি. স.) : রোজদিন হাতির হামলায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ঝাড়গ্রাম ব্লকের বেশ কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দারা। খাবারের সন্ধানে কখনো স্কুলের মিড ডে মিলের চাল, ডাল আবার কখনো বা গৃহস্থের বাড়ি , দোকানে এমন কি রেশন দোকানে হানা দিয়ে খাবার খাওয়ার চেষ্টা করছে দলমার দাঁতালেরা। পাশাপাশি বিঘার পর বিঘা জমির ফসল পায়ে পিষে একেবারে তছনছ করছে বলে অভিযোগ করেন বাসিন্দারা। বুধবার রাতে ১১ টা নাগাদ ঝাড়গ্রাম ব্লকের কুন্ডলডিহি, ঢোলকাট, দুধকুন্ডি গ্রামে ঝিঙ্গে, লাউ, কলা, আখ সহ বিভিন্ন ফসলের ব্যপক পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি করছে বলে অভিযোগ।

এদিকে দলমা দলের দামালেরা যখন তখন গ্রামে ঢুকে পড়ায় ব্যপক আতঙ্কিত গ্রামের বাসিন্দারা। দুধকুন্ডি গ্রামের বাসিন্দা পদ্যুত মাহাত, স্বপন দাসেরা বলেন, 'হাতি যেভাবে তান্ডব চালাচ্ছে তাতে জমির সব ফসল একেবারে নষ্ট করে দিচ্ছে। দিনের সময় লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে। যার ফলে গ্রামের মানুষজনেরা সব সময় আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। বনদফতরকে বারে বারে বললেও হাতি গুলিকে তাড়ানোর কোনও রকমের ব্যাবস্থা করছে না বনদফতর।যদিও বনদফতরের দাবি হাতি গুলিকে তাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু তারা এই এলাকা ছেড়ে কিছুতেই যেতে চাইছে না। জোর পূর্বক তাদেরকে তাড়ানো হলে বিপদ হতে পারে। তাই ওদের মুভমেন্ট বুঝে তাড়াতে হবে। উল্লেখ্য বেশ কিছুদিন ধরেই দলমার এই দলটি ঝাড়গ্রাম ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে তান্ডব চালাচ্ছে। দাঁতালদের তান্ডবে সাম্প্রতি দুজন ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছে। একাধিক বাড়ি ঘর ভাঙচুর করেছে। বর্তমানে বীজ তোলা নষ্ট করেছে দাঁতালের দল যার ফলে কপালে ভাঁজ পড়েছে কৃষকদের।

বনদফতর সুত্রে জানা গিয়েছে এই দলমার এই দলটি ৯ টি হাতি রয়েছে। বনদফতরের একটি সুত্রে জানা গিয়েছে দুধকুন্ডি, পুকুরিয়া এলাকায় বেশ কয়েকটি জঙ্গলের গাছ ছাঁটাই হয়েছে। তাই নতুন গাছ জন্মানোর ফলে জঙ্গলের ঘনত্ব বেড়েছে। তাই ওই এলাকায় হাতি গুলি দিনের

ছয়ের পাতায়

জয়ললিতার মৃত্যু রহস্যজনক, দাবি পানিরসেলভমের

চেন্নাই, ৪ জুলাই (হি.স.) : তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতার মৃত্যু রহস্যজনক। বৃহস্পতিবার এমনই দাবি করলেন রাজ্যের বর্তমান উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও পানিরসেলভম। পাশপাশি তিনি এও দাবি করেন যে হাসপাতালে থাকাকালীন তিনি জয়ললিতাকে দেখেননি।

এদিন পানিরসেলভম বলেন, আম্মার(জয়ললিতা) মৃত্যু রহস্যজনক। তাই তদন্তে দাবি করেছিলাম। হাসপাতালে যখন তিনি ভর্তি ছিলেন, তখন তাঁকে আমি দেখিনি।

পাশাপাশি জয়ললিতার মৃত্যুকে ঘিরে যে রহস্য তৈরি হয়েছিল তা সমাধান করত আরুমুঙ্গাস্বামী কমিশন

ছয়ের পাতায়

বৃহস্পতিবার বিজেপি সদর কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

সিন্ডিকেটের কবলে হাফলং বাজার, নিত্যপণ্যের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, নাজেহাল মানুষ প্রশাসনের শরণাপন্ন

হাফলং (অসম), ৪ জুলাই (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার সদর শহর হাফলঙে শাক-সবজি থেকে শুরু করে ডিম, মাছ, মাংস, ফলমূল ইত্যাদি নিত্যপণ্যের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধিতে নাজেহাল হয়ে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। হাফলং বাজারে অস্বাভাবিক হারে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম বেড়ে যাওয়ার পিছনে দালালরাজ কায়েম রয়েছে বলে অভিযোগ শহরের ব্যবসায়ীদের। তাঁরা বলেছেন, হাফলঙে কতিপয় দুষ্কৃতী সিন্ডিকেট গড়ে নিয়ন্ত্রণ করছে বাজার। শাক-সবজি থেকে শুরু করে ডিম, মাছ, মাংস, আলু, পেঁয়াজ, ফলমূল, সব কিছু থেকে কমিশন আদায় করছে ওই দুষ্কৃতকারীর দল, হাফলং বাজারের অধিকাংশ ব্যবসায়ী এই অভিযোগ তুলেছেন। যার দরুন হাফলং বাজারে অস্বাভাবিক হারে বেড়ে চলছে জিনিসপত্রের দাম। কিন্তু এতে লাগাম টানতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ জেলা প্রশাসন থেকে শুরু করে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ কর্তৃপক্ষ।বর্তমানে হাফলং বাজারে যে-ধরনের অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে অনেকের ধারণা, শহরে প্রশাসনযন্ত্র বলে কিছু নেই। ব্যবসায়ী ছাড়াও সাধারণ মানুষের অভিযোগ, প্রশাসন ঠিকঠাক কাজ করলে এভাবে কতিপয় দুষ্কৃতীর হাতে পুরো বাজারের নিয়ন্ত্রণ চলে যেত না। তাঁরা আরও বলেন, এই সিন্ডিকেটের সঙ্গে হাফলং বাজারের কয়েকজন অসাধু ব্যবসায়ীও জড়িত রয়েছে। তাই হাফলং শহরে যে-সব দুষ্কৃতী দলের সঙ্গে মিলে অসাধু ব্যবসায়ীরা এভাবে সিন্ডিকেটরাজ কায়েম করেছে অবিলম্বে তাদের শনাক্ত করে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য জেলা প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন হাফলং বাজারের ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে শহরের বাসিন্দারা।

বৃহস্পতিবার উদয়পুরে রথযাত্রার উদ্বোধনে কৃষিমন্ত্রী প্রণব জিৎ সিংহ রায়। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশ ডাক্তারি পড়ার সুযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা,৪ জুলাই।। গত বছরের মতো এবছরও বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজগুলিতে ছাত্র ভর্তির ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নিয়েছে আগরতলার এ কে কনসালটেন্ট। সংস্থার কর্ণধার এ কে পাল বৃহস্পতিবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, গতবছর কিছু ছাত্রছাত্রীকে পাঠানো হয়েছিল বাংলাদেশে। এবছরও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সেই দেশের দশটিরও বেশী মেডিকেল কলেজের সাথে তাদের যোগাযোগ রয়েছে। নিঃসন্দেহে ওই মেডিকেল কলেজগুলিতে ভর্তি হতে পারেন। এর জন্য যাবতীয় তথ্য ও সহযোগিতা পাওয়ার জন্য এ কে কনসালটেন্ট, কৃষ্ণনগর, আগরতলায় যোগাযোগ করার আহ্বান জানান শ্রীপাল।

সংসদে

● প্রথম পাতার পর

বদলাবে ?কোন কোন জিনিসপত্রের দাম বাড়বে ? দাম কমবে কীসের ? কতটা জনমুখী হবে বাজেট ? সংস্কারে কতটা সাহসী হবেন নির্মলা সীতারমণ, এই সমস্ত প্রশ্নই এখন ঘোরাফেরা করছে শিল্পমহল থেকে সাধারণ চাকুরিজীবী, প্রত্যেকের মনে।

এবারের বাজেটে নতুন চাকরি সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের আর্থিক উন্নয়নের গতি বৃদ্ধির উপরে বিশেষ গুরুত্ব দিতে পারে মোদী সরকার। প্রসঙ্গত, জিডিপি হ্রাস এবং বেকারত্বের হার ক্রমশই বৃদ্ধি পেয়েছে, এই বিষয়টি রীতিমতো ভাবিয়ে তুলছে দ্বিতীয় নরেন্দ্র মোদী সরকারকে। আর এই সমস্ত বিষয়কে মাথায় রেখেই বাজেট পেশ করতে পারেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ।

চালকের

● প্রথম পাতার পর

লরিটি যাওয়ার সময় তেলিয়ামুড়া চাকমাঘাট এলাকায় তেলিয়ামুড়া থানার পুলিস দাঁড় করায়। তখন সেখানে কর্তব্যরত অবস্থায় ছিলেন এসআই বিস্বজীৎ চৌধুরী। সেখানে কাগজপত্র চেকআপ করে। সব ঠিক পায় তারপরও ওই চালক তথা প্রিতম দেবনাথকে ত্রিপুরায় আসার জন্য এন্ট্রি ফিস চাইল। চালক প্রিতম দেবনাথ এন্ট্রি ফিসের মানে বুঝতে চাইলে বলে চা খাওয়ার টাকা দিতে। তখন প্রিতম ৫০ টাকা দিলে তা ঘুরিয়ে দিয়ে তার কাছে ৫০০ টাকা দাবী করে। সে তখন না দিতে চাইলে তাকে মারধর করে। সে তার মোবাইল দিয়ে ভিডিও করতে চাইলে তার মোবইল কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। সে যখন বলে সেই ভিডিও সাংবাদিকদের দিয়ে দবে তখন সে হুমকি দেয় কোন সাংবাদিকই তাকে কিছু করতে পারবে না। পুলিশের এই দাদাগিরিতে হতবাক তেলিয়ামুড়ার মানুষ।

জরুরী পরিষেবা

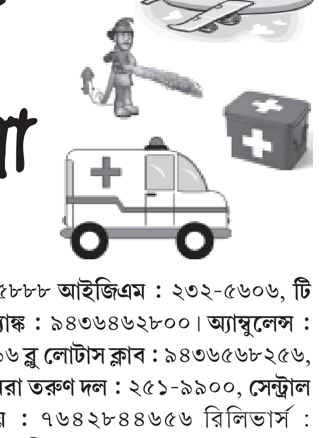

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নুসরতের বিয়ের ছবি ঠাসা কেক

কলকাতা,৪ জুলাই (হি.স.): ২৩ জুন তুরস্ক থেকে নিখিল জৈনের সাথে ডেস্টিনেশন ওয়েডিং সেরে কলকাতায় ফিরেছেন বসিরহাটের তারকা সাংসদ নুসরত জাহান। আর কিছুক্ষণের অপেক্ষায় আজ, বৃহস্পতিবার কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে নুসরত-নিখিল সারতে চলেছেন

বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছামনু হাসপাতালে ভরতি করা হয়। কিন্তু, চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে শিশুটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। নবেন্দুর কথায়, ত্রিপুরায় ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ হলেও একাংশ মহল বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। তিনি তাদের সতর্ক করে বলেন, সত্য খবর ছড়ানো হোক, কিন্তু বিভ্রান্তি ছড়িয়ে জনমনে অস্থিরতা কায়েম করা উচিত নয়।

শতাংশে

● প্রথম পাতার পর

বলছেন, জিডিপি বৃদ্ধির হার বেড়ে ৭ শতাংশে পৌঁছলে ভারত ফের চিনকে টপকে সবচেয়ে দ্রুত গতিতে বেড়ে চলা অর্থনীতির দেশ হয়ে উঠতে পারবে।সমীক্ষা এও জানিয়েছে, ২০১৯-'২০ অর্থবর্ষে বৃদ্ধির গতি আরও বাড়বে। বাড়বে দেশের ক্রেতাবাজারের আয়তন ও ক্ষমতাও। যার মানে, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে উত্তরোত্তর। আরও একটি সুখবর, গত কয়েক বছরে যে গ্রামীণ আয়ের পরিমাণ কমে গিয়েছিল উল্লেখযোগ্য ভাবে, গত বছরের মাঝামাঝি থেকে তা আবার বাড়তে শুরু করেছে। তা আরও বাড়বে আগামী দিনে। যার ফলে, গ্রামীণ বাজারেও নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বাড়বে, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বেড়ে যাবে বলে।দেশে যে বিনিয়োগের হার উত্তরোত্তর পড়ে যাচ্ছিল গত ২০১১-'১২ সাল থেকে, তা আবার বাড়বে বলেও অর্থনৈতিক সমীক্ষার পূর্বাভাস।সমীক্ষা জানিয়েছে, সদ্য শেষ হওয়া অর্থবর্ষ ২০১৮-'১৯- তে রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ তার আগের অর্থবর্ষের তুলনায় অনেকটাই কমেছে। সমীক্ষার অনুমান, ২০১৮-'১৯ অর্থবর্ষে দেশের রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ হবে ৫.৮ শতাংশ। যা আগের অর্থবর্ষ ২০১৭-'১৮ তে ছিল ৬.৪ শতাংশ।

রুদ্ধদ্বার আলোচনা

আটের পাতার পর

দাবি জানিয়ে কবরস্থানের জন্য পাঁচ কোটি টাকা দেওয়ার ঘোষণা করেন। উন্নত চিকিৎসার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের যাবতীয় খরচও বহন করবেন বলে জানান তিনি। মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) খালেদ আখতার বলেন, বুধবার চিকিৎসকরা এরশাদের আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। তবে সর্বশেষ অবস্থা দেখে চিকিৎসকরা আশাবাদী, দর্রতই তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা বলেন, এইচ এম এরশাদ ও বেগম রওশন এরশাদ দুজনের বয়স বিবেচনা করে জি এম কাদেরকে পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দিয়েছেন এরশাদ। রওশন এরশাদ এবং জি এম কাদের একই সূত্রে গাঁথা। সবাই মিলেই দলকে এগিয়ে নিতে হবে।

গতকাল জাতীয় পার্টির মহাসচিব মসিউর রহমান রাঙ্গা সাংবাদিকদের বলেছিলেন, সিএমএইচ কর্তৃপক্ষ চাইলে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর থেকে চিকিৎসক আনার বিষয়ে বৈঠকে কথা হচ্ছে। কিছুটা সুস্থ হলে সিঙ্গাপুরে নেওয়ার প্রস্তুতিও রয়েছে। আগামীকাল শুক্রবার সারা দেশে এরশাদের সুস্থতায় দোয়া মাহফিল কর্মসূচি ঘোষণা করেন তিনি।

নির্দেশ নবান্নের

দুইয়ের পাতার পর

ক্ষেত্রে অনুমতি মিলবে না। নবান্নের নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে যে, সাধারণ মানুষের অসুবিধা কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা হবে নাউ তবে শুধুমাত্র রাস্তা আটকে পুজোর ক্ষেত্রেই নয়, পুজোর প্যান্ডেলের জন্য যদি রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি হয় সেক্ষেত্রেও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবেউ নির্দেশিকায় সাফ জানানো হয়েছে, প্যান্ডেলের কারণে রাস্তায় যান চলাচলে ব্যাঘাত ঘটলে, সেক্ষেত্রেও পুজোর অনুমতি দেওয়া হবে না। নবান্ন সূত্রে খবর, রাস্তা আটকে পুজোর জন্য, হয়রানির শিকার হওয়া অনেকেই এবিষয়ে অভিযোগ জানিয়েছিলেন, সেই অভিযোগের ওপর ভিত্তি করেই এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে

রথযাত্রায় জনজোয়ার

পাচের পাতার পর

গুন্ডিচায়(স্পোর্টস কমপ্লেক্স মাঠ সংলগ্ন) পৌঁছায়।প্রভু জগন্নাথ দেবের দর্শন ও মাসীর বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য রথের রশিতে হাত দিয়ে টেনে নিয়ে যায় হাজার হাজার ভক্তগণ।মাসীর বাড়ীতে নয় দিন থাকবেন প্রভু জগন্নাথ,যার ফলে সেজে উঠেছে মাসীর বাড়ী এলাকাও। চলছে মেলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান,লীলাকীর্তন।ক্যানিং মহকুমা রথযাত্রার এই মেলা চলবে আগামী ১২জুলাই পর্যন্ত।

পানিরসেলভমের

পাচের পাতার পর

গঠন করা হয়েছিল। এই নিয়ে পানিরসেলভমকে কমিশনের সামনে হাজির থাকাতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তিনি কোনওবারই কমিশনে হাজিরা দেননি। এই প্রসঙ্গে পানিরসেলভম বলেন, কমিশনের তরফে চারবার আমায় তলব করা হয়। কিন্তু কোনওবারই কাজের চাপে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। পরের বার ডাকলে অবশ্যই যাব।

উল্লেখ্য জয়ললিতার মৃত্যু রহস্য সমাধানের কাজ কত দূর সম্প্রতি তামিলনাড়ু সরকারের কাছে তা জানতে চায় সুপ্রিম কোর্ট। এর জন্য বাড়তি আরও সময় চেয়ে নেয় রাজ্য সরকার।

গ্রামের বাসিন্দারা

পাচের পাতার পর

সময় গা ঢাকা দিয়ে থাকছে। এবিষয়ে ঝাড়গ্রামের ডিএফও বাসব রাজ হেলোচ্চি বলেন, 'হাতির দলটিকে তাড়ানোর চেষ্টা চলছে। তারা এই এলাকার জঙ্গল ছেড়ে কিছুতেই যেতে চাইছে না। যাদের বাড়ি ঘর ভাঙ্গচুর করেছে তারা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাবেন।

শিক্ষিকার

● প্রথম পাতার পর

থাকে। কিন্তু, নির্দয়ের মতো মারধর কোনভাবেই কাম্য নয়। তিনি বলেন, বিদ্যালয়ে আজ তার ছেলে শ্রীজিৎ সরকারকে শিক্ষিকা সুস্মিতা বণিক প্রচন্ড মারধর করেছেন। তাতে, শ্রীজিতের কানে রক্ত জমে গিয়েছে।

এই ঘটনায় অন্যান্য অভিভাবকরা মিলে শিক্ষিকার বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে গেলে তাঁদের বিদ্যালয়ে ঢুকতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। শ্রীজিতের মা বলেন, প্রথমে অভিভাবকদের বিদ্যালয়ে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। মূল ফটক বন্ধ করে দেন নিরাপত্তা কর্মী। কিন্তু, গেইটের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করার ফলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গেইট খুলে দিতে বাধ্য হন। তিনি জানান, বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রথমে মারধর ঘটনা অস্বীকার করেন। কিন্তু, অন্য অভিভাবকদের উপস্থিতি শ্রীজিতের কানে আঘাতের চিহ্ন দেখানোর পর তিনি বিষয়টি মেনে নেন। শ্রীজিতের মা জানান, পরিস্থিতি বেগতিক দেখে বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে যান শিক্ষিকা। কিন্তু, বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক ওই ঘটনায় ব্যবস্থা নেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

পাত্র

● প্রথম পাতার পর

খাবার সরবরাহ করবে। তাঁর কথায়, পূর্বতন সরকারের আমলেই এই উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব হতো। কিন্তু, চিন্তাধারার ফারাকের কারণে ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হয়নি।

এই নতুন উদ্যোগ সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, মিড-ডে-মিল প্রকল্পে খাবার সরবরাহে অক্ষয় পাত্র সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়ার জন্য মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে। তাঁর কথায়, আপাতত আগরতলা শহর ও শহরতলীর বিদ্যালয়গুলিতে মিড-ডে-মিল প্রকল্পে খাবার সরবরাহের দায়িত্ব অক্ষয় পাত্র সংস্থা পালন করবে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, তারা আগরতলা শহর এবং শহরতলীতে তিনটি স্থানে সেন্ট্রালাইজড রান্নাঘর নির্মাণ করবে। সেখান থেকে খাবার তৈরি করে বিদ্যালয়গুলিতে সরবরাহ করা হবে। তিনি জানান, আগরতলা, ডুকলি এবং জিরানীয়ায় সেন্ট্রালাইজড রান্নাঘর তৈরি করবে অক্ষয় পাত্র সংস্থা।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র পিছু বরাদ্দ ৪ টাকা ৪০ পয়সা এবং উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বরাদ্দ ৬ টাকা ৫১ পয়সা। কিন্তু, এখন অক্ষয় পাত্র এর সাথে আরো ৪০ শতাংশ অর্থ যুক্ত করবে। তাতে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ৬ টাকা ৫০ পয়সা এবং উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছাত্রপিছু ৯টা খরচ করা হবে।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

উত্তর ত্রিপুরায় প্রবেশ করে। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে তাদের ধরতে খোদ উত্তর ত্রিপুরার পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকরা সাদা পোশাকে অবস্থান নিয়ে ওত পেতে বসেছিলেন। দুই মাদক পাচারকারী বাইক নিয়ে ত্রিপুরার কদমতলা থানাধীন ফুলবাড়ি গ্রামে প্রবেশ করতেই ত্রিপুরা পুলিশ তাদের পিছু ধাওয়া করে আটক করে।

ধৃতদের তালাশি চালিয়ে তাদের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয় চারটি প্যাকেটে মোট ৫২ গ্রাম ব্রাউন সুগার। উদ্ধারকৃত ব্রাউন সুগারগুলোর বাজারমুল্য কয়েক লক্ষ টাকা হবে বলে জানিয়েছেন জনৈক নারকোটিক আধিকারিক। তবে উত্তর ত্রিপুরার পুলিশ সুপারের বক্তব্য, উদ্ধারকৃত ব্রাউন সুগারগুলির বাজারমূল্য আনুমানিক প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। ধৃতদের বিরুদ্ধে চোরাইবাড়ি থানায় নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ (এনডিপিএস) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

ধৃতদের শুক্রবার ধর্মনগরের মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে পেশ করা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী। সেই সঙ্গে উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যগুলো পরীক্ষার জন্য আগরতলায় ফরেনসিক ল্যাবে পাঠানো হবে বলে জানান তিনি।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা প্রশাসন নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে একের পর এক সাফল্য পেলেও এ-ক্ষেত্রে অসম পুলিশ ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে, বরাক উপত্যকার কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি জেলায় নেশা জাতীয় সামগ্রীর রমরমা কারবার চললেও এ-সবে লাগাম টানতে পারছে না অসমের পুলিশ প্রশাসন।

এ-ব্যাপারে করিমগঞ্জ জেলায় ড্রাগস-এর বিরুদ্ধে ব্যরবস্থা নিতে জেলাশাসক এমএস মণিভন্নন এবং পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র দেবরায়ের কাছে গত ২ জুলাই পৃথক পৃথক স্মারকপত্রের মাধ্যমে আবেদন জানিয়েছিল করিমগঞ্জ জেলা ভারতীয় যুবমোর্চা। স্মারকপত্রে তাঁরা লিখেছেন, অবৈধ ড্রাগসের কবলে পড়ে যুব সমাজ তিলে তিলে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। আর এই ড্রাগসের কারণে সমগ্র জেলাজুড়ে ইদানীং বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। জেলার বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ জনগণ ড্রাগসের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকজন ড্রাগস বিক্রেতা ও সেবনকারীদের পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দিলেও, এখনও অধরা রয়ে গেছে ড্রাগস ব্যবসার সঙ্গে জড়িত রাঘব বোয়ালরা। মারণ নেশাদ্রব্যের কবল থেকে জেলাবাসী, বিশেষ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যুব সমাজকে উদ্ধার করতে জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা।

জেলার ড্রাগস কারবারিদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যরবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়ে পৃথক দুটি স্মারকপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, জেলার জনগণ ড্রাগস কারবারি-সহ সেবনকারীদের বিরুদ্ধে যে অভিযান জারি রেখেছেন, তা সার্থক করে তুলতে জেলা পুলিশ প্রশাসন এবং সাধারণ প্রশাসনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। প্রশাসনের মদত ছাড়া জেলাকে নেশামুক্ত করা সম্ভব নয়। জেলায় ড্রাগস ব্যাবসার সঙ্গে জড়িত রাঘব বোয়ালদের শনাক্ত করে এদের বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী ব্যকবস্থা নিয়ে, নেশামুক্ত সমাজ গঠনে সদর্থক ভূমিকা পালনের জন্য প্রশাসনের কাছে স্মারকপত্রের মাধ্যমে আবেদন জানায় জেলা যুবমোর্চা।

অভিযানের ডাক

আটের পাতার পর

নীতিহীনতা থেকে বাঁচাতে নেতাজীর মতো নেতৃত্ব খুবই জরুরী বলে উল্লেখ করেন নেতৃবৃন্দ।

গ্রেফতার ভুয়ো

আটের পাতার পর

দেখে হতভম্ব ল্যাবের টেকনেশিয়ান। তিনি বিষয়টি হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডা. সুদীপ চক্রবর্তীর নজরে নেন।

সুপারিনটেনডেন্ট ডা. চক্রবর্তী এসে ঘটনার তদন্ত করে হাইলাকান্দি সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্তে নামে। যার পরিপ্রেক্ষিতে আজ বিশ্বজিৎ দেবনাথকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এদিকে তার ফার্মাসিতে তালাশি চালিয়ে পুলিশ সন্তোষকুমার রায় সিভিল হাসপাতালের বহু প্যাড-সহ অন্যান্য নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করেছে বলে জানা গেছে।

উদ্যোগ

● প্রথম পাতার পর

জন্য বিশেষ আইকার্ড তৈরি করিয়েছেন। এই আইকার্ড গলায় ঝুলিয়ে কর্মচারীদের কাজ করতে হচ্ছে এখন।

বৃহস্পতিবার তিনি সংবাদ মাধ্যমকে জানান, এতে অফিসে আগত সাধারণ মানুষ সহজে সরকারি কর্মচারীদের চিহ্নিত করতে পারবেন। আগে অনেক দালাল নিজেদের সরকারি কর্মচারী বলে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কাগজপত্র ও টাকা নিয়ে হয়রানি করত। এই সকল দালালরা যাতে অফিস চত্বরে না ঢুকতে পারে তার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে অফিসের সকল সরকারি কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছেন, সময়মতো অফিসে এসে কাজ শুরু করতে হবে। যাতে দ্রুত সাধারণ মানুষ তাঁদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা পান। মহকুমাশাসকের এই উদ্যোগে খুশি সাধারণ জনগণ। তাঁরা চাইছেন প্রতিটি অফিসে যেন এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

রিয়াং

● প্রথম পাতার পর

উপস্থিত থাকতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তাছাড়া, শিশুদের অভিভাবকদের অনেকেই আগামীকালের ওই অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। দেববর্মার কথায়, উত্তর ত্রিপুরা থেকে চিফ মেডিক্যাল অফিসার, সমাজকল্যাণ দফতরের উপ-অধিকর্তা, দফতরের ইন্সপেক্টর, উত্তর ত্রিপুরা জেলা শিক্ষা আধিকারিক, জেলা শ্রম অফিসার, উত্তর ত্রিপুরা শিশুকল্যাণ কমিটির সদস্য-সহ বেশ কয়েকজন আধিকারিক ওই অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।

এদিকে, মামিত জেলার ডেপুটি কমিশনার ড় লালরুজামা জানান, এনসিপিসিআর-এর ডাকে মিজোরামের মামিত, কোলাশিব জেলা এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলার আধিকারিকরা আগামীকাল এক বৈঠকে মিলিত হবেন। এনসিপিসিআর-এর চেয়ারপার্সনের নেতৃত্বে বেঞ্চ তিন জেলার আধিকারিকদের শিশু অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন দাবি-আপত্তি ও অভিযোগ শুনবেন। সাথে সচেতনতামূলক কর্মশালায়ও তিনি অংশ নেবেন। তাঁর কথায়, এনসিপিসিআর চেয়ারপার্সন আগামীকাল মামিত জেলায় কয়েকটি গ্রাম ঘুরে দেখবেন। ওই গ্রামগুলিতেই ত্রিপুরায় আশ্রিত রিয়াং শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তনের পর স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি, ওই গ্রামগুলির পঞ্চায়েত নেতাদের সাথে তিনি কথা বলবেন। সাথে বিভিন্ন এনজিও-দের সাথে তিনি মত বিনিময় করবেন, বলেন মামিতের ডেপুটি কমিশনার।

এনসিপিসিআর জনসংযোগ আধিকারিক রাকেশ প্রজাপতি জানিয়েছেন, সংস্থার চেয়ারপারসন প্রিয়াঙ্ক কানুনগো ইতিমধ্যে মিজোরাম পৌঁছে গিয়েছেন। তাঁর সাথে রয়েছেন পাঁচ আধিকারিকের বিশেষজ্ঞ দল। তাঁরা মূলত, চেয়ারপারসনকে নানাভাবে সহযোগিতা করবেন।

তাতে মনে হচ্ছে, ত্রিপুরায় আশ্রিত রিয়াং শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তন শিশুদের জন্য নিরাপদ কিনা তা খতিয়ে দেখতেই এনসিপিসিআর চেয়ারপার্সন মিজোরাম গিয়েছেন। শুধু তাই নয়, ত্রিপুরায় বিভিন্ন শরণার্থীদের শিবিরে শিশুদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কেও অবগত হবেন তিনি। শিশু অধিকার সুরক্ষায় গাফিলতি হয়ে থাকলে মিজোরাম এবং ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থাও নিতে পারে এনসিপিসিআর, এমনটা মনে করা অস্বাভাবিক নয়। ফলে, এ-কথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই, এবার ত্রিপুরায় আশ্রিত রিয়াং শরণার্থীরা স্থায়ীভাবে মিজোরামে ফিরে যাচ্ছেনই।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

কিন্তু বর্তমানে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হচ্ছে মানুষ। এই মানুষই সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই রথযাত্রা অনেক দেশেই সাড়ম্বরে পালিত হয়। ভারতবর্ষের পুরীতে লক্ষ লক্ষ ভক্তদের সমাগম ঘটে। ত্রিপুরাতে আগরতলা, মেলাঘর, উদয়পুর সহ বিভিন্ন প্রান্তে রথযাত্রা সাড়ম্বরে আয়োজন করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী আজ বলেন, বর্তমান সরকার দায়িত্ব নিয়েছে ১৫ মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। সরকারের দায়িত্ব ৩৭ লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর খাদ্য, রোজগার, পরিকাঠামো সহ সার্বিক দিকগুলির ব্যবস্থা করা। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রীকে রাজধর্ম পালন করতে হয়। রাজধর্মের মূল মন্ত্রই হচ্ছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ। তাই রথযাত্রার এই পূণ্য দিনে মুখ্যমন্ত্রী জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য আশির্বাদ কামনা করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী একটি স্মরনিকার আবরণ উন্মোচন করেন।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধনের পর রথযাত্রা উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী স্ত্রীক জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রার পুজার্চনা করেন এবং রথ টেনে রথযাত্রার শুভারম্ভ করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক ডা অতুল দেববর্মা, ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায়, আগরতলার ইসকনের আ'লিক সম্পাদক শ্রীদাম গোবিন্দ দাস, সমাজসেবী দীপক কর।

এই রথযাত্রার ৩টি সুবিশাল সুসজ্জিত পৃথক রথে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে গুরুজী কনফারেন্স হলের সামনে এসে শেষ হয়। সেখান থেকে আগামী ১২ জলাই জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা পুনরায় রথে চড়ে ইসকন মন্দিরে ফিরে আসবেন। আজকের এই অনুষ্ঠানে ধর্মপ্রাণ মানুষের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যনীয়।

এদিকে, আজ বিকেল ৫টা নাগাদ দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজার মহকুমায় বগিখোড়ায় জগন্নাথ মন্দির প্রাঙ্গন থেকে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রথযাত্রার শুভারম্ভ হয়। এই রথযাত্রার সূচনা করেন ত্রিপুরার উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। এছাড়া এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ মন্দির ইস্কনের মহারাজ করুনেশ্বর মাধবদাস ব্রহ্মচারী, স্থানীয় বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, শান্তিরবাজার মহকুমা শাসক অর্ঘ্য সাহা, শান্তিরবাজার পৌর পরিষদের ভাইসচেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহাহ, বিএসএফ ৩১ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের কমানডেন্ট রাজীব কুমার প্রমুখ। এদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলের মধ্য দিয়ে রথযাত্রার শুভ সূচনা করেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা।

এদিন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, ভগবান জগন্নাথদেব অন্য দেবদেবীর তুলনায় ব্যতিক্রমী। কারণ, তিনি নিজেই ভক্তদের দর্শন দিতে ভাই বলরাম ও বোন শুভদ্রাকে নিয়ে রাস্তায় বের হন। তাঁদের নিয়ে তিনি মাসির বাড়ি যান। উপ-মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ভগবান জনগন্নাথ হলেন ভক্তের দাস।

এদিন উপ-মুখ্যমন্ত্রী ভক্তিগীতি এবং জগন্নাথ দেবের স্তুতি পাঠ করে সকলের শান্তি কামনা করেছেন। মন্দির থেকে রথ পর্যন্ত জগন্নাথদেবকে নিয়ে যেতে উপ-মুখ্যমন্ত্রীও অন্যদের কাধ মিলিয়েছেন। এরপর রাস্তায় ঝাড়ু দিয়ে পরিস্কার করে রথযাত্রার সূচনা করেন তিনি।

এফিডেভিট

আমি SAHAB UDDIN KHAN S/O Abdul Jahar Khan নয়নামুড়া, থানা-পূর্ব আগরতলা, জেলা- পশ্চিম ত্রিপুরা, আগরতলা, ত্রিপুরার বাসিন্দা। আমার কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রে আমার নাম SAHUDDIN KHAN উল্লখ রয়েছে। আমি আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা নোটারির এফিডেভিট মূলে জানাচ্ছি যে SAHAB UDDIN KHAN এবং SAHUDDIN KHAN একই ব্যক্তি।

স্বাক্ষব
SAHAB UDDIN KHAN

সত্যি প্রমানিত হচ্ছে শচীনের ভবিষ্যতবাণী ফাইনালে একে বললেন বিজেতা

বিশ্বকাপ ২০১৯ এর জন্য বেশ কিছু তারা বেশ কয়েকটি ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন, যেখানে বেশ কিছু খেলোয়াড়দের ভবিষ্যতবাণী ভুল হয়ে গিয়েছে আর কারো কারো সঠিক। ক্রিকেটের ভগবান শচীন তেন্ডুলকর সেমিফাইনালের জন্য যে দলের ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন সেই দলগুলিই সেমিফাইনালের জন্য কোয়ালিফাই করে ফেলেছে। এর ফলে যখন কথা ক্রিকেটের হয় তো শচীনের পরামর্শ আর তার দৃষ্টিকোণকে কোনভাবেই উপেক্ষা করা যেতে পারে না।শচীন তেন্ডুলকর জানিয়েছিলেন এই দলগুলি যাবে সেমিফাইনালেবিশ্বকাপের শুরুতে আর বিশ্বকাপ চলাকালীণ বেশ কিছু তারকাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে তাদের কোন দলগুলির সুযোগ মনে হয় সেমিফাইনাল খেলার জন্য। ভারতের কাছে হারার পর নিউজিল্যাণ্ডকে হারিয়ে ইংল্যান্ড টুর্নামেন্টে প্রত্যাবর্তন করেছে তাতে শচীনের কথা সঠিক হতে দেখা যাচ্ছে। ইএসপিএন ক্রিকইনফোকে ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় শচীন তেন্ডুলকর চারটি দলের নাম জানিয়েছিলেন, যাদের তিনি সেমিফাইনালে পৌঁছনোর দাবীদার মনে করেন। এর জন্য শচীন তেন্ডুলকর ভারত, ইংল্যাণ্ড আর অস্ট্রেলিয়ার নাম নিয়েছিলেন আর চতুর্থদলের জন্য তিনি দুটি দলের নাম নিয়েছিলেন আর তারা হল নিউজিল্যাণ্ড আর পাকিস্তান।ভারতীয় দলের জন্য শচীন তেন্ডুলকরের রায়বিশ্বকাপের লীগ ম্যাচ এখন শেষের দিকে আর সেমিফাইনালের দলগুলির নামও নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। ৯ আর ১১ জুলাই সেমিফাইনাল খেলা হবে আর এতে জয় হাসিল করা দলগুলিই ১৪ জুলাই লর্ডসের মাঠে ফাইনাল খেলবে। শচীন তেন্ডুলকর জানিয়েছেন যে ভারতীয় দল এখন পুরো ফর্মে রয়েছেন আর প্রত্যেক খেলোয়াড় নিজের ছন্দে রয়েছে আর তারা জানে যে কখন কিভাবে খেলতে হবে। এর আগে ভারতীয় দল ২ বার বিশ্বকাপ জিতেছে। একবার কপিলদেবের নেতৃত্বে আর দ্বিতীয়বার মহেন্দ্র সিং ধোনির

নেতৃত্বে, এবার আশা রয়েছে বিরাট কোহলির নামও এতে শামিল হয়ে যাবে।সেমিফাইনালের জন্য ভারতীয় দলের কতদূর উন্নতি দরকার এখন পয়েন্ট তালিকা ঠিক এমন হচ্ছে প্রথমে স্থানে অস্ট্রেলিয়া দল রয়েছে, দ্বিতীয়স্থানে ভারত, তৃতীয় স্থানে ঘরের দল ইংল্যান্ড আর চতুর্থ স্থানে নিউজিল্যান্ড। আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী প্রথম দলের মুখোমুখি চতুর্থ দলের সঙ্গে হবে। অর্থাত অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ড। দ্বিতীয় আর তৃতীয় দল নিজেদের মধ্যে লড়বে অর্থাত আরো একবার মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড আর ভারত। ভারতীয় দলকে কেএল রাহুলের জায়গায় অন্য কোনো ওপেনিং ব্যাটসম্যানকে নির্বাচিত করতে হবে, আর মিডল অর্ডারে তাদের আরো উন্নতির দরকার।

শেষ পর্যন্ত মুখরক্ষা, বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ইংল্যান্ড

শেষপর্যন্ত সেমিফাইনালের দোরগোড়ায় পৌঁছতে সক্ষম হল ইংল্যান্ড। ব্যাটে বলে কিউয়িদের পরাজিত করে শেষ চারে থ্রি-লায়ন্সরা। ১১৯ রানের একপেশে জয় বুধবার তারা ছিনিয়ে নেয় নিউজিল্যান্ডের কাছ থেকে। ৩০৬ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাঁরা ছুঁড়ে দেয় নিউজিল্যান্ডকে। দুর্দান্ত পারফর্ম করে বেয়ারস্টোর ও জেনসন রয়ের। বেয়ারস্টোর করে শতরান এবং জেনসন হাফ সেঞ্চুরি। গতবারের রানার্স টিম ব্যাট করতে নেমে ব্রিটিশ বোলারদের দাপটে ৪৫ ওভারে শেষ করে ১৮৬ রান।টুর্নামেন্ট শুরুর পর অস্ট্রেলিয়া ও শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে কিছুটা ব্যাকফুটে চলে যায় ইংল্যান্ড। ফের প্রত্যাবর্তন করে প্রথমে ভারতকে হারিয়ে এবং বুধবার নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে। সেমিফাইনালেও ওঠে তাঁরা। তবে নিউজিল্যান্ডের সেমিফাইনালে যাওয়ার আশা আছে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ সম্ভাব্য টিম হিসেবে পাকিস্তানের শেষ ম্যাচে জিততে তাঁকে ২৭০ কিংবা তাঁর বেশি রান

করতে হবে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যা করা খুব একটা সহজ নয়।টসে জিতে ব্যাটিং করতে নেমে ইংল্যান্ড ৮ উইকেট হারিয়ে ৫০ ওভারে তোলে ৩০৫ রান। মিডল অর্ডারে অধিনায়ক মরগ্যানের ৪২ রানের অবদান জেতার সম্ভবনা বাড়িয়ে দেয়। অপরদিকে বেয়ারস্টর-জেনসন জুটিই ১২৩ রান করে ভিত গড়ে দেয় জেতার। মার্ক উড ইংল্যান্ডের হয়ে সর্বোচ্চ তিনটি উইকেট নেন। আগামী ১১ই জুলাই দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ইংল্যান্ড সম্ভবত ভারত কিংবা অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবেন।শুরু থেকেই উইকেট খোয়াতে থাকে নিউজিল্যান্ড। ল্যাথাম ও নিশানের ৫৪ রানের পঞ্চম উইকেটে পার্টনারশিপ ছাড়া আর কারোরই তেমন পার্টনারশিপ গড়ে ওঠেনি। ব্রিটিশ পেসারদের দাপুটে পেসের সামনে অসহায় হয়ে পড়ে উইলিয়ামসন ব্রিগেড। কিউয়িদের ইনিংস শেষ হয়ে যায় ১৮৬ রানেই।

ভারত চাইবে শেষ ম্যাচে যেন দক্ষিণ আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দেয়

শেষ পর্যন্ত পরিষ্কার হয়ে গেল বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের চিত্রটি। অস্ট্রেলিয়া তো আগেই পৌঁছে গিয়েছিল; মঙ্গলবার ভারত বাংলাদেশকে হারিয়ে চলে যায় শেষ চারে। বুধবার নিউজিল্যান্ডকে একপেশে ম্যাচে হারিয়ে আয়োজক দেহ ইংল্যান্ডও ছাড়পত্র জোগাড় করে ফেলে। চতুর্থ দল হিসেবে নিউজিল্যান্ডের সেমি-ফাইনালে যাওয়াও পাকা কারণ পাকিস্তান বাংলাদেশকে হারিয়ে পয়েন্টের তালিকায় নিউজিল্যান্ডকে ধরে ফেলতে পারলেও নেট রান রেটে তাদের কিউইদের টপকানোর সম্ভাবনা প্রায় শূন্যই।এখন সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার এক নম্বর হওয়ার প্রতিযোগিতাতবে তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থানাধিকারী ঠিক হয়ে গেলেও অস্ট্রেলিয়া এবং ভারত এখনও চেষ্টা করতে পারে তাদের র‍্যাঙ্ক আরও ভালো করার। সেমি-ফাইনালে প্রথম স্থানাধিকারী দল খেলবে চতুর্থর সঙ্গে এবং যেহেতু নিউজিল্যান্ড তাদের শেষ তিনটি ম্যাচে হেরেছে এবং তাদের ব্যাটসম্যানরা খুব স্বস্তিতে নেই, তাই অস্ট্রেলিয়া এবং ভারত দু''দলই চাইবে কেন

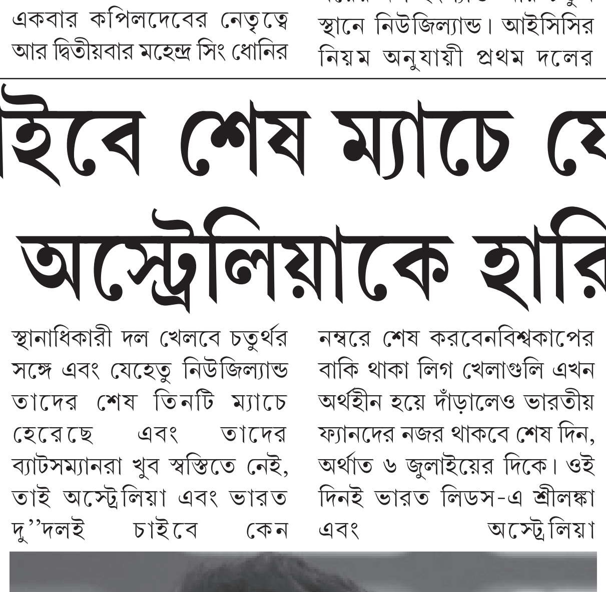

উইলিয়ামসনের দলের সঙ্গে সেমি-ফাইনালে খেলতে।ভারত শ্রীলঙ্কাকে হারালে এবং অস্ট্রেলিয়া হারলে বিরাটরা এক নম্বরে শেষ করবেনবিশ্বকাপের বাকি থাকা লিগ খেলাগুলি এখন অর্থহীন হয়ে দাঁড়ালেও ভারতীয় ফ্যানদের নজর থাকবে শেষ দিন, অর্থাত ৬ জুলাইয়ের দিকে। ওই দিনই ভারত লিডস-এ শ্রীলঙ্কা এবং অস্ট্রেলিয়া চেস্টার-লে-স্ট্রিটে দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হবে। শ্রীলঙ্কা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ওই দু''টি ম্যাচই নিয়মরক্ষার কারণ তারা ছিটকে গিয়েছে অনেক আগেই।কিন্তু ভারত চাইবে যাতে তারা শ্রীলঙ্কাকে হারানোর পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়াও যেন দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হারে যাতে পয়েন্ট টেবিলে তারা ১৫ পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষে চলে যেতে পারে এবং অস্ট্রেলিয়া ১৪ পয়েন্টেই আটকে থেকে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করে। সেক্ষেত্রে আগামী ৯ জুলাই ম্যানচেস্টারের ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ভারত নিউজিল্যান্ডের এবং ১১ তারিখ বার্মিংহ্যামের এজবাস্টনে অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হয়।

অবশ্য দক্ষিণ আফ্রিকার যা ফর্ম এবারের বিশ্বকাপে, তাতে তুরীয় মেজাজে থাকা অস্ট্রেলিয়াকে তারা কতটা বেগ দিতে পারবে তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।প্রতিযোগিতার শেষ চারটি দলের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া সাতবার, ভারত ও ইংল্যান্ড তিনবার এবং নিউজিল্যান্ড এক বার ফাইনাল খেলেছে।

রোহিতকে অন্য গ্রহের খেলোয়াড়' বললেন রাহুল

এসবিবি : একটি বা দুটি নয়। একেবারে চারটি সেঞ্চুরি। তাও আবার একটাই টুর্নামেন্টে। যদিও একে শুধু টুর্নামেন্ট বললে অনেক কম বলা হবে। এ যে বাইশ গজে ব্যাট-বলের বিশ্বযুধ। আর এই বিশ্বকাপের মহারণেই চারটি ঝোড়ো সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন রোহিত শর্মা। আর সহ অধিনায়কের প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ ভারত অধিনায়কবিরাট কোহলি। তিনি ''হিটম্যান''-কে বিশ্বের সেরা একদিনের ব্যাটসম্যান বলেছেন। আর এবার নিজের সতীর্থকে অন্য গ্রহের খেলোয়াড় বলেছেন কে এল রাহুল।মেসি প্রসঙ্গে এতদিন এই কথাটা প্রযোজ্য ছিল। ফুটবল বিশ্বে আর্জেন্টিনার এই তারকাকে ''অন্য গ্রহের খেলোয়াড়'' বলা হয়। আর এবার রোহিতকে সেই একই শব্দে প্রশংসা করলেন রাহুল। তিনি বিরাটের ডেপুটি প্রসঙ্গে বলেন, ''রোহিতের মতো ব্যাট করার কথা ভাবাটাও বোকামি। ওর জাতটাই আলাদা। ও যখন ছন্দে থাকে, তখন মনে হয়, ও অন্য গ্রহ থেকে এসেছে।'' এভাবেই ''হিটম্যান''গুএর প্রশংসা করেন তিনি।এর পাশাপাশি নিজের ব্যাটিং সম্পর্কেও মন্তব্য করেন রাহুল। তিনি বলেন, ''খুব একটা খারাপ খেলছি না। তবে নিজের ব্যাটিং নিয়ে আমি পুরোপুরি সন্তুষ্ট নই। আরও ভাল করতে হবে। ৬০-৭০ রান পর্যন্ত যখন থাকতে পারছি, তখন আরও বেশিক্ষণ পর্যন্ত ক্রিজে টিকে থাকতে চাই।''প্রসঙ্গত, চোট পেয়ে শিখর ধাওয়ান ছিটকে যাওয়ার পরে চার নম্বর থেকে নেমে রোহিতের সঙ্গে ওপেন করতে দেখা যাচ্ছে।

বিশ্বকাপ থেকে কার্যত বিদায় পাকিস্তানের কোথায় ভুল হয়েছিল, ধরিয়ে দিলেন শোয়েব

নিউজিল্যান্ডকে ১১৯ রানে হারিয়ে ১২ পয়েন্টে পৌঁছে সেমিফাইনালের তৃতীয় স্থান পাকা করে ফেলেছে ইংল্যান্ড। বুধবার কিউয়িদের বিরুদ্ধে থ্রি-লায়ন্সের এই জয়ের ফলেই পাকিস্তানের বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ভাগ্য এখন সরু সুতোয় ঝুলছে।সরফরাজদের সামনে মিশন ইম্পসিবল!শুক্রবার লিগের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশকে শুধু হারালেই চলবে না, অন্তত ৩১২ রানে ম্যাচ জিততে হবে। খাতায় কমলে এই অঙ্ক মাঠে করে দেখানো সরফরাজদের কাছে এখন মিশন ইম্পসিবল! তাই বলা যেতে পারে কার্যত বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গিয়েছে পাকিস্তান। সেমিফাইনালে এত কাছে এসেও লক্ষ্যপূরণ করতে না পারার জন্য পাক দলের উপর ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার শোয়েব আখতার। কী কারণে সেমিফাইনাল হাতছাড়া, কী বললেন রাওয়ালপিণ্ডি এক্সপ্রেসপাকিস্তানের রাওয়াল পিণ্ডি এক্সপ্রেস শোয়েব আখতার তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে বলেন, ''ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচে ৭ উইকেটে হারই শেষ পর্যন্ত কাল হল। সেই সঙ্গে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ায় পয়েন্ট ভাগাভাগির কারণে এক পয়েন্টের ঘাটতি হয়েছে। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করেও তিরে এসে তরী ডুবেছে। এই তিন হারই বিশ্বকাপে পাক দলের সামনে অঙ্ক কঠিন করে দিয়েছে।'' প্রসঙ্গত প্রথমে ব্যাট করে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সামনে ২১.৪ ওভারে ১০৫ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল পাকিস্তান।এখনও কোন অঙ্কে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে পাকিস্তানখাতায় কলমে এখনও পাকিস্তানের সেমিতে যাওয়ার অঙ্ক রয়েছে।সম্ভাবনা ১)বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ৪৫০ রান তুলে,শাকিবদের ১২৯ রানে অলআউট করে পাকিস্তানকে ম্যাচ জিততে হবে ৩২১ রানে।সম্ভাবনা২) বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ৪০০ রান তুলে শাকিবদের ৮৪ রানে অলআউট করে পাকিস্তানকে ম্যাচ জিততে হবে ৩১৬ রানে।সম্ভাবনা৩)স্কোরবোর্ডে ৩৫০ রান তুলে বাংলাদেশকে ৩৮ রানে অল-আউট করে সরফরাজদের ম্যাচ জিততে হবে ৩১২ রানে।বিশ্বকাপের পাক দলের সেমি সম্ভাবনা নিয়ে বিদ্রূপ ইউসুফেরউপরের এই কঠিন অঙ্ক দেখে পাকিস্তানের সেমিতে যাওয়া নিয়ে ঠাট্টা করেছেন প্রাক্তন পাক ব্যাটসম্যান মহম্মদ ইউসূফ। স্থানীয় এক চ্যানেলে তিনি বলেন, ''বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের সেক্ষেত্রে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সবচেয়ে খারাপ খেলাটা খেলতে হবে। বাংলাদেশি ব্যাটিং লাইন আপের উপর দিয়ে পাক বোলারদের ঝড় বয়ে গেলে তবেই জিততে পারে পাকিস্তান।''

একসঙ্গে ভারত—ইংল্যান্ড ম্যাচ দেখলেন শচীন,পিচাই

আজকাল ওয়েবডেস্ক: শচীন তেন্ডুলকারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল গুগল সিইও সুন্দর পিচাইয়ের। এজবাস্টনে ভারত—ইংল্যান্ড ম্যাচে হাজির ছিলেন শচীন।

সুন্দর পিচাইও এসেছিলেন গত রবিবার ভারতের ম্যাচ দেখতে। বুধবার শচীন টুইটারে একটি ছবি পোস্ট করেন। যে ছবিতে শচীনের সঙ্গে ছিলেন পিচাই। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, দু'জনেই খেলা দেখতে ব্যস্ত। সঙ্গে শচীন ক্যাপশনে লিখেছেন, 'কেয়া ইয়েহ সুন্দর পিক হ্যায়? (ছবিটা সুন্দর না?)'। জবাবে সুন্দর উত্তর দিয়েছেন পিচাই। মহেন্দ্র সিং ধোনির প্রসঙ্গ এনে বলেছেন, 'মাহি ভাই যেমন বলে। বহুত বড়িয়া। (খুব ভাল)। তোমার সঙ্গে খেলা দেখার সুযোগ পেয়ে ভাল লাগল। অনেক স্মৃতি মনে পড়ল। আবার দেখা হবে।'

সতীর্থদের উদ্দীপ্ত করার জন্য ধোনি উইকেটের পিছন থেকে বরাবরই বলে থাকেন 'বহুত বড়িয়া।' আর সুন্দর পিচাই আবার ধোনির বড় ভক্ত। ধোনির এই কথা প্রায়শই স্টাম্প মাইক্রোফোনে ধরা পড়ে যায়। তা নজর এড়ায়নি পিচাইয়ের।

''আমাদের দেশের হয়ে খেলুন'', অম্বাতি রাইডুকে প্রস্তাব আইসল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের

মহানগর ওয়েবডেস্ক: বিশ্বকাপ দলে ঠাঁই না পেয়ে হতাশ হয়ে ছিলেন অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান অম্বাতি রাইডু। সেই দুঃখে বুধবার অবসর নেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন তিনি। তবে মজার ব্যাপার, অম্বাতি রাইডু যাতে খেলা চালিয়ে যান তাঁর জন্য সচেষ্ট হল জাতীয় ক্রিকেট বোর্ড। তবে তা ভারতীয় নয়। এবার আইসল্যান্ডের জাতীয় দলের হয়ে খেলার জন্যে অম্বাতি রাইডুকে প্রস্তাব দিল সেদেশের ক্রিকেট বোর্ড। সেই সঙ্গে আইসল্যান্ডে গিয়ে পাকাপাকি ভাবে থাকারও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তাঁকে।অম্বাতির বদলে বিশ্বকাপের জন্য বিজয় শঙ্করকে দলে নিয়েছিলেন নির্বাচকরা। এর কারণ হিসেবে নির্বাচক প্রধান এমএসকে প্রসাদ জানিয়েছিলেন, ''রাইডুকে আমরা বেশ কিছু সুযোগ দিয়েছি। কিন্তু বিজয় ব্যাট, বল ফিল্ডিং সবই করতে পারে। ও থ্রি ডাইমেনশনাল ক্রিকেটার।'' নির্বাচক প্রধানের এই কথাটিকেই কটাক্ষ করেন রাইডু। তিনি টুইটারে লেখেন, ''বিশ্বকাপ দেখব বলে এই মাত্র থ্রিডি চশমা অর্ডার দিলাম।''এরপর অবশ্য বিশ্বকাপে আহামরি কিছুই করতে পারেননি বিজয়। আবার মাঝপথে চোট পেয়ে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গিয়েছেন তিনি। বিজয়ের জায়গায় দলে এসেছেন মায়াঙ্ক আগরওয়াল। রাইডুর

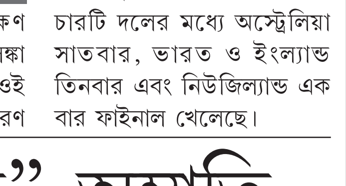

আশা ছিল বিজয় ছিটকে যাওয়ায় এবার অন্তত শিকে ছিঁড়বে অভিজ্ঞ এই ব্যাটসম্যানের। কিন্তু তা না হয়নি।এরপরেই একটি টুইট করে আইসল্যান্ডের ক্রিকেট বোর্ড। মায়াঙ্ককে কটাক্ষ করে লেখা হয়, ''মায়াঙ্কের মাত্র তিনটি পেশাদার উইকেট রয়েছে, গড় ৭২.৩৩। তাই অম্বাতি রাইডু এবার নিজের ৩ঙ্গ চশমা খুলে রাখতেই পারেন। আমরা ওনার জন্য একটি নথি পাঠিয়েছি, সেটা পড়ার জন্য সাধারণ চশমাই যথেষ্ট। আমাদের দলে যোগ দিন অম্বাতি।''

সৌরভের ১৮৩-র টনটনে সাকিবের দাদাগিরি

নিজস্ব প্রতিবেদন: একদিনের ক্রিকেটে রেকর্ড রান তাড়া করে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে দুরন্ত জয় ছিনিয়ে আনল সাকিবরা। প্রথমে বল হাতে মুস্তাফিজুর রহমান, সইফউদ্দিন, সাকিবদের দাপট থাকলেও তিনশোর গণ্ডি পার করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কিন্তু সাকিব আল হাসানের সেঞ্চুরি আর লিটন দাসের দুরন্ত হাফ সেঞ্চুরিতে টনটনে বাজিমাত করল টাইগাররা। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে বিশ্বকাপে জয়ে ফিরল বাংলাদেশ। দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারানোর পর ক্যারিবিয়ানদের হারিয়ে বিলেতে বিশ্বকাপে চমক দেখাচ্ছেন এগারো বাঙালি।সোমবার টনটনে টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশ অধিনায়ক মাশরফি মোর্তাজা। কিন্তু বিধ্বংসী ক্রিস গেইলকে শূন্য রানে সাজঘরে ফিরিয়ে আসল কাজটা শুরু করেন সইফউদ্দিন। এরপর অবশ্য সাই হোপের সঙ্গে জুটি বাঁধেন এভিন লুইস। দ্বিতীয় উইকেটে ১১৬ রানের পার্টনারশিপ ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভিতকে শক্ত করে। ৭০ রান করেন লুইস। ৯৬ রান করে আউট হন হোপ। নিকোলাস পুরান ২৫ এবং শিমরন হেটমায়ার ২৬ বলে ৫০ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেন। ব্যর্থ রাসেল শূন্য রানে সাজঘরে ফেরেন। ১৫ বলে ৩৩ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন অদিনায়ক জেসন হোল্ডার। শেষ পর্যন্ত ৮ উইকেট হারিয়ে ৩২১ রান তোলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বাংলাদেশের হয়ে ৩টি করে উইকেট নেন মুস্তাফিজুর রহমান ও সইফউদ্দিন। ২টি উইকেট নেন সাকিব আল হাসান।৩২২ রানের টার্গেট নিয়ে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভালোই করেছিলেন তামিম ইকবাল ও সৌম্য সরকার। সৌম্য ২৯ রানে আর তামিম ৪৮ রানে ফিরে যান। কিন্তু বাংলাদেশকে একাই টানতে থাকেন সাকিব আল হাসান। মুশফিকুর রহিম দ্রুত ফিরে গেলেও সাকিব সঙ্গী হিসেবে পেয়ে যান লিটন দাসকে। চতুর্থ উইকেটে সাকিব-লিটন জুটিই বাংলাদেশের জয় নিশ্চিত করে দেয়। ৫১ বল বাকি থাকতেই মাত্র ৩ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। ১২৪ রানে অপরাজিত থাকেন সাকিব অন্যদিকে লিটন ৯৪ রানে নট আউট থাকেন।

ঋষভকে চার নম্বরেই দেখতে চান মাইকেল ক্লার্ক

আজকাল ওয়েবডেস্ক: চার নম্বরে ঋষভ পন্থকেই দেখতে চান মাইকেল ক্লার্ক। বড় শট খেলার ক্ষমতা রয়েছে পন্থের। বাংলাদেশ ম্যাচে তা দেখাও গেছে। ইংল্যান্ড ম্যাচেও পন্থ খারাপ খেলেননি। শনিবার ভারত খেলবে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে। তারপর রয়েছে সেমিফাইনাল। জিতলে ফাইনাল। মাইকেল ক্লার্কের কথায়, 'ঋষভ পন্থ চার নম্বরে থাকলে ভারতের রানের গতি বাড়বে। খুব খারাপ ব্যাট করলেও পন্থের স্ট্রাইক রেট ১০০ থাকে। আর যদি ঠিকঠাক মারতে পারে, তাহলে স্ট্রাইক রেট হয়ে যাবে ১৪০ থেকে ১৫০। ভাল উইকেটে ঋষভ চারে নামলে ভারতের মিডল অর্ডার আরও মজবুত হবে।' শিখর ধাওয়ান চোটের জন্য ছিটকে যাওয়ার পর দলে আসেন পন্থ। কিন্তু বিজয় শঙ্কর থাকায় সুযোগ পাচ্ছিলেন না। তবে বিজয় শঙ্করও ছিটকে গেছেন বিশ্বকাপ থেকে। এবার চার নম্বরে খেলানো হচ্ছে পন্থকে। তিনি কিন্তু দুটো ম্যাচেই খারাপ খেলেননি। দীনেশ কার্তিকের আবার বাংলাদেশ ম্যাচে বিশ্বকাপ অভিষেক হল। ক্লার্ক চান, কার্তিককে যেন ছ'নম্বরে খেলানো হয়। অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বজয়ী অধিনায়কের যুক্তি, '৬ নম্বরে দীনেশ কার্তিকের অভিজ্ঞতা দলের কাজে লাগবে। অনেকটা হার্দিক পান্ডিয়ার মতো। উইকেটে এসেই বাউন্ডারি মারতে পারে।' এরপর ক্লার্কের সংযোজন, 'বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা ছন্দে রয়েছে। একটা শতরান পেয়ে গেলে কোহলি আরও চাঙ্গা হয়ে যাবে।'

NOTICE INVITING TENDER-FOR HIRING OF VEHICLE

Sealed tender are hereby invited from the intending resourceful, bonafied Indian citizen as individual, society or corporate body having good experience with financial capability for the supply of one Commercial vehicle " (Maruti Omni) on hire basis for a period of 1(one) year for use by the Dy.Director of Agriculture, Unakoti District, Kailashahar. The date of registration of the vehicle should be after ***1st January-2015*** and should have Commercial registration. The last date for submission /receipt of tender is ***29th July-2019 up to 3.30 PM*** which will be opened by the office in presence of Tenderer's or their authorized representatives on the same day at ***4.30 Pm*** in the Chamber of the undersigned if possible. Tenders received after the above scheduled date and time will not be considered.

Maximum Ceiling Limit of rate (Rate should be inclusive all taxes)	MARUTI-OMNI
1. Detention Charges	Rs. 600/-per day
2.Rate per kilometer Charges	Rs 6.00 Per km of Run of the vehicle (Petrol)
3.Monthly expenditures ceiling (In Rs.)	Rs. 23,400/-(Twenty three thousand four hundred) only
4.For duties beyond 8(eight) hours overtime @rs.10/ per hour may be allowed subject to maximum of Rs. 40/ per day.	

The details of tender and all terms and condition are available in the Notice Board to the Office of the Dy.Director of Agriculture, Unakoti District, Ka ilashahar.

(RATIS MALAKAR)
Dy.Director of Agriculture
Unakoti District Kailashahar.

ICA/C/592/19

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

বৃহস্পতিবার দক্ষিণ জেলার বাইখোড়ায় আয়োজিত রথযাত্রার উদ্বোধন করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

জগন্নাথের রথযাত্রা, উচ্ছ্বল অসমের বিভিন্ন প্রান্ত

গুয়াহাটি, ৪ জুলাই (হি.স.) : শ্রীশ্রী জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে আজ বৃহস্পতিবার সারাদিন গুয়াহাটি থেকে শুরু করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে উৎসবের মেজাজ বিরাজ করেছে। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ, সংক্ষেপে ইসকন অন্যান্য বছরের মতো এবারও 'গুয়াহাটি জগন্নাথ রথযাত্রা ২০১৯' শীর্ষক মহোৎসবের আয়োজন করেছে। সমাজের সকলস্তরের মানুষজনের মধ্যে শান্তি ও সামাজিক সম্প্রীতির উত্তরণ ঘটাতে আজ (৪ জুলাই) থেকে ১২ জুলাই পর্যন্ত ব্যাপক আয়োজন করেছে ইসকন।

রথযাত্রা মহোৎসবের প্রথমদিন আজ বেলা দুটোয় গুয়াহাটির উলুবাড়ি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে শ্রীশ্রী জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের রথযাত্রার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। এর পর বেলা তিনটেয় রথটি জিএস রোডের উলুবাড়ি থেকে যাত্রা করে গণেশগুড়ি, আরপি রোড, লাস্টগেট, বেলতলা হয়ে জয়ানগরে জগন্নাথমন্দির চত্বরে গিয়ে থমকেছে। ইসকন গুয়াহাটি আয়াজিত আজ প্রথমদিনের রথযাত্রায় রাজ্যের কয়েকটি জনগোষ্ঠীর ভক্ত-জনতা অংশগ্রহণ করেছেন। ইসকন-এর ২০ ফুট উঁচু ১৮ ফুট লম্বা রথে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে শ্রীশ্রী জগন্নাথ, বলদেব এবং সুভদ্রার বিগ্রহ। আগামীকাল ৫ জুলাই থেকে থেকে কয়দিন ভজন, কীর্তন, আরতি, হরিনাম, ভাগবতপাঠ ইত্যাদি শাস্ত্রীয় আধ্যাত্মিক নানা অনুষ্ঠান জয়ানগরে জগন্নাথমন্দিরে অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে শ্রীমদ্ভাগবত গীতার উপর প্রবচন পেশ করবেন বিশিষ্ট প্রবচক অমোঘ লীলা দাস (উপ-সভাপতি, ইসকন দ্বারকাধীশ মন্দির, নয়াদিল্লি)। মহোৎসবের শেষ দিন ১২ জুলাই বিকেল ৩:৩০-এ জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রাকে নিয়ে কটন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে উল্টোরথ যাত্রা করে এইচবি রোড, পানবাজার, পুরনো সেন্ট্রাল জেল রোড, এমএস রোড, এটি রোড হয়ে ফিরে আসবে উলুবাড়ির এএসটিসি পার্কিংস্থলে। এখানেই উল্টোরথের যবনিকা ঘটবে বলে জানিয়েছেন গুয়াহাটির ইসকন কর্তৃপক্ষ।

দক্ষিণ অসমের শিলচর, করিমগঞ্জেও মহাধুমধামে পালন করা হয়েছে রথযাত্রার অনুষ্ঠান। করিমগঞ্জে ইসকন, গোপালের আখড়া, মদনমোহন আখড়া, কালীবাড়ি প্রভৃতি মন্দিরের সুসজ্জিত রথে শ্রীশ্রী জগন্নাথ, বলভদ্র এবং সুভদ্রার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জগন্নাথের রথকে এগিয়ে নিয়ে যান হাজার হাজার ভক্ত। শিলচরেও ইসকন, শ্যামসুন্দর মন্দিরের রথ বেরিয়েছিল রাস্তায়। অনুরূপভাবে পাথারকান্দি, কানাইবাজার, আনিপুর, দুল্লভছড়ায় রথের উচ্ছ্বাস ছিল দেখার মতো। এদকে নিম্ন অসমের ধুবড়ি জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ঐতিহাসিক তথা শ্রীমন্ত শংকরদেব প্রতিষ্ঠিত সত্রশাল রামরাইকুটি সত্রেও উদযাপিত হয়েছে রথযাত্রা। এখানেও ছিল পুরী সদৃশ রথযাত্রা। আজ বিকেল তিনটায় লক্ষাধিক ভক্তের সমাগমে পিতলের তৈরি রথ সত্র-নামঘরের চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করে। রথে প্রভু জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রার বিগ্রহ স্থাপন করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, তদানীন্তন কোচবিহার রাজ্যের রাজা নরনারায়ণ সেই যুগে গৌরীপুরের জমিদারের হাত দিয়ে এই পিতলের রথটি উপহার দিয়েছিলেন। বলা হয়, কেবল ভারতবর্ষই নয়, পৃথিবীর কোথাও এ ধরনের পিতল দিয়ে তৈরি প্রভু জগন্নাথের রথ দেখা যায় না।

এরশাদের শারীরিক অবস্থা অপরিবর্তিত, মৃত্যুর পর কবর নিয়ে দলে রুদ্ধদ্বার আলোচনা

ঢাকা,৪ জুলাই (হি.স.) : সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) চিকিৎসাধীন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ চোখ মেলে তাকালেও তাঁর অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে। বৃহস্পতিবার বেলা ১২টায় জাতীয় পার্টির বনানী অফিসে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সর্বশেষ শারীরিক অবস্থা নিয়ে সাংবাদিকদের জানান, তাঁর ছোট ভাই তথা পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জি এম কাদের। তিনি বলেন, এরশাদের শারীরিক অবস্থা অপরিবর্তিত, বিদেশে নেওয়ার অবস্থা নেই। তবে উন্নতির আশা রয়েছে। এ সময় এরশাদের শারীরিক সুস্থতার জন্য তিনি দেশবাসীর কাছে দোয়া চান। অন্যদিকে জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু জানান, এরশাদকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সযোগে সিঙ্গাপুরে নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির শারীরিক অবস্থার প্রেক্ষিতে গতকাল বিকেলে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দীর্ঘ সাড়ে তিন ঘণ্টা পার্টির সভাপতিমন্ডলীর সদস্য ও সাংসদদের রুদ্ধদ্বার বৈঠকে এরশাদ মারা গেলে কবর কোথায় হবে, এনিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। প্রায় সবাই খোলা জায়গায় কবর দেওয়ার পক্ষে মত দেন, যেখানে কবরের পাশে মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা স্থাপন করা সম্ভব হয়। দলীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি কমপ্লেক্সও থাকবে কবরের পাশে। দলের সভাপতিমন্ডলীর কয়েকজন সদস্য হিন্দুস্থান সমাচারকে জানিয়েছেন, বৈঠকের শুরুতেই ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও এরশাদের ছোট ভাই জি এম কাদের বড় ভাই এরশাদের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি এরশাদের সুস্থতা কামনায় সবার দোয়া এবং দল কীভাবে চলবে এ বিষয়ে সবার মতামত চান।

জানা গেছে, সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা ও সফিকুল ইসলাম সেন্টু রাজধানীর আদাবরে জায়গা কিনে কবরস্থান নির্মাণের প্রস্তাব দেন। আইনজীবী কাজী ফিরোজ রশিদ আদাবরে না পাওয়া গেলে সাভারে নিজস্ব জায়গা থেকে দুই বিঘায় কবরস্থানের কথা বলেন। সভাপতিমন্ডলীর আরেক সদস্য কাজী মামুনুর রশিদ বড় ও খোলা জায়গায় এরশাদের কবরস্থান করার

ছয়ের পাতায় দেখুন

'কাটমানি' নিয়ে দফায় দফায় তৃণমূল- বিজেপি সংঘর্ষ, আহত ৫

দুর্গাপুর, ৪ জুলাই (হি. স.) : ফের ''কাটমানি'' ইস্যুতে উত্তাল পূর্ব বর্ধমানের কাঁকসার বাঁশকোপা শিল্পতালুক। শ্রমিকদের আড়ালে কাটমানি নিয়ে মজুরী চুক্তি চেষ্টার অভিযোগ। আর তার জেরে শ্রমিকরোষে পড়ল তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমতির সহ-সভাপতি তথা বর্তমান সদস্য। ঘটনাকে কেন্দ্র করে দফায় দফায় তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ। আহত হয়েছে ৫ জন। ঘটনায় এক শ্রমিককে গ্রেফতার করেছে কাঁকসা থানার পুলিশ।

ঘটনায় জানা গেছে, আক্রান্ত তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমতির সহ- সভাপতি তথা বর্তমান সদস্য চিন্ময় মন্ডল। বুধবার সন্ধ্যায় বাঁশকোপা শিল্পতালুকে একটি সিমেন্ট কারখানায় গিয়েছিলেন। সেখান থেকে বেরোনোর সময় শ্রমিকরা ঘিরে ধরে। ঘটনায় ধৃত সঞ্জয় গোপ নামে এক শ্রমিক অভিযোগ অস্বিকার করে জানান,' কেন্দ্রীয় শ্রমনীতি মেনে মজুরীর দাবী দীর্ঘদিনের। কিন্তু কেন্দ্রীয় দৈনিক শ্রম মজুরীকে উপেক্ষা করে ''কাটমানি'' নিয়ে নিজেরা আলাদা করে বেতন চুক্তি করার চেষ্টা করছিল তৃণমূল নেতা চিন্ময় মন্ডল। তখনই শ্রমিকরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে।' আর তাতেই প্রতিবাদে সরব হয় ক্ষিপ্ত শ্রমিকরা। শ্রমিকদের সঙ্গে বাদানুবাদ হতেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। উত্তেজিত শ্রমিকরা চিন্ময়বাবুকে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ।

যদিও চিন্ময়বাবু জানান,' মিটিং সেরে ফেরার পথে স্থানীয় বিজেপির কিছু ছেলে মারধর করে। তাদের পার্টি অফিসে নিয়ে যায়। সেখানেও এলোপাথাড়ি মারধর করে।' তবে তিনি ''কাটমানি'' নিয়ে মজুরী চুক্তির অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন,' সম্পুর্ন মিথ্যা অভিযোগ। ওই কারখানায় শ্রমিক কল্যাণের একটি মিটিংয়ে গিয়েছিলাম।' আহত চিন্ময় মন্ডলকে রাতেই পানাগড় ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। এদিকে ওই ঘটনার পর তৃণমূল পাল্টা বিজেপিকর্মীদের ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। ঘটনায় ৪ বিজেপিকর্মী আহত হয়। বিজেপির পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি লক্ষণ ঘড়ুই জানান,' তৃণমূল নেতাকর্মীরা যেভাবে কাটমানি নিয়েছে, এখন মানুষ ক্ষেপে উঠেছে। গ্রামবাসী ও শ্রমিকরা কাটমানি ফেরতের দাবী জানাতে গিয়েছিল। তখনই গণরোষের শিকার হয়েছে। বিজেপির কোন যোগ নেই ঘটনায়। বরং তৃণমূল বহিরাগত লোকজন নিয়ে বিজেপিকর্মীদের মারধর করেছে।' অন্যদিকে পুলিশ জানিয়েছে, গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে। একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।' এদিকে দলীয়কর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে বাঁশকোপা গ্রামে বিক্ষোভ মিছিল করে বিজেপি।

হাইলাকান্দিতে গ্রেফতার ভুয়ো চিকিৎসক, চাঞ্চল্য

হাইলাকান্দি (অসম), ৪ জুলাই (হি.স.) : হাইলাকান্দির সন্তোষকুমার রায় অসামরিক হাসপাতালের প্রেসক্রিপশন স্লিপ এবং রাইটিং প্যাড ব্যবহার করার অভিযোগে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন এক ভুয়ো চিকিৎসক-যুবক। হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডা. সুদীপ চক্রবর্তীর অভিযোগের ভিত্তিতে হাইলাকান্দি সদর থানার পুলিশ আজ গ্রেফতার করেছে বিশ্বজিৎ দেবনাথ নামের যুবককে।

অভিযোগ, বিশ্বজিৎ দেবনাথের হাইলাকান্দিতে নিজের একটি ফার্মাসি আছে। নাম প্রিয়বালা মেডিক্যাল স্টোর। ফার্মাসিতে বসে মুন্নাভাই এমবিবিএস রোগীদের চিকিৎসা করেন। কেবল চিকিৎসাই নয়, তিনি সন্তোষকুমার রায় সিভিল হাসপাতালের স্লিপ প্যাডে ওষুধের বিধান লেখার পাশাপাশি সরকারি ল্যাবের রিপোর্টও দেন।

গতকাল বুধবার জনৈক ব্যক্তি তাঁর সন্তানকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য সংশ্লিষ্ট সিভিল হাসপাতালে এসেছিলেন। কিন্তু হাসপাতালের আউটডোরে সে-সময় দীর্ঘ লাইন দেখিয়ে দালালবেশী অন্য এক যুবক ব্যক্তিটিকে নিয়ে যান পার্শবর্তী বিশ্বজিৎ দেবনাথের প্রিয়বালা মেডিক্যাল স্টোরে। সেখানে রোগীকে পরীক্ষা করে সরকারি হাসপাতালের প্যাডে প্রেক্রিপশন লিখে সঙ্গে প্যাথ-ল্যাবের একটি টোকেন ধরিয়ে দেন তাঁর হাতে। কিন্তু এই টোকেন নিয়ে রক্ত পরীক্ষা করাতে গেলে ঘটে বিপত্তি। হাসপাতালের ল্যাবে ভুয়ো টোকেন এবং প্রেসক্রিপশন

ছয়ের পাতায় দেখুন

দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম ৪ জুলাই ।। বাইক ও মারুতী ভ্যানের মধ্যে সংঘর্ষে এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছে। দূর্ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকাল এগারটা নাগাদ চড়িলাম বাজারে। আহত যুবকের নাম বিকাশ দেবনাথ। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তাকে উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যায়। বিশালগড় থানার পুলিশ দূর্ঘটনার একটি মামলা নিয়ে বাইকটি আটক করেছে।

মহারাষ্ট্রের রত্নাগিরিতে বাঁধ ভেঙে মৃত্যু ১৬ জনের, নিখোঁজ আরও ৮ জন

রত্নাগিরি (মহারাষ্ট্র), ৪ জুলাই (হি.স.): মহারাষ্ট্রের রত্নাগিরি জেলায় তিওয়ারে নদীবাঁধ ভেঙে পড়ার ঘটনায় ২৪ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে, বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত ১৬ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও নিখোঁজ রয়েছেন আরও ৮ জন। বুধবার রাত পর্যন্ত তিওয়ারে বাঁধ ভেঙে পড়ার ঘটনায় মৃতের সংখ্যা ছিল ১১ জন। বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত তল্লাশি চালানোর পর উদ্ধার করা হয়েছে আরও পাঁচটি দেহ। সবমিলিয়ে তিওয়ারে বাঁধ ভেঙে ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে কয়েকজনের পরিচয় জানা গিয়েছে, তাঁরা হলেন-চন্দ্রভাগা চাবন (৭৫), আত্মারাম চাবন (৭৫), পাণ্ডুরঙ্গ (৫৫), শারদা (৪৪), দশরথ (২০), সন্দেশ ধাড়ভে (১৮), নন্দরাম (৫৫), বৈষ্ণবী (২০), অনুসায়া (৭০), রবীন্দ্র (৪৫), রাকেশ (৩০), সুনীল পওয়ার (৩৩) এবং রুতুজা চাবন (২৬)। উদ্ধারকারী দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তিওয়ারে গ্রাম থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে উদ্ধার হয় রুতুজার মরদেহ।

প্রবল জলস্রোতে মঙ্গলবার রাতে আচমকাই ভেঙে যায় রত্নাগিরি জেলার চিপলুন তালুকার তিওয়ারে বাঁধ। বাঁধটি ভেঙে বন্যা পরিস্থিত তৈরি হয় সাতটি গ্রামে। ভেঙে যায় নীচু এলাকার অন্ততপক্ষে ১২টি বাড়ি। জলের স্রোতে তলিয়ে যান ২২-২৪ জনউ তাঁদের মধ্যেই এখনও পর্যন্ত ১৬ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও নিখোঁজ রয়েছেন আরও ৮ জন। বৃহস্পতিবার উদ্ধারকারী দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'রাতভর উদ্ধারকাজ চালিয়ে আরও পাঁচটি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। দেহগুলি জলে অথবা ঝোপের ভিতরে পড়ে ছিলউ' মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

রাজ্য থেকে মাত্র তিনজন সরাসরি আইএএস হয়েছেন, দুর্ভাগ্যজনক বললেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। রাজ্যে শিক্ষার হাল নিয়ে বিগত সরকারগুলির ভূমিকায় চাঁচাছোলা ভাষায় সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর দাবি, রাজ্যে শিক্ষার গুণগতমানের অভাব রয়েছে। তাই, এ যাবৎ রাজ্য থেকে কেবলমাত্র ৩ জন সরাসরি আইএএস হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। যা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। বৃহস্পতিবার সুকান্ত একাডেমীর সভাগৃহে ত্রিপুরা রাজ্য মহাবিদ্যালয় শৈক্ষিক সংঘের সাধারণ সভার উদ্বোধন করে একথা বলেন তিনি।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, বর্তমান কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রধর্মই প্রধান। কিন্তু ৬০-৬৫ বছরের জঞ্জাল পাঁচ বছরে সরানো সম্ভব নয়। কিন্তু, সরকার গঠনমূলক ভাবনা নিয়ে সেই দিশাতে কাজ শুরু করে দিয়েছে, বলেন তিনি। প্রসঙ্গক্রমে তিনি দাবি করেন, চানক্য শিক্ষকদের আদর্শ হওয়া উচিত। তাঁর কথায়, আমাদের দেশে ১৯৯৮ সালের পর থেকে সঠিকভাবে রাষ্ট্রহিতে কাজ করা শুরু হয়েছিল। রাষ্ট্রহিত ভাবধারায় জারিত মনীষীদের হাতে এই দেশ শাসনের ভার কম সময়ের জন্য ছিল। তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, যারা ভারতীয় ব্যবস্থাকে মানেনা, তারাই এই দেশ চালাতেন। যখন শিক্ষা ব্যবস্থায় ভারতীয়ত্ব অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সচেষ্ট হয়েছিল তখনই সরকারের উপর আঙুল উঠেছে। ধর্ম নিরপক্ষেতা শব্দটিকে বারবার অনৈতিকভাবে হাতিয়ার করে তোলা হয়েছিল।

মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখতে গিয়ে আরও বলেন, সমাজ ও রাষ্ট্রের চিন্তাধারা পরিবর্তিত হচ্ছে। নতুন ভারত গড়ার জন্য পরিবর্তন হচ্ছে। সমগ্র বিশ্বে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠত্বের বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি আরও বলেন, ২০১৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষা পরিষদ গঠন করা হয়েছিল। ইউ জি সি অনুমোদিত কলেজগুলো এতে উপকৃত হত। কিন্তু বিগত সরকার এই বিষয়ে কোন উদ্যোগ নেয়নি। কিন্তু, বর্তমান সরকার শিক্ষার উপর সবচেয়ে বেশি জোর দিচ্ছে। তাঁর দাবি, প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত সকলস্তরের শিক্ষার উন্নয়নে রাজ্য সরকার সমভাবে সচেষ্ট।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, জনসংখ্যার নিরিখে দেশে ত্রিপুরা রাজ্যেই সবচেয়ে বেশি সরকারি বিদ্যালয় রয়েছে। এখানে ছাত্র ও শিক্ষকের অনুপাতও সবচেয়ে বেশি। সে তুলনায় রাজ্যের শিক্ষার গুণগতমানের অভাব রয়েছে। যার দরুণ এ যাবৎ রাজ্য থেকে কেবলমাত্র ৩ জন সরাসরি আই এ এস হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। যা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। তিনি বলেন, অঙ্গনওয়াড়ি পর্যায় থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা, আচার-আচরণ শিক্ষন শুরু করতে হয়। তখনই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে গুণগত শিক্ষার বিকাশ ঘটবে। বর্তমান রাজ্য সরকার সেই দিশাতেই কাজ করছে।

নিজের কর্মের প্রতি সমর্পিত মনোভাবের উদাহরণ দিতে গিয়ে এদিন তিনি দিব্যাঙ্গ ছাত্র প্রলয় সূত্রধর ও তার মার কথাও নিজের বক্তব্যের মধ্যে উল্লেখ করেন। বক্তব্যের শেষের পর্যায়ে তিনি বলেন, বর্তমান সরকার রাজ্যে এমন সমাজ ব্যবস্থা তৈরী করতে চায়, যেখানে কোন আসামী ও সংশোধনাগার থাকবে না। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রাপ্ত অতিরিক্ত ৩৫৮ কোটি টাকা রাজ্যের অসমাপ্ত বিভিন্ন কাজের পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয় এবং রাস্তার উন্নয়নে ব্যয় করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজা রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনায় যে জাতপাত, ধর্ম, বর্ণ মুক্ত ভারতবর্ষ ছিল, সেরকম ভারতবর্ষ গঠনে বর্তমানে সরকার সচেষ্ট। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাচীন এই ঐতিহ্য রয়েছে। এদিন এই অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের আর্গানাইজিং সেক্রেটারি মহেন্দ্র কাপুর, ত্রিপুরা রাজ্য মহাবিদ্যালয় শৈক্ষিক সংঘের সভাপতি ড. ধীরেন্দ্র দেবনাথ ও সাধারণ সচিব তীর্থরাম রিয়াং এবং ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ অধিকর্তা ড. অরবিন্দ মাহাতো প্রমুখ। এই অনুষ্ঠানের শুরুতে উপস্থিত অতিথিবর্গ ভারতমাতা ও সরস্বতী দেবীর প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ঘ্যও নিবেদন করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের অর্গানাইজিং সেক্রেটারি মহেন্দ্র কাপুর বলেন, কেবলমাত্র সরকার দেশ চালাতে পারে না। প্রত্যেক দেশবাসীকে নিজের ১০০ শতাংশ দিয়ে দেশ ও সমাজের উন্নয়নে কাজ করতে হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্য অতিথিরাও এদিন বক্তব্য রাখেন। এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা অংশ্রগ্রহণ করেছিলেন।

বৈচিত্র্যপূর্ণ উত্তরপূর্ব ভারতকে প্লাস্টিকের দূষণ থেকে মুক্ত রাখার আহ্বান পঞ্জাবকন্যার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই ।। ঘন সবুজে ঘেরা উত্তরপূর্ব ভারতের আট রাজ্য। এই রাজ্যগুলি সম্পর্কে ভারতের মূল ভূখণ্ডের মানুষজনের নানা ধরনের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। তা দূর করতে এবং এই অঞ্চলকে প্লাস্টিক-দূষণ থেকে মুক্ত রাখতে উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলি ঘুরে জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছেন পঞ্জাব-কন্যা আইনজীবী শিবাঙ্গী।

সবুজ বনানী, নদী, নালা, পাহাড়-পর্বত ঘেরা এবং নানা জৈববৈচিত্র্যের উত্তরপূর্ব ভারতে অবস্থিত আট রাজ্য। সেই সঙ্গে রয়েছে নানা জীবনশৈলী নিয়ে বেঁচে থাকা ভিন্ন ভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠী। এই সকল জনজাতির সংস্কৃতি, খাদ্যাভাস, ধর্মাচরণ, সামাজিক রীতি-নীতিতে রয়েছে স্বকীয়তা। তাই ভারতের মূল ভূখণ্ডে বসবাসকারী মানুষদের এই অঞ্চলের অধিবাসী সম্পর্কে একদিকে যেমন রয়েছে কৌতূহল, সেই সঙ্গে রয়েছে অহেতুক এক ভীতি। অনেকের ধারণা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের মানসিকতা খুব উগ্র। আবার অনেকের ধারণা, তাঁরা অন্য প্রান্তের মানুষজনকে একেবারে সহ্য করতে পারেন না। কিন্তু এগুলি আসলে ভ্রান্ত ধারণা। ভারতের মূল ভূখণ্ডবাসীর এই সকল ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এলাকা যাতে প্লাস্টিকের দূষণে নষ্ট না হয় তার জন্য এই অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে পঞ্জাবের রাজধানী চণ্ডীগড় থেকে উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলিতে এসে ঘুরে বেড়াচ্ছেন শিবাঙ্গী।

গত ৩০ জুন তাঁর এই ভ্রমণ শুরু করেছেন, চলবে এক মাস। আইনজীবী শিবাঙ্গী প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা থেকেই প্লাস্টিকমুক্ত বিশ্ব গড়তে চাইছেন। প্রকৃতির সৌন্দর্যময় এই অঞ্চলের ভারসাম্য যাতে প্লাস্টিকের দ্বারা নষ্ট না হয় এবং এই অঞ্চল সম্পর্কে মানুষের ভ্রান্ত ধারণা দূর করতেই তার এই ভ্রমণ, আগরতলা এসে বলেছেন শিবাঙ্গী। ইতিমধ্যে তিনি ত্রিপুরা-সহ মোট ৬টি রাজ্য একাই ঘুরেছেন। বাকি রয়েছে মেঘালয়। এই রাজ্য ঘুরে দেখলে তার সাত রাজ্য ভ্রমণ শেষ হবে। তবে সিকিমকে তাঁর ভ্রমণ তালিকা থেকে আপাতত বাদ দিয়েছেন।

ভ্রমণের জন্য তিনি কোনও বিশেষ গাড়ি নেননি। সাধারণ যাত্রীবাহী গাড়িতে চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। ছয় রাজ্য ঘুরতে গিয়ে তাঁর কোনও সমস্যায়ও পড়তে হয়েনি, জানান তিনি। এই অঞ্চলের মানুষ খুব সহজ-সরল এবং তাঁদের অতিথিপরায়ণতায় তিনি আপ্লুত। তিনি জানান, প্রতিটি রাজ্যের পর্যটনস্থলগুলি ঘুরে দেখছেন। যেখানেই প্লাস্টিকের আবর্জনা দেখছেন সেখানেই সাধারণ মানুষদের এর ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। নাগাল্যান্ডের একটি কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে অতিথি শিক্ষক হিসেবে পরিবেশ রক্ষার উপর আলোচনার সুযোগ দিয়েছে। তিনি যে রাজ্যেই যাচ্ছেন স্থানীয় মানুষের সঙ্গে মিশছেন এবং সেই সব এলাকার বিশেষত্বের বিবরণ সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দিচ্ছেন।

আজাদ হিন্দু সমিতির দিল্লি চলো অভিযানের ডাক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই ।। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে জাতির নেতা ঘোষনার দাবিতে আজাদ হিন্দু সমিতি দিল্লি চলো অভিযানের ডাক দিয়েছে। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সঞ্জিত দেবনাথ আগরতলায় আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বহু রক্ত ও আত্ম বলিদানের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যে স্বাধীন ভারতবর্ষ চেয়েছিলেন সেই স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বপ্ন এখনও পূরণ হয়নি। রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা নীতিহীনতা ও নিষ্ঠুরতা চরম আকার ধারণ করেছে। এর অবসানে ও দেশবাসীর স্বার্থে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুকে জাতির নেতা হিসেবে ঘোষণা দেবার দাবি জানিয়েছে আজাদ হিন্দ সমিতি। নিষ্ঠুরতা ভারত ছাড়ো, নেতাজীকে জাতির নেতা ঘোষণা দাও— দেশ বাঁচাও' এই স্লোগানকে সামনে রেখে দিল্লি চলো অভিযানের ডাক দিয়েছে আজাদ হিন্দ সমিতি। আগরতলা থেকে ইম্ফল, মৈরান ও রাঁচি হয়ে দেশের প্রতিটি রাজ্যের রাজধানী ছুঁয়ে দিল্লি অভিযান করবে আজাদ হিন্দ সমিতি। দেশকে নিষ্ঠুরতা, অসহিষ্ণুতা ও

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।